ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 November, 2019 ■ আগরতলা, ১৩ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২৬ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
Sister
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

আদালতের নির্দেশে বাদল চৌধুরীকে সর্বসুবিধাযুক্ত ঘরে রিমান্ডে রাখল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। আদালতের নির্দেশে বিশেষ বন্দোবস্ত করে পূর্ত ঘোটালায় অভিযুক্ত প্রাক্তন বিভাগীয় মন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হবে। নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স থানার দ্বিতলে পৃথক ঘরে সর্বসুবিধাসম্পন্ন বন্দোবস্ত করার পর আজ মঙ্গলবার পুলিশ আদালতের কাছে বাদলবাবুকে রিমান্ডে নেওয়ার আর্জি জানায়। আদালত পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করেছে। ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স থানায় একটি পৃথক ঘরে বাদল চৌধুরীকে রাখা হয়েছে। বাদল চৌধুরীর আইনজীবী সেখানে গিয়েছেন এবং বাদলবাবুকে যেসব সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা রয়েছে সেগুলি খতিয়ে দেখেন।

প্রসঙ্গত, গতকাল আদালত বাদল চৌধুরীকে চারদিন পুলিশ রিমান্ড এবং ওই রিমান্ড শেষে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিল। অবশ্য পুলিশ রিমান্ডের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছিল আদালত। আদালতের রায়ে বলা হয়েছিল, বাদল চৌধুরীর স্বাস্থ্যের অবস্থা মাথায় রেখে তাঁকে কোনও পুলিশ লকআপে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে না। পুলিশ রিমান্ডে থাকাকালীন তাঁকে অন্য কোনও স্থানে কিংবা নির্দিষ্ট একটি ঘরে যেখানে আলো-বাতাসের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে, সাথে তাঁর জন্য বিছানা ও পর্যাপ্ত পানীয় জল এবং খাবারের সুবিধা বন্দোবস্ত করতে হবে। পাশাপাশি তাঁকে যেখানে রাখা হবে তার কাছাকাছি স্থানে শৌচালয়ও থাকতে হবে। যাতে তাঁকে শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য বেশি হাঁটতে না হয়। আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছিল, পুলিশ রিমান্ড ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের সিদ্ধান্তে নিন্দায় মুখর কংগ্রেস-বামেরা, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ শিবসেনা

মহারাষ্ট্রে জারি রাষ্ট্রপতি শাসন

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারির সুপারিশে সম্মতি রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের। এর জেরে বিধানসভা নির্বাচনের ১৯ দিন পর মহারাষ্ট্রে জারি হল ৩৫৬ ধারা। মঙ্গলবার সরকার গড়া নিয়ে কোনও রাজনৈতিক সমাধান না আসায় ৩৫৬ ধারা জারি করার সুপারিশ করেন রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারি। রাজ্যপালের এই সুপারিশকে অনুমোদন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা। এরপরেই রাজ্যপালের সুপারিশে সই করে সম্মতি জানান রাজ্যপাল রামনাথ কোবিন্দ। অন্যদিকে রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন শিবসেনা।

কোনও দলই সরকার গঠন করতে না পারায় সাংবিধানিক ভাবে প্রথমে রাজ্যপাল কেন্দ্রকে রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করেন। এর পরেই ব্রাজিল সফর বিলম্বিত করে জরুরি পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাতে রাষ্ট্রপতি শাসনের পক্ষে সায় দিয়ে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনকে সুপারিশ করে মন্ত্রিসভা। সেই বিজ্ঞপ্তিতে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ সই করার পরেই সাংবিধানিক ভাবে মহারাষ্ট্রে কার্যকরী হল ৩৫৬ ধারা, অর্থাত রাষ্ট্রপতি শাসন।

বিজেপি সরকার গঠনে দাবি না জানানোয় দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে শিবসেনাকে সরকার গঠনের জন্য ডাকেন রাজ্যপাল। তাঁদের সময় ছিল সোমবার সন্ধে সাড়ে আটটা পর্যন্ত। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিধায়কের সমর্থনপত্র দিতে না পারায় এনসিপি-কে ডাকেন রাজ্যপাল। এনসিপির সময় ছিল মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত। কিন্তু তার আগেই রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়ে গেল মহারাষ্ট্রে।

ডেডলাইন ফুরনোর আগে জোটসঙ্গী কংগ্রেসের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা চালাচ্ছে শরদ পাওয়ারের দল। এর আগে এনসিপি প্রধানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি সোনিয়া গান্ধী। মহাজট কাটাতে কংগ্রেসের তিন শীর্ষ নেতা আহমেদ পটেল, মল্লিকার্জুন খাড়গে ও কে সি বেণুগোপাল মুম্বই পাড়ি দিয়েছেন। মুম্বইয়ে এদিন তাঁরা শরদ পাওয়ারের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন বলে খবর।

মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করার জন্য রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারির সিদ্ধান্তের নিন্দায় মুখর হলেন কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা। পাশাপাশি রাজ্যপালের নিন্দায় সরব সিপিআই(এম)।

মঙ্গলবার ট্যুইট করে রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করে গণতন্ত্র এবং সংবিধান নিয়ে উপহাস করেছেন রাজ্যপাল কোশিয়ারি। পাশাপাশি সংবিধান বিরুদ্ধ কাজ করেছেন রাজ্যপাল বলে জানিয়েছেন তিনি। অপর এক ট্যুইটবার্তায় তিনি লিখেছেন, 'কোনও দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় নির্বাচনের আগে জোট হওয়া বিজেপি-শিবসেনাকে ডাকা উচিত ছিল রাজ্যপালের। দ্বিতীয় বৃহত্তম জোট হিসেবে এনসিপি-কংগ্রেসকে ডাকতেই পারতেন তিনি।'

রাজ্যপালের এমন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে সিপিআই(এম)-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি জানিয়েছেন, 'মহারাষ্ট্রে মঙ্গলবার রাত ৮টা ৩০মিনিট পর্যন্ত এনসিপি-কে সরকার গড়ার সময় দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু তাঁর আগেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুরুনানকের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা সভায় ভক্তপ্রাণ মানুষ। মঙ্গলবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

গুরু নানকের জন্মজয়ন্তী রাজ্যেও উদ্‌যাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর ।। শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকের ৫৫০তম জন্মজয়ন্তী মঙ্গলবার রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। শিখ ধর্মাবলম্বীরা ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে গুরুনানকের জন্মদিনে প্রার্থনা সভায় মিলিত হন। রাজ্যের বিএসএফ ক্যাম্পেও গুরু নানকের জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

এ উপলক্ষ্যে নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। শিখ ধর্মাবলম্বীরা বলেন, মানব সেবাই সবচেয়ে বড় ধর্ম। গুরু নানকের ধর্মীয় মতবাদ সকলের কাছে পৌঁছে দিতেও তারা আহ্বান জানিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে গুরু নানকের ৫৫০তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হওয়ার খবর মিলেছে।

শাসক দলের বিরুদ্ধে পার্টি অফিস জ্বালানোর অভিযোগ সিপিএমের, অন্তর্কোন্দলের জের, বলল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। পার্টি অফিসে ভাঙচুর এবং পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগ তুলেছে বিরোধী দল সিপিএম। এক বিবৃতিতে সিপিএম অভিযোগ তুলেছে, আজ মঙ্গলবার রাজ্যের শাসক দল বিজেপির একটি মিছিল থেকে ওই দলের দুর্বৃত্তরা সোনামুড়া মহকুমার ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মাছিমাবাজারে অবস্থিত সিপিআই (এম) অফিসটি প্রথমে ভাঙচুর করে এবং পরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তবে শাসক দল বিজেপি ওই অভিযোগ ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। সিপিএমের অন্তকর্োন্দল এখন প্রকাশ্যে আসছে, অভিযোগের খণ্ডন করে বলেছে বিজেপি।

সিপিএমের অভিযোগ, ভারতের সংবিধান নাগরিকদের স্বাধীনভাবে সংগঠন করার, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের যে মৌলিক অধিকার দিয়েছে, বিজেপির শাসনে ত্রিপুরায় সাংবিধানিক অধিকার, আইনের শাসনের কোনও অস্তিত্ব নেই। আজ প্রকাশ্য দিবালোকে মাছিমায় সিপিআই (এম) অফিসে আক্রমণ ও পুড়িয়ে দেওয়া তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলি মাছিমায় পার্টি অফিস পোড়ানোর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। পাশাপাশি, সংবিধান, আইনের শাসন ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিজেপির ফ্যাসিস্টসুলভ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে সমস্ত অংশের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

এদিকে, গতকাল রাত আনুমানিক ১.৪০ নাগাদ সিপিআই (এম) জম্পুইজলা অঞ্চল কমিটির সম্পাদক আনন্দ দেববর্মার বাড়িতে আইপিএফটি আশ্রিত দুষ্কৃতকারীরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে বাড়িঘরে ভাঙচুর চালিয়েছে বলে অভিযোগ সিপিএমের। বিবৃতিতে সিপিএম জানিয়েছে ওই হামলায় বাড়ির গেট, টিনের বেড়া, বারান্দা এবং একটি দোচালা ঘর সম্পূর্ণ তছনছ করে দিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। ওই ঘরে তখন তাদের দুটো ছেলে ঘুমিয়ে ছিল। তাদের শোবার ঘরে যখন আক্রমণ চালায় তখন তারা পিছনের দরজা দিয়ে কোনওক্রমে পালিয়ে জীবন রক্ষা করে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ঘটনাটি জম্পুইজলা থানায় জানালে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আসায় তাদের জীবন রক্ষা পায়।

সিপিএম আরও অভিযোগ করেছে, ওইদিন সিআরপিএফ ক্যাম্পের কাছাকাছি মহকুমাশাসকের অফিসে কর্মরত সোমা দেববর্মার বাড়িতেও দুষ্কৃতকারীরা টিনের ছাউনিতে ইট বর্ষণ করে, তাতে ঘরের টিনের চাল প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, জিএমপি-র টাকারজলা আঞ্চলিক সম্পাদক সুধন দেববর্মার বাড়িতে গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে গাড়ি ভাঙচুর করে এবং ঘরের মূল দরজা ভাঙার চেষ্টা করেছে দুষ্কৃতকারীরা।

এদিকে, শাসক দল বিজেপি সিপিএমের সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করেছে। দলের মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, সিপিএমের অন্তকর্োন্দলের পরিনাম এখন দেখা যাচ্ছে। মানুষ তাঁদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই, অতীতের কৃতকর্মের ফল এখন তাঁরা ভোগ করছেন। নবেন্দু দাবি করেন, বিজেপির কোনও কর্মকর্তা হিংসার সাথে জড়িত নন।

চিকিৎসার জন্য বহিঃরাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা কমছে ১৫৯টি সফল নিউরো সার্জারি হয়েছে রাজ্যে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর চিকিৎসা ক্ষেত্রে রাজ্যের ব্যাপক উন্নতি হচ্ছে। যার ফলে চিকিৎসার জন্য বহিঃরাজ্যে যাবার প্রবণতা দ্রুত কমেছে। মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের মত জটিল রোগের চিকিৎসাও হচ্ছে রাজ্যে। যা কখনও চিন্তাই করা যেত না। আজ মঙ্গলবার এভাবেই স্বাস্থ্য পরিষেবার চিত্র তুলে ধরলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে এই সময়ের মধ্যে সাফল্যও এসেছে।

তিনি জানান, ইতিমধ্যেই ১৫৯টি নিউরো অপারেশন হয়েছে রাজ্যে। কমপক্ষে ৮ লক্ষ টাকার অপারেশন হচ্ছে মাত্র ৫ থেকে ১০ হাজার টাকায়। তিনি বলেন, নিউরো সার্জারি করার ব্যবস্থা না থাকার কারণে এতদিন রোগীদের বহিঃরাজ্যে যেতে হত। এই প্রবণতা বন্ধ করার জন্য বেশি টাকা দিয়ে রাজ্যে আনা হয়েছে নিউরো সার্জন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, নতুন সরকারের এই উদ্যোগের ফলে এই সময়ের মধ্যে ১৫৯টি অস্ত্রোপচার হয়েছে। এর মধ্যে ১৫০টি-ই মস্তিষ্ক সংক্রান্ত জটিলতার। এতে রাজ্যবাসীর কমপক্ষে ১২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়নি।

এদিন ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য বিমা যোজনা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে প্রতি বছর যোগ্য ব্যক্তিরা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা করাতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে ২০ লক্ষ ৫৬ হাজার আয়ুষ্মান কার্ড করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে ৮৪ হাজার পরিবারের ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার মানুষকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এ সংক্রান্ত সমীক্ষা থেকে। তাদের জন্য রাজ্যের নতুন সরকার আয়ুষ্মান ত্রিপুরা নামে একটি নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। সব মিলিয়ে ২৪ লক্ষ ১৩ হাজার কার্ড হবে। দলমত নির্বিশেষে সকল যোগ্য লোকই এর সুযোগ পাবেন। ইতিমধ্যেই ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার মানুষের আয়ুষ্মান ভারত কার্ড হয়ে গেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, এপ্রিল মাসের মধ্যেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব আরও বলেন, সিমনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে স্থলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলবেন। প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করেন, মাত্র ৫০০ মিটার রাস্তা এবং একটি কালভার্ট তৈরি করলেই বাংলাদেশের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব। এই সম্ভাবনার বিষয়টি তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরবেন বলে জানান। পাশাপাশি সেখানে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডুকলিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। মধ্য ডুকলি ঘোষপাড়ার নেপাল চন্দ্র ঘোষের বাড়িতে ভাড়াটিয়া জয়ন্ত গুপ্তার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃত জয়ন্ত গুপ্তের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে। তার বয়স আনুমানিক ৫৮ বছর। বাড়ির মালিক নেপাল ঘোষ জানান, সাত হাজার টাকা মাসিক ভাড়া হিসেবে জয়ন্ত মণ্ডল নামে পশ্চিমবঙ্গেরই এক ব্যক্তি বাড়িটি ভাড়া নেন। পরবর্তীতে তিনি পশ্চিমবঙ্গে ছুটিতে গিয়ে তার এক আত্মীয় জয়ন্ত গুপ্তাকে ঘরে থাকার জন্য পাঠান। সোমবার কলকাতা থেকে ফোন আসলে জয়ন্ত গুপ্তাকে অনেক ডাকাডাকি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতির শপথ ১৬ই ভারপ্রাপ্ত চিফ জাস্টিস হলেন শুভাশিস তলাপাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। আগামী শনিবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের নতুন প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন জাস্টিস অকিল কুরেশি। ওই দিন তাঁকে রাজ্যপাল রমেশ বাইশ পদ ও গোপনীতার শপথবাক্য পাঠ করাবেন। এদিকে, নতুন প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত ত্রিপুরা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করবেন জাস্টিস শুভাশিস তলাপাত্র।

বিচারপতি অকিল কুরেশির নিযুক্তি নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম প্রথমে তাঁকে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে সুপারিশ করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কলেজিয়ামকে ওই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য আবেদন করেছিল। ফলে, কলেজিয়াম বিচারপতি আকিল কুরেশিকে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তির জন্য সুপারিশ করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই সুপারিশের ভিত্তিতে বিচারপতি কুরেশির নিযুক্তি নিয়ে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছিল না।

এদিকে, বিচারপতি কুরেশির নিযুক্তিতে বিলম্বের কারণে গুজরাট হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন সুপ্রিমকোর্টে একটি আবেদন দাখিল করে। তাতে, বিচারপতি কুরেশির প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তিতে সুপ্রিমকোর্টের হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয়। ওই মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার জবাব দেওয়ার জন্য কিছু সময় চেয়ে নেয়। এরইমধ্যে কেন্দ্রীয় ন্যায় ও বিচারমন্ত্রক গত ৮ নভেম্বর বিচারপতি অকিল কুরেশিকে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ত্রিপুরা হাইকোর্ট সূত্রে খবর, আগামী ১৬ নভেম্বর প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সমঝে নেবেন আকিল কুরেশি।

অন্যদিকে, ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিদায়ী প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এখন পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি ত্রিপুরা ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হয়ে পড়ে। তাই কেন্দ্রীয় ন্যায় ও বিচারমন্ত্রক গতকাল ত্রিপুরা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে শুভাশিষ তলাপাত্রকে। পরবর্তী প্রধান বিচারপতি দায়িত্ব না নেওয়া পর্যন্ত তিনি ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

সনাক্ত হল কদমতলায় উদ্ধার হওয়া মৃতদেহ, অভিযোগ পরিকল্পিত খুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন মধ্য বজেন্দ্রনগর এলাকায় একটি ছড়ায় সোমবার উদ্ধারকৃত মৃতদেহের পরিচয় পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার মৃতদেহটি শনাক্ত করেন মৃত যুবকের আত্মীয়স্বজনরা। মৃত যুবকের নাম প্রাণকান্ত দাস (২৫)। কদমতলা থানাধীন বজেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের তাঁতি পাড়ার বাসিন্দা জনৈক হেমন্তকুমার দাসের ছেলে প্রাণকান্ত।

সোমবার সকালে ত্রিপুরার উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন বজেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্য বজেন্দ্রনগর এলাকার গভীর জঙ্গলে গরু চরাতে গিয়ে এক ব্যক্তি একটি পাহাড়ি ছড়ায় সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় মৃতদেহটি উপুর হয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। ভয় পেয়ে তিনি তড়িঘড়ি বিষয়টি গ্রামবাসীর নজরে আনেন। ইত্যবসরে খবর পেয়ে দলবল নিয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হন ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সূত্রধর ও কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার। তাঁরা পচাগলা বিবস্ত্র অজ্ঞাতপরিচয়ের মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যান।

খবর পেয়ে আজ সকালে কদমতলা থানায় ছুটে আসেন মৃত যুবকের বড় বোন অর্চনা দাস ও তার আত্মীয় পরিজনরা। তার পর তাঁরা কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে গিয়ে মৃতদেহটি দেখে শনাক্ত করেন। মৃত যুবক প্রাণকান্ত দাসের বোন অর্চনা দাস জানান, তাঁরা দুই ভাই ও দুই বোন। বছর দুয়েক আগে মা মারা যান। বাবা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। বর্তমানে তাঁরা নিজের গ্রাম ছেড়ে পশ্চিম পানিসাগরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ছোট বোনের বাড়িতে বাবা ও ছোট ভাই প্রাণকান্তকে নিয়ে বসবাস করতেন। মাঝে-মধ্যে বজেন্দ্রনগরের তাঁতিপাড়ার বাড়িতে এসে প্রাণকান্ত দেখাশোনা করে যেতেন।

বোন অর্চনা আরও জানান, বড় ভাই সৌদি আরবে কর্মরত। বেশ কয়েক বছর আগে দুই বোনের বিয়ে হয়েছে। ছোট ভাই প্রাণকান্ত দাসও সৌদি আরবে থাকত। কিন্তু বছর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রণয়ের সূত্রে বিয়ে, যুবকের বাড়িতে হামলা চালিয়ে নববধূকে তুলে নিয়ে গেল বাপের বাড়ির লোকেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর ।। ধর্মনগরের উত্তর হুরুয়ার জনৈক বাসিন্দার সাথে পাশের গ্রাম অর্থাৎ পশ্চিম হুরুয়ার একটি মনিপুরি সম্প্রদায়ের মেয়ের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। বিগত ৭ নভেম্বর তারা পালিয়ে উপ্তাখালি গ্রামের একটি মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করে।

এতে মেয়েটির পরিবার থেকে থানায় অভিযোগ করা হলে পানিসাগর থানার পুলিশ নব বিবাহিত দম্পতিকে উপ্তাখালি এলাকা থেকে উদ্ধার করে পানিসাগর থানায় নিয়ে যায়। পরবর্তীতে পুলিশ নববধূকে জিজ্ঞেস করলে সে জানায় সে স্বইচ্ছায় বিক্রমকে বিয়ে করেছে। এতে পুলিশ বিবাহিত দম্পতিদের প্রাপ্ত বয়সের কারনে থানা থেকে ছেড়ে দেন। ওই যুবক পানিসাগর থেকে স্ত্রীকে নিয়ে উত্তর হুরুয়া নিজ বাড়িতে উঠে। এদিকে আচমকা সোমবার বিকেলে নববধূর বাপের বাড়ির পক্ষ থেকে বেশ কয়েক জন ওই যুবকের বাড়ি এসে আক্রমণ করে। দীর্ঘ সময় তান্ডব চালিয়ে ছেলের বাড়ির আসবাব ভাঙ্গচুর করে মেয়েকে নিয়ে যায়। এতে গোটা উত্তর হুরুয়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে।

ওই যুবকের পরিবারের পক্ষ থেকে এই আক্রমণের তিব্র প্রতিবাদ জানিয়ে নারায়ণ সিনহা, কবিতা সিনহার বিরুদ্ধে কদমতলা থানায় একটি মামলা করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে খবর লেখা পর্য্যন্ত পুলিশ কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি। দুই সম্প্রদায়ের এই বিয়ে নিয়ে এলাকার জনগণ একজোট হচ্ছে মিটমাট করার জন্য।

মিজোরামে প্রতিদিন গড়ে নয়জনের শরীরে এইচআইভি জীবাণু ধরা পড়ছে

আইজল, ১২ নভেম্বর (হি.স.)।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম পাহাড়ি রাজ্য মিজোরামে প্রতিদিন গড়ে নয়জনের শরীরে এইচআইভি / এইডস-এর জীবাণু ধরা পড়ছে। মিজোরামের মতো স্বল্প জনসংখ্যার রাজ্যে এইচআইভি / এইডস বহনকারীর সংখ্যা নয়ের আনুপাতিক হার গোটা ভারতের মধ্যে সর্বাধিক। জানা গেছে, মিজোরাম স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটি (এমএসএসিএস) সূত্রে। এদিকে বিষয়কে কেন্দ্র করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা।

গোটা দেশের কথা বাদ দিয়ে উত্তরপূর্বীয় রাজ্যগুলির তথ্য দিয়েছে এমএসএসিএস-এর সূত্রটি। বলেছে, এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা মিজোরামে সর্বাধিক। রাজ্যে এই হার ২.০৪ শতাংশ হলেও অন্য দুই রাজ্য মণিপুর এবং নাগাল্যান্ডে এইচআইভি / এইডস আক্রান্তের হার যথাক্রমে ১.৪৩ এবং ১.১৫ শতাংশ।

এমএসএসিএস-এর সূত্রটির দাবি, তাঁরা ২০০৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তাতে ৬৭.২ শতাংশ পজিটিভ কেস পেয়েছিলেন। এর মধ্য ১.০৩ শতাংশ সমকামী। এছাড়া ২৮.১২ শতাংশ ছড়িয়েছে সূঁচের মাধ্যমে ইঞ্জেকশন দ্বারা ড্রাগস গ্রহণের ফলে। এবং তা হচ্ছে মায়ানমার সীমান্ত পেরিয়ে ড্রাগস সামগ্রী আসায়। সূত্রটি বলেছে, রাজ্যে এইচআইভি / এইডস-এর সংক্রমণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি হওয়ায় উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গাও। সংবেদনশীল এই বিষয়টি প্রতিরোধে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে গত ১১ অক্টোবর থেকে ব্যাপক সচেতনতা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে রাজ্য সরকার।

এদিকে রাজ্যে বর্ধিত মারণব্যাধি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার সঙ্গে কথা বললে হিন্দুস্থান সমাচার-কে তিনি জানান, সরকার এইচআইটি / এইডস-এর ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং এই রোগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধের প্রতি মনোনিবেশ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাঁর সরকার। ২৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সিদের মধ্যে এই সংক্রমণ বেশি হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ৩৬ ◘ ১৩ নভেম্বর ২০১৯ ইং ◘ ২৬ কার্ত্তিক ◘ বুধবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

স্বাস্থ্য চিন্তা ও অসহায়ত্ব

রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নতি হয় নাই এমন বলিবার সুযোগ নাই। কিন্তু জটিল রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা এখনও শত যোজন পিছনে পড়িয়া আছে বলিলে বোধহয় ভুল বলা হইবে না। রাজ্যের সরকারী হাসপাতালে এখনও আধুনিক উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা চালু না হওয়ায় বহিঃরাজ্যে রোগীদের ছুটিয়া যাইতে হয়। আর এজন্যই বিমানে ও রেলে ভীড় কমিতেছে না। প্রতিদিন বিমানে গুরুতর অসুস্থ রোগীকে কলকাতা নিতেই রোগীর পকেট খালি হইবার যোগার হয়। বিমানে রোগী নেওয়ার ঝক্কির কোনও সরলীকরণ হইল না। ত্রিপুরায় সরকারী হাসপাতালে রোগীরা সাধারণ চিকিৎসা পাইতেছেন। ইহাতে অনেক গরীব অংশের রোগী অনেকটাই নিরাময় হইতেছেন। কিন্তু, জটিল রোগ হইলে রোগীর মাথায় বাজ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ত্রিপুরায় একটি বেসরকারী হাসপাতাল আছে। ইহাকে আগে বিশ্বমানের বলিয়া প্রচার চালানো হইত। শুরুতেই এই হাসপাতাল প্রতারণার আশ্রয় নিয়া রোগী টানিতে সচেষ্ট হয়। এই বিশ্বমানের হাসপাতালে একবার পা রাখিলে ফতুর হইয়া আসিতে হয়। এরকম ভুরি ভুরি ঘটনা আছে। রাজ্যে নতুন জোট সরকার ক্ষমতাসীন হইবার পরে পরেই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বেশ কয়েকবার জিবি হাসপাতাল সফর করিয়াছেন। হাসপাতালে কাজের পরিবেশ চিকিৎসার ক্ষেত্রে অগ্রণী হইতে মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করিয়াছেন। কিন্তু, ইদানিং মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতালমুখী হইতে তেমন দেখা যাইতেছে না। রোগীর নিত্য দিনের অভিজ্ঞতায় দেখিতেছে হাসপাতালের পরিষেবা ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নাই। রাজ্যের সর্বত্র সরকারী চিকিৎসালয়গুলিতে যদি কাজের পরিবেশ গড়িয়া উঠিত তাহা হইলে বহু গরীব অংশের রোগীরা ভরসা পাইতেন। কিন্তু, সরকারী হাসপাতালগুলি চলিতেছে গড্ডালিকা প্রবাহের মতো। তবু, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরকারী হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি গরীব অংশের মানুষের ভরসাস্থল। রাজ্যের বহু রোগী এইসব হাসপাতালের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে। ইহাকেও খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই।

ত্রিপুরায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বড় বেশী অভাব। এইসব চিকিৎসকদের রাজ্যে আনিতে হইলে মোটা টাকা মহিনা দিতে হইবে। যাহা হয়তো রাজ্য সরকারের পক্ষে বহন করা খুব বেশী কঠিন। সরকারের ইচ্ছা এবং অর্থের টানাটানি রাজ্যে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ সম্প্রসারিত করা যাইতেছে না। সবচাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় ত্রিপুরায় কিডনী রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে। কিন্তু, রাজ্যে একজন সর্বক্ষণের নেফ্রোলজিস্ট নাই। ত্রিপুরায় বহিঃরাজ্যের নামীদামী হাসপাতালের অনেক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এক দুইদিনের রাজ্যে আসিয়া রোগী দেখিতেছেন। তাহাদের আসল লক্ষ্য বাণিজ্য। রোগী ধরা। সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে রোগী টানিতে বহিঃরাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এরাজ্যে ছুটিয়া আসিতেছেন এক দুইদিনের জন্য। এইসব বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ত্রিপুরা রোগী দেখিতে আসাও অনেক বেশী আশার কথা। কিন্তু, জরুরী ভিত্তিতে তো এখানে এইসব বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া সম্ভব নহে। কোনও সংকটাপন্ন কিডনির রোগী সময়ে সময়ে ডাক্তারকে দেখাইতে পারিবেন না। ইহা সত্যিই বড় বেদনার রাজ্য সরকারকে জরুরী ভিত্তিতে রাজ্যে সর্বক্ষণের একজন নেফ্রোলজিস্ট নিয়োগ করিতে পারেন। তাহা হইলে কিডনীর রোগীকে কথায় কথায় বাইরে ছুটিতে হইবে না। ত্রিপুরায় কিডনী, হার্ট, লিভার ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন রোগী চিকিৎসার জন্য শিলচর ছুটিয়া যায়। শিলচর একটি জেলাা সদর হইয়া বহিঃরাজ্যের রোগী টানিতে পারেন অথচ ত্রিপুরা সেখানে পিছনেই হাটিতেছে।

ত্রিপুরায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগ সরকারী স্তরে নেওয়া খুব বেশী জরুরী। এরাজ্যে দুই দুইটি মেডিকেল কলেজ থাকা সত্বেও এখানে চিকিৎসার অত্যাধুনিক সুযোগ না থাকার কারণে দুর্ভোগ দিনে দিনেই বাড়িতেছে। আর স্বাস্থ্য কর্মী চিকিৎসকদের মধ্যেও সেবার চাইতে বাণিজ্যের ধান্দাই যেন অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল। এই অবস্থায় রাজ্যের চিকিৎসা ক্ষেত্রে নবজাগরণ আনা যাইবে না। রাজ্য সরকার কি হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহা না হইলে স্বাস্থ্য নিয়া এখন তেমন দৌড়ঝাপ তো দেখা যাইতেছে না। সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসা খরচ বসাইবার সিদ্ধান্তও প্রত্যাহার করে নেওয়া হইয়াছে। আসলে রাজ্য সরকারের অর্থ ভাঁড়ারেও টান পড়িয়াছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা খাতে রাজ্য সরকার বিপুল অর্থ ব্যয় করে। রাজ্য সরকার হয়ত চাহিয়াছিল হাসপাতালে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্য বসাইবার লক্ষ্যেই হয়ত ছিল বিপুল ব্যয়ের কিছুটা সাশ্রয় করা। এই সংগৃহীত অর্থ দিয়া চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতিতে ব্যয় করার লক্ষ্যও হয়ত ছিল। কিন্তু, রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিয়া নিয়াছে। ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় নবজাগরণ আনিতে হইলে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হইবে। কথায় আছে ভাল কাজে শত বাধা। রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবায় নতুন উদ্যোগ নিশ্চয় সকলকে নিরাশ করিবে না।

রাজস্থানের বিকানের-এ গাড়ি-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত্যু ৭ জনের

বিকানের, ১২ নভেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের বিকানের জেলায় যাত্রীবোঝাই গাড়ি এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ৭ জনেরঊ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৫ জনঊ মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বিকানের জেলার দেশনোক থানা এলাকায়ঊ এএসপি (গ্রামীণ) সুনীল কুমার জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে দেশনোক এবং পলানার মাঝে একটি গাড়ি এবং ট্রাকের সংঘর্ষ হয়ঊ সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল গাড়িটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়ঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জন মহিলা এবং ৩ জন পুরুষেরঊ পরে হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় আরও একজন মহিলার মৃত্যু হয়ঊ পাশাপাশি গুরুতর আহত অবস্থায় ৫ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এএসপি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে রামদেবরা থেকে দেশনোক ফিরছিলেন গাড়ির যাত্রীরাঊ সকাল পাঁচটা নাগাদ দেশনোকের কাছে গাড়ি এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ঊ দুর্ঘটনার পরই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে হাত লাগান, পরে দুর্ঘটনাস্থলে আসে পুলিশঊ পুলিশ সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৬ জনের, পরে হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়ঊ মৃতদের নাম হল-গাড়ির চালক কিশন সিং, বাবলু কানওয়ার, বিন্দু কানওয়ার, করণ সিং, শবণ শর্মা, বাকি দু'জনের নাম জানা যায়নিঊ আহত ৫ জনের মধ্যে ৩ জনের নাম হল-সুরেশ, জগদীশ এবং বমেশ।

কলকাতায় ফের জালনোট উদ্ধার, ইডেন গার্ডেনের কাছে গ্রেফতার পাচারকারী

কলকাতা, ১২ নভেম্বর (হি.স.): কলকাতায় ফের জালনোট উদ্ধারঊ সোমবার বিকেলে ময়দান থানার অন্তর্গত ইডেন গার্ডেন পার্কের কাছে গোষ্ঠ পাল সরণীতে ৫ লক্ষ টাকার জালনোট-সহ একজন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)ঊ ধৃতের নাম বিকাশ কুমার দাস (২৩)ঊ তার বাড়ি বিহারের ছাপড়া জেলায়ঊ মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে তোলা হয়।

এসটিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার বিকেল ৫.০৫ মিনিট নাগাদ ময়দান থানার অন্তর্গত ইডেন গার্ডেন পার্কের কাছে গোষ্ঠ পাল সরণীতে একজন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়ঊ ওই সন্দেহভাজনের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় ৫ লক্ষ টাকার জালনোটঊ উদ্ধার হওয়া প্রত্যেকটি নোট ২০০০ টাকার, সংখ্যায় ২৫০টিঊ গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, আসল নোটের সঙ্গে জালনোটের ফারাক বোঝা অত্যন্ত মুশকিল।

রাজ্যপাল ও রাজ্যসরকারের মধ্যে সংঘাত কাম্য নয়

অপূর্ব দাস

রাজ্যরাজনতি ঃ পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিম বঙ্গের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে বাগযুদ্ধ সবসময়ই একটা অন্য মাত্রা পায়। রাজ্যের নতুন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকারের সঙ্গে মমতা সরকারের সম্পর্কে আপাত রাজনীতির গন্ধ থাকার কথা নয়, তবু কথার তরজা জমে উঠেছে। সংঘাতের আবহ চরমে উঠেছে। জগণের সেবা দেওয়া এক অর্থে দুই পক্ষের রাজধর্ম পালন। কিন্তু এহ বাহ্য। ইঙ্গিত দেয় অন্য কিছুর। এ রাজ্যের এক্তিয়ার নিয়ে এ ধরনের বিরোধ নতুন নয়। এবারকার ঘটনার সূচনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে ঘিরে একদল ছাত্রছাত্রীর বিক্ষোভ ও হেনস্থা এবং শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বারণ অগ্রাহ্য করে আচার্য হিসেবে তাঁকে উদ্ধার করতে রাজ্যপাল ধনকারের ছুটে যাওয়া। সেই শুরু, তারপর থেকে দু'পক্ষের মধ্যে খোঁচা বা পাল্টা কটাক্ষ থেমে নেই। তুলনায় সরকার পক্ষের উপেক্ষার ঢাল দিয়ে প্রতিহত করার প্রয়াস বেশি দেখা গেছে। ধনকার রেড রোডে পুজো কার্নিভালে রাজ্য সরকারের উপক্ষোয় ক্ষুব্ধ হয়ে অশ্রদ্ধা ও অসম্মানের অভিযোগ তুলে বিদ্ধ করেন মুখ্যমন্ত্রীকে। রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাতের তীব্রতা আরও বাড়ে রাজ্যপালের জেলা সফরে গিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসার উদ্যোগে। এক অর্থে রাজ্যপালের এই ভূমিকা কার্যত রাজ্য সরকারের শাসনব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানানো। রাজ্য সরকারের বিবেচনায় এটা প্রশাসনিক ব্যাপারে নাক গলানো। সরকারের অপদার্থতা প্রমাণ করাই লক্ষ্য। রাজ্যপাল স্পষ্টতই যে সব কথা বলেছেন তাতে মমতা সরকারের দক্ষ শাসনের সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে এসেছে।

রাজ্যপালের পদ সাংবিধানিক। তাঁর অধিকার সুনির্দিষ্ট করেদেওয়া আছে সংবিধানে। তিনি রাজ্য প্রশাসনের অভিভাবক। অন্যদিকে প্রশাসনিক প্রদান মুখ্যমন্ত্রী। শাসন ক্ষমতার ভার তাঁর হাতেই। কিন্তু রাজ্যপালের কাছে তাঁর দায়বদ্ধতা রয়েছে। বিল পাশ, প্রশাসনিক নিয়োগের ক্ষেত্রে রয়েছে। রাজ্যপালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শাসনব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যপাল জবাব চাইতেই পারেন সরকারের কাছে। যদিও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুখ্যমন্ত্রীই সর্বেসর্বো। সাধারণত যে যাঁর সীমারেখা মেনেই সহাবস্থান বাজায় রেখে চলেন। সেটাই দস্তর। সংবিধানের ১৬৩ ধারায় দু' পক্ষের সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে? কিন্তু কখনও সখনও সংঘাতের পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে আবার কখনও রাজনৈতিক স্বার্থে বা অহংবোধে। অতীতেও রাজ্যে দেখা গেছে রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের সংঘাত। রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের আমলে রাজ্যপালের সঙ্গে বিরোধিতার সুর শোনা যায়নি। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট বা বামফ্রন্ট আমলে ব্যাপক ঝড় ওঠে কেন্দ্র ও রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতির জেরে। কেন্দ্রে তখন ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী। ১৯৬৭ সালের ২১ নভেম্বর ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া হয় রাজ্যপাল ধর্মবীরকে দিয়ে। যদিও ১৯৬৯-এ পুনর্নির্বাচিত হয়ে ফিরে আসে তারা। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে রাজ্যপাল বি ডি পান্ডের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জনিয়ে পড়ে। ১৯৮৪ সালে ফের এ পি শর্মার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়। ২০০৭-এর নন্দীগ্রামে পুলিশের গুলি চালনার ঘটনার নিন্দা করে হাড় হিম করা সন্ত্রাস বলে উল্লেখ করেন তৎকালী রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি। বামফ্রন্ট রাজ্যপালের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। মমতা তখন বিরোধী নেত্রী। রাজ্যে সিঙ্গুর নিয়ে প্রতিবাদ ও আন্দোলনের তীব্রতা তুঙ্গে উঠেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করতে উঠেপড়ে নেমেছেন। ধরনা দিলেন ধর্মতলায়। রাজ্যপাল ছুটে এলেন মমতার কাছে। বুদ্ধদেব সরকার কিন্তু রাজ্যপালের কোনও সমালোচনা করেনি। রাজ্যপাল বরং দু'পক্ষকে ডেকে বৈঠকে বসে মীমাংসা সূত্র খোঁজার চেষ্টা করলেন। রাজ্যপাল কখনও সমালোচিত হন,কখনও প্রশংসিত হন। প্রশাসন এভাবেই চলে। আবার তৃণমূল সরকারের আমলে ২০১৪-তে কেশরীনাথ ত্রিপাঠী দায়িত্ব মধুর থাকলেও পরে উত্তর চব্বিশ পরগনায় হিংসাত্মক ঘটনার ন্দিা করলে মুখ্যমন্ত্রী পাল্টা বলেন তাঁর সরকারকে অপমান করা হচ্ছে। অনেক সময় রাজ্যপালের সঙ্গে তিক্ততা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে চলে যায় যে তার প্রভাব পড়ে সমাজ জীবনেও। তাই দু'পক্ষেরই সংযত হয়ে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলা আভশ্যকীয় কর্তব্যের মধ্যে পেড়। সাধারণ দৃষ্টিতে এই সংঘাত অকারণ। দুর্ভাদ্যিজনক বলেমনে হতেই পারে। সরকারের দিক থেকে রুক্ষ ও নিন্দনীয় ব্যবহার হয়ত চেষ্টা করলে এড়ানো যায়। অন্যদিকে থেকে সংঘাত হবে জেনেও রাজ্যপাল মানুষের স্বার্থের দোহাই দিয়ে অপ্রিতিরোধ্য ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে থাকেন। সেটাও অনভিপ্রেত।

রাজ্যপালের দায়িত্ব নেওয়ার আগে সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী ৬৮ বছরের জগদীপ ধনকার একসময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার আগে তিনি কংগ্রেস ও জনতা দলেও ছিলেন। ২৯ জুলাই ধনকার আসার আগে রাজ্যপালের দায়িত্বে ছিলেন ৮৪ বছরের কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। তাঁর সঙ্গেও বহুবার রাজ্য সরকার ও তৃণমূলের সংঘাত বেঁধেছে। একসময় তৃণমূল অভিযোগ করে, রাজ্যভবন আরএসএসের শাখা অফিস হয়ে উঠেছে। কেশরীকে বদলি করার দাবিও জানানো হয়। ধনকারের নিয়োগে তৃণমূল সন্তোষ প্রকাশ করে একেবারে গোড়ার দিকে। কিন্তু যাদবপুরকাণ্ডের পর চাকা ঘুরে যায়। তিনি রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের ওপর ভরসা করতে না পেরে কেন্দ্রে কাছে নিজের নিরাপত্তার অভাববোধ করার কথা জানান।

রাজ্যপাল আইনজ্ঞ, তাই আইনটা ভালোই জানেন। তাঁর সাংবাধিকানিক গণ্ডিটাও ভালমতোই বোঝেন। তাঁর কথা ও লেখার বাঁধুনি গোছানো। তিন মাসের মধ্যে পাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্পর্ক বাঁকের মুখে এসে পৌঁছেছে। ধনকার একের পর এক রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ট্যাগ করে রাজ্যপাল রাজ্যের বর্ত মান শাসনব্যবস্থার উদ্বেগজনক অবস্থায় ব্যথিত হয়ে শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে কসুর করেন না। কখনও আবার শিক্ষাক্ষেত্রে ছেড়ে প্রশাসনিক পর্যায়ে উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা সফরে গিয়ে তিনি প্রশাসনিক বয়কটের মুখে পড়ে ব্যাপক ক্ষোভ উগরে দেন। সেই সূত্র ধরেই তিনি টুইটারে বলেন, দুই জেলায় গিয়ে মানুষের মধ্যে যে উৎসাহ দেখেছেন তা তাঁকে ছুঁয়ে গেছে। তিনি বলেন, জেলার প্রশাসনিক কর্তারা আসেননি। কোনওরকম সহযোগিতা করেনি। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

এর আগেও তিনি মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী ও আমার মধ্যে যা ঘটেছে তা নিয়ে তিনি কখনও মুখ খোলেননি। খুললে সংবাদমাধ্যমে বড় বড় হেডলাইন হত। সরাসরি তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ না করলেও তাঁর প্রশাসনিক বূমিকা সমালোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন সব ব্যাপারে এখানে রাজনীতি হয় বেশি। দেখা যাচ্ছে, প্রশাসনিক প্রধান ও সাংবিধানিক প্রদানের সংঘাত ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। সমঝোতার কোনও লক্ষণ নেই। রাজ্য সরকার নির্লিপ্ত হয়ে থাকার চেষ্টা করেও পারছে না। দলের মহাসচিব ও শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বাধ্য হয়ে বলেন, রাজ্যেপালের উচিত লক্ষণরেখা মেনে চলা। রাজ্যপাল বলেন, মেরুদণ্ড সোজা তাঁব। তিনি সীমারেখা অতিক্রম করেন না। রাজ্যপালের অভিযোগ, তাঁকে উৎসবে আমন্ত্রণ জানান না মুখ্যমন্ত্রী। তিনি নিজের থেকেই ছুটে যান। আগামী বছর ভাইফোঁটার দিন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি যাবেন। আবার কখনও ক্ষোভের সুরে বলেন, তিনি সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যে থেকেই কাজ করেন। কখনও আচার্য হিসাবে তাঁর ভূমিকা পালন করেন। আবার কখনও বলেন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তিনি আসেননি। এসেছে মানুষের সেবা করতে। বিশ্ববদ্যিালয়ের কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে অনায়াসে বলে দেন, আচার্য না সরকার কে বড় এসব বলা হচ্ছে। প্রতিযোগিতা নয়, দরকার পারস্পরিক সহযোগিতা।

নিত্যনতুন বিষয়ে সংঘাতের ফ্রন্ট যাচ্ছে দুই শিবিরে। সর্বশেষ পরিষর হল চলচ্চিত্র উৎসব। আমন্ত্রণ না পেয়ে পিছুটা ক্ষুব্ধ, তবে কার্নিভালের অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনি মনে করেন এসব ক্ষেত্রে আমন্ত্রণ না পাওয়ায় তাঁর কোনও খেদ নেই, কিন্তু জনগণের বিষয় হলে তিনি ছাড়বেন না। এর আগে স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যর্থতা নিয়্যে সঙ্গিন উঁচিয়েছেন। কেন্দ্রে আয়ুষ্মান প্রকল্প অগ্রাহ্য করে রাজ্য সরকার স্বাস্থ্যসাথী চালু করায় রাজ্যের মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং রাজ্যপালের কাছে ৩ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। সরকারের মনোভাবের বদল প্রয়োজন। রাজ্যপালের বক্তব্যের বিরোধিতা করে স্বাস্থ্যপ্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সরকারের অবস্থানকে সঠিক বলে পাল্টা সওয়াল করেন। চাপানউতোর কিন্তু থামার কোনও লক্ষণ নেই। তবে একথাও উল্লেখের দাবি রাখে, ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী সক্রিয়তার প্রশংসা করেছেন ধনকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালের বক্তব্য নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁর নির্দেশে কখনওসখনও মন্ত্রিসবার সদস্যরা এগিয়ে এসে জবাব দিচ্ছেন। এই প্রথম গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে 'পার্টির লোক' বলে দেগে দিয়ে বলেছেন, ওঁর কথার কোনও জবাব দিতে তিনি চান না। সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থে রাজ্য সরকারের উচিত রাজ্যপালের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলা। অধিকারের অভিমান দ্বন্দ্ব বাড়ায়। সৌজন্যের খাতিরে রাজভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ও যেমন দেখা করা প্রয়োজন রাজ্যপালের সঙ্গে, তেমনি রাজ্যপালের ও উচিত রাজের প্রশাসনিক ব্যাপারে অযথা নাক না গলানো। সরকারি কাজে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে পরামর্স দেওয়া। কাজের প্রশংসা করা। রাজ্যপালের নিরপেক্ষ ভূমিকাই বাঞ্ছনীয়। মনপসন্দ না হলে সরকারকে সজাগ করতে পারেন। আপত্তি জানাতে পারেন সীমিত ক্ষেত্রে তেমনি সাংবিধানিক প্রধানের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বও সরকারের ওপর বর্তায় সমভাবে। উপসংহারে বলা চলে, অধিকারের অভিমান নয়, এক্তিয়ারের ভারসাম্য বজায় রেখে চলাই শ্রেয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

নবনীতা-নরম অথচ দৃপ্ত উপস্থিতি

দেবশ্রুতি রায়চৌধুরী

নবনীতা দেবসেন। নবনীতাদি। তাঁর সঙ্গে খুব সামান্যই হয়তো পরিচয় ছিল আমার। কিন্তু আমার ভাবনায় যাপনে তিনি ও তাঁর মতার্দশ পথ দেখিয়েছে বারবার। তখন আমি ১৭। খুব কাছের এক বন্ধু উপহার দিল 'ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে'। বলেছিল—দ্যাখো, এরকম গদ্য আগে পড়েনি। আর মেয়ারাও কীরকম একা একা বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক।

গদ্যের প্রেমে তো পড়লাম -ই, সেইসঙ্গে অনুভব করলাম নারীবাদের নরম অথচ দৃপ্ত উপস্থিতি। একা একটি মেয়ের বিদঘুটে সব ডেস্টিনেশন, কিম্ভুত সেই জার্নি আমাকেও স্বপ্ন দেখালঠিক এরকমভাবে ঝোলা কাঁধে বেরিয়ে ফনার। নবনীতা দেবসেন-ই আমার জীবনের প্রথম পথিকৃৎ—যিনি শেখালেন 'একলা চলা' মানে একাকিত্ব নয়, অনেকের মধ্যে থেকে, হইহই করে বেঁচেও নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে যে একলা চলন---তার আনন্দই আলাদা। তাঁর লেখা , মেয়ে হিসেবে আমাকে সাবলীল করল, ভয় না পেতে শেখাল, নিজের সিদ্ধান্তকে সম্মান করার দায়িত্ব বুঝে নিতে বলল, আর বোঝাল, সেই সিদ্ধান্ত ভুল হলে কীভাবে তারদায় হাসতে হাসতে মেনে নিয়ে পরের প্ল্যানটা এঁকে ফেলতে হয়। পরবর্তীকালে পৃথিবার যে-প্রান্তেই একলা পা চালিয়েছি, এই মহিলাকে মনে মনে পেন্নাম ঠুকেছি, বলেছি আপনি না বললে এত বারহীনভাবে নিজের জন্য, নিজের কথা ভেবে, পথ চলা শিখতেই পারতাম না হয়তো।

এ পথচলা অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো বা রূপক,তবে তা নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনায় যাচ্ছি না। নবনীতাদি নিশ্চয়ই পছন্দ করতেন না তাঁকে নিয়ে এত ভারী কথা। তাঁকে আরও একটু চেনা---অমর্ত্য সেনের নোবলে জয়ের সময় ডিভোর্সি প্রথম স্ত্রী শোওয়ার ঘর অবধি ঢুকে পড়া গোছের বাঙালি তাড়নার সাক্ষী থেকে। বাঙালি হামলে পড়েছে নবনীতা দেবসেনের প্রতিক্রিয়া জানতে এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে সাবলীলভাবে অনায়াসে কোনও বিরক্তি এবং আদিখ্যেতা ছাড়াই নবনীতা এ নিয়ে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন, কলম ধরছেন। স্মৃতিচারণ করছেন তাঁদের দু'জনের অতীত জীবনের। যে স্মৃতিতে মালিন্য নেই, ক্লেদ নেই, অতিরিক্ত আবেগও অনুপস্থিত। এ যেন পৃথিবীর কোনও স্টেশনে খানিক সময় কাটানো এক ভালবাগার সহযাত্রীর কথা বলে যাচ্ছেন অন্য সহযাত্রী। আমার মনে আছে অমর্ত্য সেনকে নিয়ে অগুনতি লেখার ভিড়ে আমাকে টানত নবনীতার কলম। পরের কয়েকটা বছরে আমি যখন আমার জীবনের সবথেকে গভীর সম্পর্কটার ভাঙনের অভিঘাতে জর্জরিত থাকব, নবনীতা দেবসেনের এই কলম আবার পথ দেখাবে আমাকে। শেখাবে কেন কখনও কাউকে নিজের ক্ষতের হদিশ দিতে নেই, তা নিয়ে বিজ্ঞাপন করতে নেই, কীভাবে সমাজ নামক আতশ কাচের তলায় নিজেকে পুড়িয়ে ফেলতে অস্বীকার করতে হয় স্পষ্ট, ঋজু অথচ নিরহংকার উচ্চারণে। একটি সাহিত্য পত্রিকায় পরেও নবনীতার ওই সময়ের লেখা বারবার পড়েছি এবং ধীরে ধীরে অনুভব করেছি স্বামী বিচ্ছিন্ন অসহায় নারীর অতৃপ্তি ও গরল উদ্‌গিরণের স্টিরিওটাইপ কী অসামান্য পরিমিতিবোধে আর জীবনের অনেক বড় ক্যানভাসটাকে ধরতে পারার অনাবিল দক্ষতায় ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন এই মহিলা।

আমি শিখেছি সহিষ্ণুতার নতুন পাঠ। পেয়েছিল যন্ত্রণার ঢেউ ঠেলে জীবনের বড় সমুদ্রে অনায়াস সাঁতার কাটার পাসওয়ার্ড। এরও আট-ন'বছর বাদে নবনীতা দেবসেনের সঙ্গে আমার সরাসরি সাক্ষাৎ। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করি তখন। ভারতীয় মহাকাব্যের আঞ্চলিক অনুবাদে মহিলা চারিত্রের বদলে যাওয়া বিন্যাস নিয়ে লেখাপড়া শুরু করতে না করতেই জানলাম, এ বিষয়ে অসাধারণ কাজ করে গিয়েছেন নবনীতা দেবসেন। সেই প্রথম মনের মধ্যে এতদিন জমা থাকা ইচ্ছাটা একটু বেশিই যেন চড়চড়িয়ে উঠল। ওঁর ঠিকানা, ফোন নম্বর জোগাড়ের প্রক্রিয়া। কাকতালীয়ভাবে তার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন নবনীতা এবং আমার তাঁর সঙ্গে প্রথমবার মুখোমুখি দেখা হবে। আলোচনা সভা শেষে ভিড় ঠেলে যখন ওঁর সামনে পৌঁছতে পারলাম, তখন উনি বেরানোর জন্য প্রস্তুত। বেশ তাড়ায় ছিলেন বোঝাই যাচ্ছিল। কোনওরকমে কাজের কথাটা উগরে গিলাম। আমার মতো কময়সি, অচেনা গবেষকদের কাছ থেকেই এই জাতীয় অনুরোধ হামেশাই পেতে অভ্যস্ত নবনীতা একগাল হেসে বলেছিলেন—আরে, আমার ওই কাজের থেকে অনেক ভাল কাজ তোমরা করবে, আমি আর তোমাদের কী সাহায্য করব? ইত্যাদি। আমি থ। ইনি নবনীতা দেবসেন? প্রেসিডেন্সি, হার্ভার্ড, কেমব্রিজের কৃতী ছাত্রী কলোম্বিয়া, কর্নেল, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো শিক্ষক ? নিজেকে নিয়ে এত তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলেন? তিনি যতই আমাকে কাটানোর তাড়ায় থাকুন না কেন, ওঁর মাপের বিখ্যাত অধ্যাপক গবেষকদের ততদিনে খানিকটা চিনে ফেলেছি বলেই জানি--- তাঁদের কাছে তাঁদের কাজ তো পৃথিবীর ইতিহাসে ছাপ ফেলতে সক্ষম একমাত্র শব্দসমষ্টি। আর ইনি কিনা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে (সেটা খানিকটা আমাকে তাড়ানোর তাগিদে হলেও বা।) বলছেন, ধুর ধুর এমন কিছু কাজ করিনি আমি, তোমরা অনেক ভাল কাজ করবে তার থেকে। নবনীতা দেবসেনের সঙ্গে মুখোমুকি সাক্ষাতে অতএত এ যাত্রায় আমার শিক্ষা। নিজেকে নিজের কাজকে সাংঘাতিক সিরিয়াসলি নিয়ে আমি পৃথিবীতে এসেছি এই ধরাধামকে উদ্ধার করতে—এই ভাবনার থেকে বড় আহাস্মকি আর হয় না।

নবনীতা দেবসেনের সঙ্গে আমার যথায়ত আলাপ এবং খানিকটা কাছে যাওয়ার সুযোগ প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের সময়। বাংলা বিভাগের আমন্ত্রণে এক সভায় বক্তব্য রাখতে আসছেন নবনীতা আর 'ডিন অফ স্টুডেন্টস' হিসাবে আমিও সেখানে আমন্ত্রিত। এবার অনেকক্ষণ কথা বলার সুযোগ পাব আমি, নবনীতা আমার এর কাজ নিয়ে জানতে চাইবেন, প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী হয়ে সেখানে চাকরির আবেগসঞ্জাত অভিজ্ঞাতা নিয়ে স্নেগমিশ্রিত কিছু মন্তব্য করবেন, আর আমার শাড়ির রঙের প্রশংসা করবেন। হাত ধরে বলবেন একদিন বাড়িতে এসো। আমি এসব ভাললাগা জাপটে ধরে পেঁজা তুলোর মতো উড়তে উড়তে নিজের অফিসে ফিরব। তার আগে ওই সভায় মিনিট পনেরো থাকার সুবাদে দেখব মাঝে মাঝেই বক্তব্যের খেই হারাচ্ছেন নবনীতাদি (ততক্ষণে তাকে 'দিদি' ডাকার সৌভাগ্য অর্জন করে ফেলেছি)। আর হেসে ফেলে বলছেন, আমার আজকাল কিছুই মনে থাকে না তো। আমার স্পষ্ট মনে আছে তাঁর আলুথালু উজ্জ্বল ভারি সিল্কের শাড়ি, বিশাল বড় টিপ আর চশমার ফ্রেমের পিছনে অসম্ভব ঝকঝকে দুটো চোখ আমার মনে গাদ কেটে বসে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি, অ্যাকাডেমিয়া ও নারীবাদের আরও একটা স্টিরিওটাইপ অনাশাসে ভেঙে দিচ্ছেন এই ভদ্রমহিলা। যে স্টিরিওটাইপ অনুযায়ী আপনাকে অসম্ভব গুছিয়ে কথা বলতে হবে, প্রতিটা শব্দ ও তার উচ্চারণে থাকবে অ্যাকাডেমিক উচ্চশ্রেণিজনিত অমোঘ আশ্লেষ ও শ্লাঘা। আপনার বাচনভঙ্গি, শব্দচয়ন দৃষ্টি ও স্বরনিক্ষেপ এমন হবে যাতে নিমেষে আপনার ও আপনার দর্শক শ্রোতা পাঠকের মধ্যে তৈরি হয় কয়েকশো মাইলের দূরত্ব। **(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)**

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

জাপা মহাসচিব রাঙ্গাকে বহিষ্কারের দাবি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১২।। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে শহীদ নূর হোসেনকে নিয়ে বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় পার্টির মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় জাতীয় সংসদে েভ প্রকাশ করেছেন সরকারি দল আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা।

একজন সাবেক মন্ত্রী ও এমপি হিসেবে রাঙ্গার বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে তাকে সংসদে দাঁড়িয়ে মা চাওয়ার দাবি জানান সরকারি দলের সদস্যরা। তবে বিরোধীদলীয় সদস্যরা রাঙ্গার বক্তব্যকে তার নিজস্ব মতামত হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, রাঙ্গার বক্তব্যের দায় নেবে না জাতীয় পার্টি। তবে এজন্য পার্টি লজ্জিত।

মঙ্গলবার স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদের এক অনির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিয়ে তারা একথা বলেন।আলোচনায় অংশ নেন আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ, নজিবুল বশর মাইজ ভা-ারী, জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশিদ, মুজিবুল হক চুন্নু প্রমুখ।

এ সময় সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এবং বিরোধী দলের উপনেতা সংসদে উপস্থিত ছিলেন। পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে নূর হোসেনকে নিয়ে রাঙ্গার কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করার বিষয়টি সংসদে তুলেন আওয়ামী লীগের দলীয় সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী। এ সময় রাঙ্গা অনুপস্থিত ছিলেন অধিবেশনে।

আমির হোসেন আমু বলেন, রাঙ্গার এ বক্তব্য দিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন। এরশাদ সাহেবের কুকীর্তি ঢাকার জন্য একথা বলেছেন। এখন বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হোক। তাকেও মা চাইতে হবে।

রাঙ্গা অর্বাচীন চিফ হুইপ। নিঃশর্তভাবে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে, মা চাইতে হবে। তোফায়েল আহমেদ বলেন, রাঙ্গার বক্তব্য বাংলার মানুষের হৃদয়ে ব্যথা দিয়েছে। তিনি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে বক্তব্য দিয়েছেন। তার বক্তব্যের ঘৃণা প্রকাশ করছি। তার বক্তব্য জাতি ঘৃণা করেছে। রাঙ্গা খারাপ বক্তব্য দিয়েছেন।

এটা কুৎসিত বক্তৃতা। একজন সুস্থ মানুষ হলে, স্বাভাবিক থাকলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্কে এমন সমালোচনা করতো না। আজ রাঙ্গার বক্তব্যে সারাদেশে বিেভ চলছে। তার জাতির কাছে মা চাওয়া উচিত।তিনি আরও বলেন, মত পথের ভিন্নতা থাকে। আমরা স্বৈরাচারবিরোধী দিবস হিসেবে পালন করি, তারা অন্যভাবে করে। এলায়েন্স থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন রাঙ্গা। এলায়েন্স না থাকলে নির্বাচিত হতো কি না সন্দেহ।

গণফোরাম থেকে বহিষ্কৃত সংসদ সদস্য সুলতান মনসুর বলেন, রাঙ্গা সাহেব সংসদকে অবমাননা করেছেন। স্বৈরাচারের পতন না হলে রাঙ্গা সংসদ সদস্য হতে পারতেন না। এ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে- স্বৈরাচারের পতন হলে তাদের চরিত্র, স্বৈরাচারের প্রেতাত্মা পরিবর্তন হয়নি। রাঙ্গার গণবিরোধী, সুবিধাবাদী চরিত্রও স্পষ্ট হয়েছে। রাঙ্গার অবশ্যই সংসদে মা চাইতে হবে।

তরিকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান নজিবুল বশর মাইজভা-ারী বলেন, রাঙ্গা শুধু নূর হোসেনের বিরুদ্ধে নয়,স্বাধীনতা, সংসদ ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, সবাইকে অপমান করেছেন। তাকে সংসদে এসে মা চাইতে হবে। জাতীয় পার্টির মহাসচিব থেকে রাঙ্গাকে বহিষ্কারের দাবিও তোলেন তিনি। শেখ ফজলুল করিম সেলিম বলেন, কোনো সুস্থ লোক এ ধরনের কথা বলতে পারে না। কোনো বিবেকবান লোক এটা বলতে পারে না। জাতীয় পার্টির প থেকেও ব্যাখ্যা দাবি করেন তিনি।তিনি বলেন, রাঙ্গাকে শুধু মা চাইলে হবে না। এসব কথা সুস্থ লোক বলতে পারে না। এতো বিপ্লবী যদি হতেন তবে মন্ত্রী থেকে চলে যেতেন। আশা করি, জাতীয় পার্টি এ নিয়ে একটা ব্যাখ্যা দেবে। রাঙ্গার এ ধরনের বক্তব্য রাজনীতি, গণতন্ত্রের জন্য দুঃখজনক, তাকে মা চাইতে হবে। তাহজীব আলম সিদ্দিকী বলেন, রাঙ্গা অর্বাচীন চিফ হুইপ।নিঃশর্তভাবে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে, মা চাইতে হবে। শহীদ নূর হোসেন ও গণতন্ত্র নিয়ে মসিউর রহমান রাঙ্গার সাম্প্রতিক বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, বিরোধীদলীয় চিফ হুইপের বক্তব্য দিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

তার বক্তব্য ভাইরাল হয়ে গেছে। তবে এই বক্তব্য জাতীয় পার্টির বক্তব্য নয়। এটা কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য হতে পারে না। এটা রাঙ্গার নিজস্ব বক্তব্য হতে পারে। ওই বক্তব্যের জন্য জাতীয় পার্টি লজ্জিত, আমরা দুঃখিত এবং আমরা এর জন্য অপমাণিত বোধ করছি। এই বক্তব্য আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছি। এটা তার ব্যক্তিগত, দল তার দায়িত্ব নেবে না।

জাতীয় পার্টির মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, আমাদের পার্টির চেয়ারম্যান এখানে আছেন। বিরোধী দলীয় নেতার সঙ্গে গতরাতে আমার কথা হয়েছে। রাঙ্গা যে বক্তব্য দিয়েছেন- এই বক্তব্যটি জাতীয় পার্টি দলীয়ভাবে ওন করে না। এটা একান্তই ব্যক্তিগত। এই বক্তব্যটা তিনি কেন দিয়েছেন- এই সংসদের সদস্য হিসেবে তিনিই সংসদে ব্যাখ্যা দেবেন।

সৌদি আরবে বাংলাদেশের নারীকর্মী না পাঠানোর দাবি জাতীয় সংসদে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১২।। সৌদি আরবে বাংলাদেশের নারী শ্রমিক পাঠানোর আগে সরকারকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে মঙ্গলবার প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ঘেরাওয়ের আগে ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে 'প্রবাসী নারী শ্রমিকের পাশে বাংলাদেশ' ব্যানারে সমাবেশ করে বিভিন্ন নারী সংগঠন। সৌদি আরবে নির্যাতনের শিকার হয়ে একের পর এক গৃহকর্মীর ফিরে আসার পরিপ্রেেত রণশীল ওই দেশটিতে আর নারী শ্রমিক না পাঠানোর দাবি উঠেছে সংসদে।সাবেক শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নুসহ কয়েকজন সংসদ সদস্য মঙ্গলবার সংসদ অধিবেশনে এই দাবি তোলার পর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, সৌদি আরবে নারী গৃহকর্মীদের সমস্যাটি নিয়ে সরকারও চিন্তিত।

কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ সৌদি আরবে নারী শ্রমিক পাঠানো শুরুর পর থেকে সেদেশে গৃহকর্তার হাতে নানা ধরনের নির্যাতনের খবর আসতে থাকে। কিন্তু সরকারের প থেকে তাতে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল না।এ বছর জানুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত আট মাসে ৮৫০ জন নারী দেশে ফিরে আসার পর তাদের মুখে সেখানে যৌন নিপীড়নসহ নানা ধরনের নির্যাতনের খবর গণমাধ্যমে আসার পর বিভিন্ন নারী সংগঠন সৌদি আরবে আর নারীকর্মী না পাঠানোর দাবি তোলে।এই পরিস্থিতির মধ্যে মঙ্গলবার আইনসভায় একই দাবি ওঠে। সংসদে বিষয়টি আলোচনায় তোলেন জাতীয় পার্টির নেতা মুজিবুল হব চুন্নু।

প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রীর কাছে এক সম্পূরক প্রশ্নে তিনি বলেন, সৌদি আরবে গৃহকর্মীদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার ও যৌন নির্যাতন করা হয়। এটা একটা স্বীকৃত বিষয় যে- অনেক নারী কর্মী নির্যাতনের কারণে পালিয়ে যায়। তারা জেলে যাচ্ছে, বাংলাদেশে ফেরত আসছে। বহির্বিশ্বে নারী কর্মী পাঠানো নিয়ে নানা প্রশ্ন আসছে।নারী কর্মীদের যৌন নির্যাতন বন্ধ করে চাকরিসহ বেতন নিশ্চিত করতে সরকারের পদপে জানতে চান তিনি।

জবাবে প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী ইমরান বলেন,গৃহকর্মীর বিষয়ে আপনারা যতটা চিন্তিত তার থেকে বেশি সরকার চিন্তিত। এ ব্যাপারে অনেক পদপে ইতোমধ্যে নেওয়া হয়েছে।কয়েকদিন আগে ঢাকাস্থ সৌদি আরব দূতাবাসের শার্জ দ্যা অ্যাফেয়ার্সকে তলবের তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, সেখানে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমাদের সৌদি আরবে যে রাষ্ট্রদূত রয়েছে তাকেও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ওই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এগুলো তোলার জন্য।মন্ত্রী জানান, আগামী ২৬-২৭ নভেম্বর জয়েন্ট টেকনিক্যাল গ্রুপের একটি বৈঠক সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানেও এই প্রশ্নগুলো তোলা হবে।এরপর সংসদে বিষয়টি নিয়ে একের পর এক প্রশ্নে পড়েন প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী,এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রমণাত্মক ছিলেন জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশীদ।তিনি বলেন,বলা হচ্ছে রিক্রুটিং এজেন্সি বিদেশে কর্মী পাঠায়। তাহলে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বটা কী? মা-বোনদের আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওই খান থেকে যৌন নির্যাতনসহ নানা রকম অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয়ে অবশেষে লাশ হয়ে ফিরে আসে। এদের সকলেই পোস্টমর্টেমে লেখা থাকে 'স্বাভাবিক মৃত্যু'।সকলেরই একই রকম রিপোর্ট। এটা তারা (সৌদি আরব) করে। ওখানে পোস্টমর্টেম যে হয়, সেটাও বাংলাদেশ দূতাবাস দেখে না। মন্ত্রণালয় কোনো পদপে নেয় না।জাতীয় পার্টির এই নেতা বলেন, এভাবে আমাদের মা-বোনদের নিয়ে কি ব্যবসা করতে পারি? স্বাধীন দেশ হিসেবে আমাদের সম্মান আছে, ইজ্জত আছে। মাত্র কয়েকটি টাকার জন্য কেন তাদের পাঠাতে হবে? অবিলম্বে এটা বন্ধ করতে হবে।

মন্ত্রীর উদ্দেশে ফিরোজ রশীদ বলেন,একেকজন মহিলা ফেরত আসে, আপনি (মন্ত্রী) দেখেন না, তাদের উপর কী অন্যায় অত্যাচার করা হয়? আমাদের ঘরে বা বোন নেই? কেন কয়েকটি টাকার জন্য তাদের পাঠাব?সৌদি আরবে নারীদের পাঠানো বন্ধের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন,পাঠিয়েছে দালালরা, আর উনি (মন্ত্রী) খালাস! দালালরা নিয়ে তাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে। বেচাকেনা হচ্ছে রীতিমতো। মেয়েদের হাট বসে, কে কত দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে! আমরা কেন এটার খবর রাখি না?স্পষ্টভাবে জানতে চাই, এটা অবিলম্বে বন্ধ হবে কি না? মা-বোনদের পাঠিয়ে দেশ বিক্রির টাকা আমাদের দরকার নেই। বন্ধ করবেন কি না?

তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দাঁড়িয়ে মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেন,এটা মাঠের বক্তৃতার মতো। এই হাউজকে জানাতে চাই- যেসব নারী লাশ হয়ে বা নির্যাতিত হয়ে আসছে।গত কয়েক মাসে ১৬০টি ট্রাভেল এসেন্সির লাইসেন্স স্থগিত করে রেখেছি। তিনটি লাইসেন্স বাতিল করেছি। দোষীদের জরিমানাও করেছি। আমরা জিরো টলারেন্সে আছি।তিনি আরও বলেন,আমরা আইন করে দিচ্ছি। যারা বিদেশ পাঠাবে সৌদি আরবে ওদের কাউন্টার পার্ট রিক্রুটিং এজেন্সির সম্পূর্ণ ডিটেইলস আমাদের দিতে হবে। যাতে সৌদি আরবকেও আমরা তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে বলতে পারি।

সৌদি আরবে নারী শ্রমিকদের পাঠানোর আগে প্রশিণ দেওয়ার উপর জোর দেন বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী,তার মতে, এটাও সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার একটি কারণ। এজন্য প্রশিণের ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেন তিনি।প্রশিণ দিয়ে নারী শ্রমিক পাঠানোর বিষয়ে গণফোরামের সংসদ সদস্য সুলতান মনসুর আহমেদ বলেন, আমরা প্রশিণ দিয়ে সৌদি আরবে পাঠাব, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে তো তাদের নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। নিয়ন্ত্রণ তো করবে ওরা (সৌদি আরব)।কাজেই আমার অনুরোধ থাকবে, আমাদের সমাজ জীবনকে বাঁচানোর জন্য এবং এই দেশের মান মর্যাদা ও ঐতিহ্য রার স্বার্থে মহিলা শ্রমিক না পাঠিয়ে পুরুষ শ্রমিককে দ্বিগুণ ভাবে পাঠানো হোক।এই প্রশ্নের জবাবে প্রবাসী মন্ত্রী বলেন,সৌদি আরব, মালয়েশিয়া বা যে দেশেরই শ্রমবাজার বলেন, তাদের চাহিদা অনুযায়ী কর্মী পাঠাতে হয়, না হলে পাঠানোর দরকার নেই।আমাদের চেষ্টা থাকবে মহিলারা যেন সম্মানজনকভাবে চাকরি করতে পারেন। আর একেবারেই যদি সম্ভব না হয় তাহলে আমরা না পাঠানোর চিন্তা করব। সংরতি আসনের বেগম ওয়াসিকা আয়শা খানের প্রশ্নের জবাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী জানান, ১৯৯১ সাল থেকে বিদেশে নারীকর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়।

মন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালের জুন থেকে এ পর্যন্ত ৭৪টি দেশে আট লাখ ৬৮ হাজার ৩৬৩ জন নারীকর্মী বিদেশে গেছেন। এর মধ্যে সৌদি আরবে গেছেন ৩ লাখ ৩০ হাজার ৫৯০ জন।এছাড়া জর্ডানে এক লাখ ৫৩ হাজার ২৯১ জন, সংযুক্ত আরব আমিরাতে এক লাখ ২৬ হাজার ১৪৩ জন, লেবাননে এক লাখ ৬ হাজার ৪৪৪ জন, ওমানে ৮৫ হাজার ৯১৪ জন, কাতারে ৩২ হাজার ২৮০ জন, মরিশাসে ১৮ হাজার ৩৩১ জন নারীকর্মী পাঠানো হয়।বাংলাদেশের বিদেশি মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স, যা তুলে ধরে বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী বলেন, দেশের স্বার্থেই বিদেশে শ্রমিক পাঠানো হয়।তবে নারী শ্রমিকদের বিদেশে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসার এই সমস্যা ঠেকাতে সংসদ সদস্যরা কোনো পরামর্শ দিলে সরকার তা গ্রহণ করবে বলে জানান তিনি।

দেশে কোনো বিরোধী দল নেই, তারপরও সরকারের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করছে: ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১২।। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেছেন, দেশে কোনো রাজনীতি নেই, বিরোধী দল নেই, তারপরও সরকারের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করছে।তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শির্থীদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোনো রাজনীতিবিদকে আগে কথা বলতে শোনা যায়নি। সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প কারও ব্যক্তিগত বিষয় নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ বন্ধের কথাই প্রমাণ করে সরকার অস্থিরতার মধ্যে আছে।

মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস কাবে ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলে 'বেগম জিয়ার মুক্তি ও নির্দলীয় নিরপে সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি'- তে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপিতে যত মুক্তিযোদ্ধা আছে আওয়ামী লীগ এত মুক্তিযোদ্ধা নেই বলেও মন্তব্য করেন মওদুদ। বলেন, আওয়ামী লীগ নিজেরাই বলছেন, তাদের দল এখন অনুপ্রবেশকারী দিয়ে ভরে গেছে। অর্থাৎ তারা মুক্তিযোদ্ধা নয়, অনুপ্রবেশকারী। তাহলে এখন কি ধরে নিতে হবে আওয়ামী লীগ এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে না বরং যে স্বাধীনতার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি, যুদ্ধ করেছি সেই স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলণ্ঠিত করার লয কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, আমরা এখন মাঠে নেই। আমাদের কোথাও সভা-সমাবেশ করতে দেয়া হয় না। তারপরও সরকারের মধ্যে আমরা এক রকম অস্বস্তি দেখতে পাচ্ছি। এর কারণটা কী? এর কারণ হলো, তাদের দুঃশাসন, অপশাসন, দুর্নীতি, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যে, আজ তাদের এ অপকর্মের ভারেই তাদের পতন ঘটবে।

মওদুদ বলেন, আজ তারা স্বাধীনতার চেতনার নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন। সেই সংজ্ঞা হলো, স্বাধীনতার চেতনা মানেই হলো একদলীয় শাসন, স্বাধীনতার চেতনার মানে হলো ভোট চুরি করে জোর করে রাষ্ট্রমতায় থাকা। স্বাধীনতার চেতনা হলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকতে পারবে না, আইনের শাসন থাকতে পারবে না এবং আমাদের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা থাকতে পারবে না।

১১টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে- এমন মন্তব্য করে তিনি বলেন, এসব ভিসির তো শির্থীদের সম্মান করার কথা ছিল। তাদের তো আদর্শ পুরুষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তারা সম্মান রা করতে পারেন নাই তাই শির্থীরা সম্মান করেননি। ভিসিরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে আর আমাদের সরকারপ্রধান শির্থীদের উদ্দেশ্যে বলছে যে, তারা দুর্নীতির প্রমাণ করতে না পারলে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। যার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তিনি যদি স্বপদে বহাল থাকেন তবে তার বিরুদ্ধে নিরপেভাবে তদন্ত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

উন্নয়ন প্রকল্প বন্ধ করে দেয়া হবে- প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের সমালোচনা করে মওদুদ বলেন, এ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ কি কোনো ব্যক্তিগত অর্থ? এ প্রকল্প তো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মঙ্গলের জন্য। এ প্রকল্পের অর্থ বন্ধ করে দেয়ার যে একটা মানসিকতা তিনি প্রকাশ করেছেন, এতেই প্রমাণ সরকারের মধ্যে অস্থিরতা কাজ করছে। মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাতের সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শওকত মাহমুদ, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমান, যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির একাংশের মহাসচিব খন্দকার লুৎফর রহমান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

ঘণ্টা বেজে গেছে, সরকার আর দুই-তিন মাস ক্ষমতায় থাকতে পারবে : মাহমুদুর রহমান মান্না

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১২।। বিএনপি নেতাদের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে, আর মাত্র দুই থেকে তিন মাস তারা মতায় থাকতে পারবে।তবে কীভাবে এই সরকারের পতন ঘটবে বলে তিনি মনে করছেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলেননি কয়েক বছর আগে আওয়ামী লীগ ছেড়ে বিএনপির সঙ্গে সখ্য গড়া মান্না।

জাতীয় প্রেস কাব মিলনায়তনে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের এই আলোচনা সভায় বিএনপি নেতা মওদুদ আহমদও নেতাকর্মীদের আশার কথা শুনিয়েছেন।নিজেদের 'মাঠে না থাকার' কথা স্বীকার করেই দলটির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেছেন,আন্দোলন অনেক রকমের হতে পারে। আন্দোলন যে একেবারে রাস্তায় গিয়ে, রাজপথে গিয়ে আন্দোলন হবে এমন কোনো কথা নেই। গতানুগতিকভাবে ঐতিহ্যগতভাবে সেটা সত্য। কিন্তু তারপরেও এমন ঘটনা হতে পারে যে, দেশের মানুষ নিজেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজপথে নেমে যাবে।তখন তাদেরকে প্রতিরোধ করা সরকারের পে সম্ভবপর হবে না। সরকারের সমালোচনা করে মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন,উনি (শেখ হাসিনা) যদি মতায় থাকেন আবরাররা মারা যাবে, নুসরাতরা ধর্ষিতা হবে, মা-বোন ইজ্জত নিয়ে বাঁচতে পারবেন না, কৃষক তার ধান বেচে দেবে, পাটে আগুন লাগিয়ে দেবে তারা বাঁচতে পারছে না।

উনি জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে যতই বড়াই করুক, ঘণ্টা বেজে গেছে, দুই মাস-তিন মাস থাকতে পারবে।

ছয়ের পাতায়

শহীদ নূরের বিরুদ্ধে কুৎসা, জাপা মহাসচিব রাঙ্গার প্রতি বিএনপি নেতা রিজভীর ধিক্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১২।। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে শহীদ নূর হোসেন নিয়ে জাতীয় পার্টির (জাপা) মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গা অশ্রাব্য মন্তব্য করেছেন উল্লেখ করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী তার প্রতি তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে নয়াপল্টনে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিেভ মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত পথসভায় তিনি রাঙ্গার ওপর নিন্দা প্রকাশ করেন।মিছিলটি বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনের সড়ক থেকে শুরু হয়। নাইটিঙ্গেল মোড় ঘুরে আবার বিএনপি কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।

পথসভায় সংপ্তি বক্তব্যে রিজভী বলেন, আমি শহীদ নূর হোসেন সম্পর্কে রাঙ্গার অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহারের তীব্র ধিক্কার জানাই। প্রতিবাদ জানাই।তিনি বলেন, স্বৈরাচারের কুৎসিত আত্মা দিয়ে জাতীয় পার্টির সৃষ্টি বলেই রাঙ্গাদের মতো রাজনৈতিক 'ভবঘুরেরা' গণতন্ত্রের জন্য জীবন উৎসর্গকারী নূর হোসেনের মতো শহীদদের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য কথা বলতে পারেন। এরা লুটপাটের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও গণতন্ত্রের শত্রু বলেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদ নূর হোসেনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে পারেন।

সেজন্য তারা গণতন্ত্র হত্যাকারী আরেকটি শক্তি বর্তমান হানাদার শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণতন্ত্র এবং সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে দিয়েছেন। এই দুই স্বৈরাচার এখনও গণতান্ত্রিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান নিশ্চিহ্ন করার জন্য গুম ও খুনের মাধ্যমে বিভীষিকা তৈরি করে রেখেছে। অথচ শহীদ নূর হোসেন আওয়ামী লীগেরই কর্মী ছিলেন। কিন্তু দলটি নির্লজ্জভাবে ৯০ এর পরাজিত স্বৈরাচারের পথকলিদের সঙ্গে জোট হয়ে নূর হোসেনদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে গণতন্ত্রকে দেশের মাটি থেকে উচ্ছেদ করেছে।

রিজভী বলেন, হেনস্তা ও অপমানের ভয়ে নাগরিক সমাজ এখন স্বাধীন মত প্রকাশের সাহস হারিয়ে ফেলেছে। এই দুঃসহ অবস্থার মধ্যেও অবৈধ সরকারের পে একদল উচ্ছিষ্টভোগীর গুণকীর্তন থেমে নেই। এতে মানুষ অতিষ্ঠ। এছাড়া দলীয়করণ, ভীতিপ্রদর্শন ও নানা অপকৌশলের মাধ্যমে দেশের বিচার ব্যবস্থাকে আজ প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। সারাদেশে প্রকাশ্যে সন্ত্রাস করছেন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয় না। তাদের কোনো বিচার হয় না।

তিনি আরও বলেন, মিডনাইট নির্বাচনের অবৈধ সরকার দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে সম্পূর্ণভাবে গায়ের জোরে বন্দি করে রেখেছে। এই বন্দি করার মধ্য দিয়ে তারা শুধু দেশের একজন জনপ্রিয় নেত্রীকেই বন্দি করে রাখেনি; তারা গোটা দেশ, গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকেও শ্বাসরুদ্ধকর বন্দিশালায় আটকে রেখেছে। এসময় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুল হক মিলন, জাতীয়তাবাদী যুবদল ঢাকা মহানগর দিেণর সাধারণ সম্পাদক গোলাম মাওলা শাহীন, ছাত্রদল নেতা কাউসারসহ বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা সরকারের বড় ব্যর্থতা : আমীর খসরু

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১২।। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় দুই ট্রেনের সংঘর্ষের ঘটনাকে সরকারের বড় ধরনের ব্যর্থতা উল্লেখ করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, এটা যে সরকারের কত বড় ধরনের প্রশাসনিক ব্যর্থতা তা বলার অপো রাখে না। এই সরকারের বিদায় হওয়া দরকার। মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি।

জাতীয়তাবাদী কর আইনজীবী ফোরামের নতুন কমিটি গঠন উপলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে সাথে নিয়ে জিয়ার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যান আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এ সময় কর আইনজীবী ফোরামের আহ্বায়ক মো. গিয়াস উদ্দিন, সদস্য সচিব কামরুল আলম চৌধুরী এবং বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আহমেদ আজম খানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেন দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে আমীর খসরু বলেন, যেখানে সরকার ও সংসদ অবৈধ, জনগণের প্রতি যাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই, সেখানে একজন মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে লাভ নেই। এখানে সরকারের পদত্যাগ করে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একটি সরকার ও সংসদ দরকার, যারা জনগণের কাছে জবাবদিহি করবে, এ রকম সংঘর্ষ হলে যারা জনগণের কাছে জবাব দিতে বাধ্য হবে। ঘটনার তদন্ত শেষে প্রতিবেদন পেশ করবে, বিচার হবে ও তিপূরণ দেয়া হবে।তিনি বলেন, বর্তমান সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নয়। তাদের বিদায় হওয়া দরকার। জনগণের মতা জনগণের কাছে দিয়ে তাদেরকে বিদায় নিতে হবে। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার হলে তারা জনগণের কাছে জবাবদিহিতা করতে বাধ্য থাকবে। উল্লেখ্য, গত ২৯ অক্টোবর জাতীয়তাবাদী কর আইনজীবী ফোরামের ১৫১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন করে বিএনপি।

ভারতে বাংলাদেশের নতুন হাইকমিশনার মুহম্মদ ইমরান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১২।। । মুহম্মদ ইমরানকে ভারতে বাংলাদেশের নতুন হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। সোমবার (১১ নভেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।প্রায় এক দশক পর ভারতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের পরিবর্তে পেশাদার কূটনীতিক পাঠানো হচ্ছে।

মুহম্মদ ইমরান বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পেশাদার এই কূটনীতিক ১৯৮৬ সালে বিসিএস পররাষ্ট্র ক্যাডারে যোগ দেন।তিনি জেদ্দা, অটোয়া, বন ও বার্লিনে বাংলাদেশ মিশনে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। কলকাতায় ডেপুটি হাইকমিশনার হিসেবে কাজ করেন মুহম্মদ ইমরান। এছাড়া তিনি উজবেকিস্তানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

মুহম্মদ ইমরান ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলীর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। ২০১৪ সালে অবসরপ্রাপ্ত সাবেক এই পররাষ্ট্র সচিবকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয় সরকার।তিনি তারেক এ করিমের স্থলাভিষিক্ত হন। তাকেও চুক্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন তারিক এ করিম।

বাংলাদেশে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা,নিহত ১৬,আহত শতাধিক,তদন্ত কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১২।।বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলায় দুই ট্রেনের ভয়াবহ সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৬ জনে দাঁড়িয়েছে। মঙ্গলবার (১২ নভেম্বর) ভোররাত পৌনে ৩টার দিকে কসবা উপজেলার ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের মন্দবাগ রেলওয়ে স্টেশনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শতাধিক যাত্রী আহত হয়েছেন।

নিহতদের মধ্যে পাঁচজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা হলেন, হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার মদনমোরাবাদ এলাকার আইয়ূব হোসেনের ছেলে আল-আমিন (৩৫), আনোয়ারপুর এলাকার মো. হাসানের ছেলে আলী মো. ইউসূফ (৩৫), চুনারুঘাট উপজেলার পীরেরগাঁও এলাকার সুজন (২৪), চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার রাজাগাঁও এলাকার মজিবুর রহমান (৫০) ও তার স্ত্রী কুলসুমা (৪২)।

মন্দবাগ রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন মাস্টার জাকির হোসেন চৌধুরী বলেন, সিলেট থেকে চট্টগ্রামগামী উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনটি এক নম্বর লাইনে ঢুকছিল। এ সময় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকাগামী তূর্ণা নিশীথাকে আউটারে থাকার সিগন্যাল দেয়া হয়েছিল। কিন্তু চালক সেই সিগনাল অমান্য করে মূল লাইনে ঢুকে পড়ার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় আমার কোনো দোষ নেই।

এদিকে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের জন্য তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসক হায়াত উদ-দৌলা খান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে তূর্ণা নিশীথা ট্রেনটি সিগন্যাল অমান্য করে লাইনে ঢুকে উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে ধাক্কা দিয়েছে। তবে প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিতু মরিয়মকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।তিনি আরও জানান, নিহতদের পরিচয় শনাক্ত করে প্রত্যেক পরিবারকে ২৫ হাজার টাকা করে দিয়ে মরদেহ বাড়িতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

লেবুর কিছু অসামান্য গুণ, আপনার জানা আছে কি ?

লেবু কী কাজে লাগে? প্রশ্ন শুনে অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়ই। আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি-এর অন্যতম উতস হলো লেবু। ভাতের সঙ্গে, স্যুপের সঙ্গে, সালাদে, শরবত তৈরি করে, আচার তৈরি করে নানা ভাবে খাওয়া যায় লেবু। মুখের রুচি বাড়াতে এর জুড়ি নেই। কিন্তু এই লেবু শুধু খাওয়ার ক্ষেত্রেই নয়, কাজে লাগে আরও অনেক ক্ষেত্রেই। চলুন জেনে নেই এর অসাধারণ কিছু ব্যবহার-ধবধবে সাদা কাপড়: সাদা কাপড় ধবধবে সাদা না হলে দেখতে ভালোলাগে না। অনেক সময় ধুলো-ময়লার কারণে সাদা কাপড় দেখতে ধূসর লাগে। এক্ষেত্রে সাদা কাপড়কে আরও উজ্জ্বলতা দিন লেবুর সাহায্যে। লেবু আর বেকিং সোডার মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখুন কাপড়টি অন্তত আধাঘণ্টা। এরপর ধুয়ে ফেলুন।ত্বকের পরিচর্যায়: লেবুর রস বয়সের ছাপ দূর করতে, অবাঞ্ছিত দাগ দূর করতে, এমনকি ত্বকে ব্রণের প্রবণতা কমাতে খুবই কার্যকরী। লেবু আর চিনির মিশ্রণ একটি দারুণ স্ক্রাব। এটি ত্বকে ব্যবহার করলে ত্বকের অনেক সমস্যা থেকেই মুক্তি পাবেন।মেনিকিওর: নখ পরিষ্কার না থাকলে আপনাকে দেখতে সুন্দর লাগবে না। আপনার নখগুলো স্বাস্থ্যবান এবং সুন্দর রাখতে লেবুর জুড়ি নেই। গরম জলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস দিন তারপর সেটি ব্যবহার করুন মেনিকিওরে। নখ থাকবে পরিষ্কার।হজমশক্তি বাড়াতে: হজমে গোলমাল হচ্ছে কদিন ধরেই? নানা উপায় মেনে চলেও কাজ হচ্ছে না? এক্ষেত্রে খালি পেটে একগ্লাস গরম জলে মধু মিশিয়ে পান করুন। এই অভ্যাস আপনাকে হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে, ইমিউনিটি সিস্টেম ভালো রাখবে, বাড়তি মেদ থেকে দেবে মুক্তি।ক্লিনার তৈরিতে: একটি লেবুর সবটুকু রস বের করে নিন। তার সাথে মেলান ১৫০ মিলিলিটার ভিনেগার। সারারাত রেখে দিন। এই মিশ্রণটি রাখুন একটি স্প্রে বোতলে, ব্যবহার করুন ঘরের বিভিন্ন জিনিস পরিষ্কার করতে।

জুতার দুর্গন্ধ দূর করতে: অনেকের জুতায়ই ঘামের কারণে দুর্গন্ধ হয়ে থাকে। এই দুর্গন্ধের আছে সহজ সমাধান। লেবুর খোসা রেখে দিন জুতার ভেতর। এক রাতেই গন্ধ পালাবে।গাছ লাগাতে: ব্যবহৃত লেবুর খোসাটা ব্যবহার করতে পারেন গাছ লাগাতে। অর্ধেক করে কেটে নিন লেবু। এরপর রসসহ বের করে নিন ভেতরের সবকিছু। শুধু খোসাটা রাখুন। এরপর মাটি দিয়ে বীজ বপন করে দিন। কিছুদিনের মাঝেই পাতা গজাবে।পোকা তাড়াতে: ঘরের পোকা মাকড় তাড়াতে কাজে লাগাতে পারেন লেবু। অর্ধেক করে কাটা লেবুর মাঝে গেঁথে দিন কিছু লবঙ্গ। রেখে দিন ঘরের কোণায়। সহজেই দূর হয়ে যাবে পোকা-মাকড়। রান্না ঘরে পিঁপড়ার উপদ্রপ আছে, এমন সব জায়গায় রেখে দিন এটি। মুক্তি পাবেন পিঁপড়ার যন্ত্রণা থেকে।ক্যান্ডেল হোল্ডার: লেবুটা অর্ধেক করে কেটে নিন। লেবুর রসসহ ভেতরের সবকিছু বের করে ফেলুন। খোসাটাকে বানাতে পারেন আপনার ব্যতিক্রমধর্মী ক্যান্ডেল হোল্ডার।

সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন কাঁচা সব্জি ও ফল খান

রান্না করা ফল বা সবজির চেয়ে কাঁচা ফল ও সবজি খাওয়া অনেক বেশি পুষ্টিকর। সব সবজি যে কাঁচা খেতে হবে এমন নয়। তবে প্রতিদিনের ডায়েট চার্টে কিছু কিছু কাঁচা সবজি বা ফল রাখুন। যেসব খাবারে বেশি এনজাইম থাকে যেমন পেঁপে, আনারস, বাঁধাকপি, মুলা, বিট, স্প্রাউটস এগুলো রান্না না করে কাঁচাই খান, বেশি উপকার পাবেন। জেনে নিন কেন কাঁচা সবজি খাওয়া জরুরি।কাঁচা ফল ও সবজিকে লাইফ ফুড বলা হয়। শরীর সুস্থ রাখতে ভিটামিন, মিনারেল, ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটের সুষম আহার প্রয়োজন। কারণ, আমরা সারাদিনে যা খাবার খাই, তা থেকেই কাজ করার শক্তি পাই। শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট আমরা খাবার থেকেই পেয়ে থাকি। তবে এনজাইমের সাহায্য ছাড়া খাবারে থাকা প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন ঠিকমতো হাড়, চুল, ত্বক, মাংসপেশীতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। আর কাঁচা ফল বা সবজিতে প্রচুর পরিমাণে এনজাইম থাকে, যা হজম শক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। তাই রান্না করা ফল ও সবজির চেয়ে কাঁচা ফল বা সবজি খাওয়া বেশি উপকারী।খাবারে উপস্থিত এনজাইম ও নিউট্রিয়েন্ট তাপের সংস্পর্শে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। তাই ফল বা সবজি যখন রান্না করা হয়, তখন তাপের সংস্পর্শে সেই খাবারে উপস্থিত নিউট্রিয়েন্ট ও এনজাইম অনেকাংশেই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আপনি সেই একই সবজি বা ফল কাঁচা অবস্থায় খেলে যতটা প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেলস বা এনজাইম শরীরে যেত, যখন সেটাই রান্না করে খাবেন তার পুষ্টিগুণ অনেকাংশে কমে যাবে। শুধু তাই নয়, প্রসেসড খাবারে উপস্থিত প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলের তুলনায় কাঁচা ফল ও সবজিতে উপস্থিত প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলস শরীরে বেশি সহজে অ্যাবজর্ব হয়। তাই প্রতিদিন কিছু কাঁচা সবজি ও ফল খান। সুস্থ থাকবে শরীর।সর্বদাই যাত্রাপথে খাবারের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকা উচিত। নতুন জায়গায় যাওয়ার সময় অতি উতসাহে ইচ্ছামতো খাওয়া উচিত নয়। তাহলে হয়তো পেটের সমস্যায় হোটেল রুম আর হাসপাতালেই আটকে থাকতে হবে। তাই ভ্রমণের সময় নিম্নলিখিত খাবারগুলি থেকে সতর্ক হোনপানীয়: যেকোনো ধরনের পানীয় এমনকি খাবার জল পানের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। পানীয়র বোতল অবশ্যই সিল করা কিনা দেখে নেবেন। রাস্তাঘাটে অনেক নকল পানীয় পাওয়া যায়। তাই একটু দেখেশুনে পান করবেন।আধ সিদ্ধ খাবার: মণে কাঁচা বা আধ সিদ্ধ যেকোনো খাবারই এড়িয়ে চলা উচিত। তা হোক মাংস, চিংড়ি বা সি ফুড। কারণ এতে আপনার শরীরে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ হতে পারে।ফ্রোজেন ফুড: বরফ জমা খাবারে ব্যাকটেরিয়ার আশঙ্কা থাকে। বিশেষত, জল বা অন্য কোনো কোমলপানীয় গ্রহণের সময় রাস্তা থেকে কেনা বরফ মেশানো উচিত নয়। কারণ এই বরফ দূষিত জল থেকে তৈরি হতে পারে। রাস্তা বা বাস-ট্রেন স্ট্যান্ড থেকে স্থানীয়ভাবে তৈরি খোলা আইসক্রিম খাওয়া উচিত নয়।ডিম: আমরা অনেকেই ভ্রমণের সময় আধ সিদ্ধ ডিম সঙ্গে নিই। বাস বা রেলস্টেশনেও ডিম পাওয়া যায়। অনেকের তো কাঁচা ডিম খাওয়ারও অভ্যাস আছে। কিন্তু যাত্রাপথে আধ সিদ্ধ বা কাঁচা ডিম না খাওয়াটাই ভালো।কাঁচা সবজি: যেকোনো ভ্রমণ গাইড খুললেই দেখবেন নতুন জায়গায় গিয়ে সালাদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ সবজিগুলো কেমন জল দিয়ে ধোয়া হয়েছে, সেগুলো তাজা না দীর্ঘদিন ফ্রিজে ছিল, সেটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তাই বিদেশে গিয়ে সবজির সালাদ একটু ভেবেচিন্তে খেতে হবে। অনেক দেশে দূষিত পরিবেশে সবজি চাষ হয়, যা কাঁচা খাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। তাই যাত্রাপথে এবং নতুন জায়গায় গিয়ে সবজির সালাদ থেকে দূরে থাকুন। দরকার হলে রান্না করা গরম সবজি খান।রেস্টুরেন্ট এড়িয়ে চলুন: ভ্রমণে চলার পথে স্ট্রিট ফুড খাওয়াটা অধিকতর নিরাপদ। কারণ এটা আপনার সামনেই তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে মহাসড়কের পাশে বা বিভিন্ন স্টেশনে যেসব রেস্টুরেন্ট থাকে, সেখানে কীভাবে খাবার তৈরি হচ্ছে, তা আপনি জানেন না। তবে এর মানে রেস্টুরেন্টকে একেবারেই বর্জন করতে হবে, তা নয়। রেস্টুরেন্টে গেলে এমন সময় খাবেন, যখন লোক সমাগম বেশি থাকে।সস, আচার: সস, আচার বা চাটনি থেকে দূরে থাকাটা নিশ্চয়ই কষ্টকর। কিন্তু ভ্রমণে এগুলো থেকে দূরে থাকাই ভালো। রাস্তাঘাটের আচার বা সস তৈরিতে নোংরা জল বা অন্য উপাদান ব্যবহার করা হয়। রাস্তাঘাটে জল ও সবজি থেকে তৈরি খাবারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ এগুলো নোংরা জল এবং বাসি সবজি দিয়ে তৈরি।

১৫ বছরে ”বীর-জারা”: কেন শাহরুখের সঙ্গে অভিনয়ে অস্বস্তি হয়েছিল, জানালেন রানি

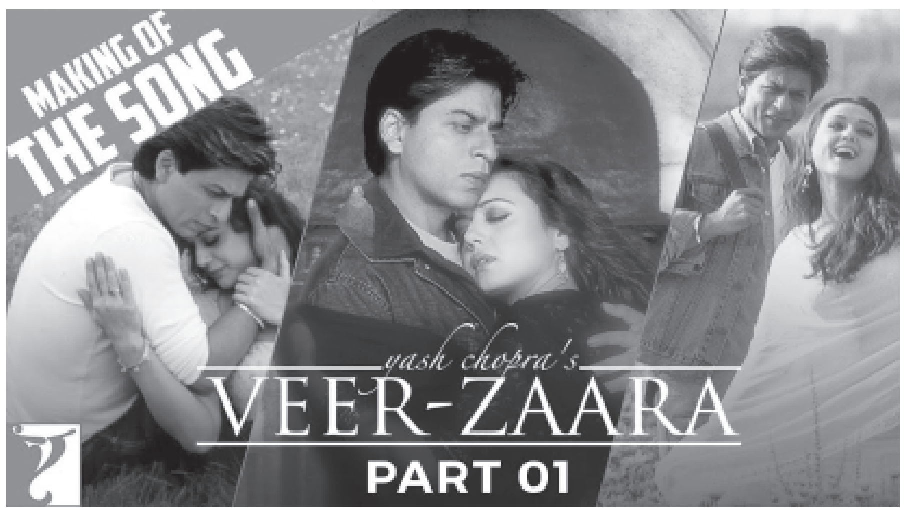

মুম্বই: ১৫ বছর সম্পূর্ণ করল শাহরুখ খান-রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত ছবি ”বীর-জারা”। এই উপলক্ষ্যে ছবি সম্পর্কিত অনেক অজানা কথা শোনালেন রানি।স্মৃতির সরণি বেয়ে এদিন যশ চোপড়ার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রোমন্থন করলেন রানি। বলেন, ওনার সঙ্গে ছবি শুট করাটাই একটা অন্য অভিজ্ঞতা। অন্য পরিচালকরা সাধারণত, মনিটরে পরীক্ষা করেন। কারণ, এটাই এখনকার ট্রেন্ড। কিন্তু, যশ চোপড়া ছিলেন ব্যতিক্রমী। উনি সর্বদা ক্যামেরাম্যানের পিছনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা ফ্রেম দেখতেন। অভিনেতাদের অভিনয় বিচার করতেন।রানি বলেন, যশ (চোপড়া) আঙ্কলের সঙ্গে যখন শুট করতাম, আমি উপলব্ধি করেছি, কীভাবে অভিনেতাদের থেকে তিনি সেরাটা বের করে আনতেন। ক্যামেরার কাছে দাঁড়িয়ে উনি নিরন্তর আমাদের অভিনয়ের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। উনিই একমাত্র পরিচালক যিনি সবসময় আমাদের খাওয়াতেন এবং হাসি-খুশি দেখতে চাইতেন। অভিনেত্রী বলেন, আমার মনে আছে, প্রতিদিন আমাদের জন্য আলু পরটা ও সাদা মাখন থাকত।

যশ-পুত্র আদিত্য চোপড়া পরিচালিত ”বীর-জারা” ছবিতে এক পাকিস্তানি আইনজীবীর ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল রানিকে। ”বয়স্ক” শাহরুখ খানের কথা বলতে গিয়ে ৪১-বছর-বয়সী অভিনেত্রী বলেন, বুড়ো মানুষের চরিত্রে শাহরুখকে দেখে সকলে প্রায় অবাকই হয়েছিলাম। এর আগের ছবিগুলিতে আমি ওর বিপরীতে অভিনয় করেছি। এখানে কন্যাসম চরিত্রে অভিনয় করাটা সত্যিই অস্বস্তি ছিল। বলতে দ্বিধা নেই, কিছুটা কঠিনও ছিল। রানি যোগ করেন, তার চেয়ে শাহরুখের সঙ্গে প্রেম করা অনেক বেশি সহজ। অনেক সময় এমন হয়েছে, শটের মাঝে আমি আর শাহরুখ কোনও কিছু নিয়ে হেসেই চলেছি। তা দেখে আদি(আদিত্য চোপড়া) ও যশ আঙ্কল বিরক্তই হতেন। বলতেন, তোমরা শটের ওপর মনোনিবেশ করো।প্রসঙ্গত, ২০০৪ সালে মুক্তি পেয়েছিল ”বীর-জারা”। সেই বছর এটি সবচেয়ে আয় করা ছবি ছিল।

বাজিতে হেরে অক্ষয়কে বিয়ে করেছিলেন টুইঙ্কেল খান্না !

এএনএম নিউজ ডেস্কঃ কখনও প্রিয়াঙ্কা তো কখনও শিল্পা শেট্টিসহ বলিউডের বহু অভিনেত্রীর সঙ্গে নাম জড়িয়েছে অক্ষয় কুমার। তবে নায়িকাদের হার্টথ্রব অক্ষয় কুমার শেষমেশ বিয়ে করেন টুইঙ্কল খন্নাকে।জানা যায়, টুইঙ্কেলকে নাকি প্রথম দেখাতেই তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন অক্ষয়। টুইঙ্কেলও অক্ষয়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন ক্রমে। তবে তাদের বিয়ের সিদ্ধান্তটা অনেকটা ফিল্মি স্টাইলে।২০০০ সালে টুইঙ্কেলের ”মেলা” ফিল্ম মুক্তি পাওয়ার কথা। আমিরের বিপরীতে রূপা সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন টুইঙ্কেল। ফিল্মটা নিয়ে টুইঙ্কেল ভীষণ আশাবাদী ছিলেন। ফিল্মটা যে সুপারহিট হবে সেটা অক্ষয়কে জানিয়েছিলেন।অক্ষয় কিন্তু সেটা মানতে পারেননি। তখনই টুইঙ্কেল বাজি ধরেছিলেন ওই ফিল্মটা নিয়ে। বাজিটা ছিল এরকম, যদি ফিল্মটা ফ্লপ করে তাহলে তিনি অক্ষয়কে বিয়ে করে নেবেন। ক্যারিয়ারের শীর্ষ মূহূর্তে বিয়ে করতে চাইছিলেন না টুইঙ্কেল। তাই এই বাজি ধরেন। কারণ তিনি এক প্রকার নিশ্চিত ছিলেন তিনি বাজি জিতবেনই।কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর দেখা যায়, টুইঙ্কেল বাজি হেরে যান। ফিল্মটা বক্স অফিসে তেমন চলেনি। এরপর ২০০১ সালে অক্ষয়কে বিয়ে করেন টুইঙ্কেল।

টলিউডে শোকের ছায়া, স্বজনহারা হলেন ইন্দ্রাণী

বাংলা টেলিভিশনে ভাই বোন জুটিকে কোনওদিনই ভুলতে পারবে না বাঙালি দর্শক। রিল লাইফ থেকে রিয়েল লাইফ দুজনের সম্পর্কটা যেন একসূত্রে বাঁধা ছিল। একে অন্যকে যেন সবসময় আগলে রাখতেন তারা। সেই ভাই বোন জুটি হলেন ইন্দ্রাণী হালদার এবং ইন্দ্রনীল হালদার। বহুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ইন্দ্রনীল। দীর্ঘদিন ধরে রোগের সঙ্গে লড়াই করে অবশেষে সেই লড়াইয়ে হেড়ে গেলেন ইন্দ্রনীল হালদার। গত রবিবার মৃত্যু আলাদা করল এই জনপ্রিয় জুটিকে। নিজের ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদটি নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে শেয়ার করেন ইন্দ্রাণী হালদার। তারপর থেকেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা টলিপাড়ায়।সকলের প্রিয় বুড়ো। দিদির মতো তিনি নিজেও সিনেমাজগতের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। ইন্দ্রাণী হালদারের সঙ্গেও একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ইন্দ্রনীল হালদার। লক্ষ্মীপুজোর পরই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর থেকেই চিকিতসা চলছিল ইন্দ্রনীলের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাঁচানো গেল না ভাইকে। ডাক্তারদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে রবিবারই সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন ইন্দ্রনীল হালদার।ইন্দ্রনীলের চলে যাওয়াটা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছেন না ইন্দ্রাণী এবং তার পরিবার। শুধু পরিবারই নয়, বাংলা সিনে জগতেরও কেউই মেনে নিতে পারছেন না এই অকাল মৃত্যুকে। ইন্দ্রাণী হালদার ভাইয়ের একটি ছবি পোস্ট করেছে লিখেছেন,”আমার ভাই গতকাল আমায় আর আমার মাকে একা রেখে চলে গেল”। শুধু ইন্দ্রাণী নয়, তার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ হয়ে সুদীপ্তাও তার পরিবারকে স্বান্তনা জানিয়েছেন। বাংলার প্রথম মেগা ধারাবাহিক ”তেরো পার্বণ” সুপারহিট হওয়ার শীর্ষে ছিলেন এই ইন্দ্রনীল হালদার। এছাড়া বেশ কিছু বিজ্ঞাপনেও পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল তাকে।

দ্রুত ওজন কমাতে সাহায্য করবে যে পানীয়

রাতে শুধু এক গ্লাস- হুড়মুড়িয়ে কমবে মেদ ভুঁড়ি আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় যে পরিমাণ রাসায়নিক থাকে, তা আমাদের শরীর খারাপ করার পক্ষে যথেষ্ট। পাশাপাশি রয়েছে বর্তমানের সেডেন্টারি লাইফস্টাইল।দুইয়ে মিলে কমে যায় শরীরের মেটাবলিজম রেট। ফলস্বরূপ দেখা দেয়, শরীরের অবাঞ্ছিত মেদ। বাড়ে টক্সিন সঞ্চয়। এ সবের থেকে মুক্তি দিতে পারে শুধুমাত্র একটা পানীয়।রোজ রাতে ঘুমানোর আগে এই পানীয় নিয়ম করে খেলে মেদ কমবেই কমবে। নিয়ন্ত্রণে থাকবে হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, ভালো থাকবে হৃদযন্ত্রও।উপকরণ: অর্ধেক পাতিলেবু, ১টি শশা, ১ চা চামচ আদাবাটা, এক গোছা পার্সলে পাতা, ও পার্সলে হলো ”মৌরি” বা মিস্টি শজ বা গোয়ামৌরীর পাতা। দেখতে ধনে পাতার মতই। ৪ ১/৩ গ্লাস জল।পানীয় প্রস্তুত প্রণালী:সব উপকরণ জুসারে মিশিয়ে রস করে নিন। রোজ রাতে শোওয়ার আগে নিয়ম করে খান আর ফল পাবেন মাত্র কয়েকদিনেই।পেটে মেদ বা চর্বি হলে চলা-ফেরায় যেমন কষ্ট হয়, তেমনি নষ্ট হয় সৌন্দর্য্যও। অনেকে আছেন খুব বেশি মোটা না কিন্তু পেটে অনেক মেদ কিংবা দেহের কিছু কিছু স্থানে মেদ জমায় খুবই অস্বস্তি বোধ করেন।

দীর্ঘ সময় বসে কাজ? হতে পারে স্লিপ ডিস্ক, জেনে নিন কি করবেন

আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে অনিয়মের কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ”স্লিপ ডিস্ক” বা ”ডিস্ক প্রোল্যাপ্স” এর সৃষ্টি হয়। দিনের পর দিন কোমরের কাছে মেরুদণ্ডের দুই হাড়ের মাঝে ভুল ভাবে বেশি চাপ পড়তে পড়তে এক সময় পিছনের স্নায়ুতে চাপ দিতে শুরু করে।এর ফলে শুরু হয় কারেন্ট লাগার মতো তীব্র ব্যথা। দেখা দেয় ”অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্স”।অনেক সময় নীচু হয়ে হ্যাঁচকা টানে কিছু সরাতে গিয়ে, বা না জেনেবুঝে ব্যায়াম করতে গিয়েও সমস্যা হতে পারে। আবার ব্যায়াম না করার অভ্যাস ও ওবেসিটি থাকলেও সমস্যা হতে পারে। ১৫-৪০ বছর বয়সে এ রোগ বেশি হয়। ৫০-৮০ বছর বয়সের মানুষদের ক্ষেত্রে বেশি হয় ”ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্স”। এই অসুখে প্রথম দিকে হালকা ব্যথা হয়। পরিমাণ কম থাকে বলে অনেকেই ব্যথাকে পাত্তা দেয় না। তাই ভিতরে ভিতরে জটিল হয়ে উঠতে থাকে এই ব্যথা।এমন একটা সময় আসে যখন দেখা যায়, হাঁটতে গেলে পায়ে যন্ত্রণা হয়, দাঁড়াতে বা বসতে গেলেও হয়।রোগ ঠেকাতে যা যা করণীয় : চিকিতসকদের মতে, স্লিপ ডিস্ক ঠেকাতে প্রতিদিনের জীবনে বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলাটা একান্তই দরকার। যেমন : ওজন ও ভুঁড়ি ঠিক রাখুন। শুধু কার্ডিও-ই নয়, কোমরের পেশি সবল করার ব্যায়াম করুন নিয়মিত। হাঁটা বা বসার সময় কোমর ও শিরদাঁড়া সোজা রাখুন। আধশোয়া হয়ে বা শুয়ে বই পড়া, টিভি দেখা যত কমানো যায়, ততই ভালো। কোমরে ব্যথা হলে ডাক্তারের পরামর্শমতো ব্যাক রিল্যাক্সিং আসন করুন। দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করতে হলে কোমরের কাছে সাপোর্ট দেওয়া চেয়ারে সোজা বসুন। একটানা বসে না থেকে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে একটু হাঁটাচলা করে বা ব্যাক স্ট্রেচিং করে নিতে পারেন। এতে সমস্যা কম হয়। নিয়মিত সাঁতার কাটলে খুব ভালো কাজ হয়। মেয়েরা ৪৫ আর ছেলেরা ৬০ বছর বয়সের পরে ডাক্তার দেখিয়ে ভিটামিন ডি খান। চিকিতসকের পরামর্শ মতো হাড় মজবুত রাখার ওষুধও খেতে হবে। প্রতিদিন ৩০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা ভোরের রোদে থাকুন। অতিরিক্ত ধূমপানে হাড় পাতলা হয়।

কাজেই অভ্যেস বদলান। মদ্যপান ছেড়ে দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো। একান্তই তা না পারলে এক থেকে দেড় পেগের বেশি একেবারেই চলবে না।হাড় সবল করতে কী কী খাবেন? হাড় সবল করতে আমিষ খাবারের জুড়ি নেই। বিশেষ করে ডিম, কাঁটা সমেত স্যামন, সারডিন ও ছোট মাছ রাখুন ডায়েটে। এর সঙ্গে দুধ ও দুধের খাবার, মাশরুম, কড লিভার অয়েল, মাখন, ঘি, সবুজ শাকসবজি, বাদাম, কুমড়ো পাতা, টোফু, পোস্ত ইত্যাদিও রাখতে হবে খাবার পাতে। এর পরেও রোগের হানা দেখা দিতে পারে। তেমনটা হলে কী কী উপায়ে তার সঙ্গে যুঝবেন তা জেনে রাখা দরকারি।অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে বিশ্রাম, সামান্য ওষুধ, ফিজিওথেরাপি, বেল্ট, ব্যায়াম ইত্যাদির সাহায্যে প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে সমস্যা কমে যায়। তবে যদি তীব্র ব্যথার সঙ্গে পায়ে জোর পাওয়া না যায়, আঙুল নাড়ানো বা পায়ের পাতা উপরে তুলতে কষ্ট হয়। এমন পরিস্থিতিতে এমআরআই স্ক্যান করে অবস্থার পর্যালোচনা করা দরকার। ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে কয়েকটি নিয়ম ও সামান্য ওষুধেই প্রায় ৭০ শতাংশ ক্ষেত্রে রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকে।অ্যাকিউট ডিস্ক প্রোল্যাপ্সের অপারেশন বলতে যেটুকু ডিস্ক হাড়ের খাঁচার বাইরে বেরিয়ে এসেছে তাকে কেটে নার্ভকে চাপমুক্ত করা। খুব একটা কাটাছেঁড়া করতে হয় না এতে। কখনও মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে, কখনও ছোট্ট ফুটো করে এন্ডোস্কোপের সাহায্যে অপারেশন হয়। ক্রনিক ডিস্ক প্রোল্যাপ্সে বড় অপারেশন করাতে হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপারেশনের পর সমস্যা কমে যায়।

গান মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কতটা বাড়িয়ে দিতে পারে

গান শুনতে ভালোবাসেন না, এমন মানুষ পাওয়া কঠিন। গান শোনা শুধু বিনোদনের অংশই নয়, স্বাস্থ্য ও মন ঠিক রাখতেও দারুণ কার্যকরী। শারীরিক ক্লান্তি দূর করা ও মানসিকভাবে চাঙা রাখতে সংগীতের রয়েছে দারুণ উপকারিতা।গবেষকরা বলছেন, গান শোনার ফলে শরীরে ডোপামাইন নামক একটি হরমোন নিঃসৃত হয়, যা মন ভালো করে তুলতে সাহায্য করে। গান মানুষের শরীর ও মন সুস্থ রাখার পাশাপাশি আইকিউ এবং স্মৃতিশক্তি বাড়ায়।এজন্যই হয়ত আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, ”আমি যদি পদার্থ বিজ্ঞানী না হতাম, তাহলে সঙ্গীতজ্ঞ হতাম।”একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গান শোনার মাধ্যমে মানুষের সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক একসঙ্গে সজাগ হয়ে ওঠে। বাড়ে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে কার্যকরী প্রভাব ফেলে সংগীত।মানসিক ক্লান্তি ও অবসাদ কমাতে বা কাটাতে সংগীত দারুণ ওষুধ হিসেবে কাজ করে। তাই গবেষকদের পরামর্শ, প্রচণ্ড কাজের চাপে শরীর ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়লে গান শুনলে উপকার পাওয়া যায়।ব্যায়াম বা শরীরচর্চার সময় গান বা ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক শুনলে সহজে ক্লান্তি আসে না। ফলে দীর্ঘক্ষণ শরীরচর্চা চালিয়ে যাওয়া যায়।বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, খামার বা বাগানে সংগীত বা যন্ত্রসংগীত চালিয়ে রাখলে গাছের বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে দ্রুত হয়।সংগীত মনঃসংযোগ বৃদ্ধিতে ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশে সাহায্য করে বলে একাধিক গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কিন গবেষকদের দাবি, গণিত চর্চার সময় গান শুনলে সাফল্যের হার বৃদ্ধি পায়।

বলিউডে এবার পা রাখতে চলেছেন মহেশ বাবু ?

মহানগর ওয়েবডেস্ক: বেশ অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল বলিউডে ডেবিউ করতে পারেন দক্ষিণী অভিনেতা মহেশ বাবু। জানা গিয়েছে, ”কেজিএফ” ছবির পরিচালক প্রশান্ত নিলের হাত ধরেই বলিউডে আসতে চলেছেন অভিনেতা। বলিউডে তাঁর ডেবিউয়ের খবর প্রায় একবছর ধরে শোনা যাচ্ছিল। এমনকি তিনি নাকি প্রস্তুতিও নিতে শুরু করে দিয়েছেন। সূত্রের খবর, মহেশের ২৭তম ছবিটি পরিচালনা করতে পারেন প্রশান্ত। এবং ছবির বিষয়বস্তু একেবারেই আলাদা হতে চলেছে।ছবিটি হিন্দি, তামিল, তেলেগু এবং মালায়ালামে মুক্তি পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই ছবি প্রযোজনার দায়িত্বে থাকবেন মহেশের ”সেরিলেরু নিইকেভারু”-র প্রযোজক অনিল সুঙ্কারা। আপাতত অভিনেতা ব্যস্ত আছেন এই ছবিটি নিয়ে। আগামী বছর মুক্তি পাবে মহেশের ”সেরিলেরু নিইকেভারু” ছবিটি। যদিও বলিউডে ডেবিউ করার বিষয়ে অভিনেতা কোনও মন্তব্য করেননি। এদিকে, তাঁর রাজনীতিতে আসার খবরও শোনা গিয়েছিল। তবে সেই সমস্ত খবরকে মিথ্যে এবং গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি। মহেশ জানিয়েছেন, রাজনীতিতে তিনি আসবেন না। অভিনয় করে যাবেন।প্রসঙ্গত, মহেশের আগে বলিউডে ডেবিউ করেছেন প্রভাস, রানা দাগুবাতি, রামচরণ তেজার মতো তারকারা। এই অভিনেতারা প্রত্যেকেই নিজের ঘাঁটি শক্ত করে ফেলেছেন।

মঙ্গলবার স্টেট কো অপারেটিভ আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে ট্রেন দুর্ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন রেলের, তুর্ণা এক্সপ্রেসের চালক ও গার্ড-সহ বরখাস্ত তিনজন

ঢাকা, ১২ নভেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় দু'টি ট্রেনের সংঘর্ষের ঘটনায় বাংলাদেশ রেলের পক্ষ থেকে দু'টি পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছেঊ মঙ্গলবার সকালে দু'টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেল সচিব মোফাজ্জেল হোসেনঊ তিনি বলেন, একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে রেলের মহাপরিচালকের দফতর থেকেঊ অপরটি করা হয়েছে রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল মহাব্যবস্থাপক কার্যালয় থেকেঊ দু'টি কমিটিতেই উর্ধতন কর্তারা রয়েছেন।
মঙ্গলবার ভোররাতে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা অভিমুখে যাচ্ছিল 'তুণা নিশীথা' ট্রেনঊ সেই সময় সিলেট থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাচ্ছিল 'উদয়ন এক্সপ্রেসঊ' কসবা উপজেলার মন্দবাগ এলাকায় সংঘর্ষ হয় 'তুর্ণা নিশীথা' এবং 'উদয়ন এক্সপ্রেস' ট্রেনেরঊ 'উদয়ন এক্সপ্রেস' ট্রেনটি 'তুর্ণা নিশীথা' ট্রেনটিকে সাইড দিচ্ছিলঊ তখন 'উদয়ন এক্সপ্রেস' ট্রেনের অর্ধেক বগি অন্য রেললাইনে ঢোকার পর বাকি বগিগুলিতে 'তুর্ণা নিশীথা' ধাক্কা দেয়ঊ দু'টি কামরা সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়ঊ সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত ১৬ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।
রেল দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন জানিয়েছেন, 'তুর্ণা নিশীথা' ট্রেনের লোকোমেটিভ মাস্টার সিগন্যাল ভেঙেছেনঊ জেলা প্রশাসন ও রেলের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছেঊ ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই 'তুর্ণা নিশীথা' এক্সপ্রেস ট্রেনের চালক ও গার্ড-সহ মোট ৩ জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে দু'টি ট্রেনের সংঘর্ষে মৃত্যু ১৬ জনের, আহত শতাধিক

ঢাকা, ১২ নভেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় 'তুর্ণা নিশীথা' এবং 'উদয়ন এক্সপ্রেস' ট্রেনের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে ১৬ জন যাত্রীঊ মঙ্গলবার ভোররাত তিনটে নাগাদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার মন্দবাগ এলাকায় সংঘর্ষ হয় 'তুর্ণা নিশীথা' এবং 'উদয়ন এক্সপ্রেস' ট্রেনেরঊ সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত ১৬ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছেঊ আহতের সংখ্যা শতাধিকঊ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক হায়াত-উদ-দৌলা খান জানিয়েছেন, দু'টি ট্রেনের সংঘর্ষের জেরে ঘটনাস্থলেই ৯ জন প্রাণ হারান, সদর হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়, কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩ জন এবং কুমিল্লা সদর হাসপাতালে একজনের মৃত্যু হয়ঊ
রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার ভোররাতে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা অভিমুখে যাচ্ছিল 'তুণা নিশীথা' ট্রেনঊ সেই সময় সিলেট থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাচ্ছিল 'উদয়ন এক্সপ্রেসঊ' কসবা উপজেলার মন্দবাগ এলাকায় সংঘর্ষ হয় 'তুর্ণা নিশীথা' এবং 'উদয়ন এক্সপ্রেস' ট্রেনেরঊ 'উদয়ন এক্সপ্রেস' ট্রেনটি 'তুর্ণা নিশীথা' ট্রেনটিকে সাইড দিচ্ছিলঊ তখন 'উদয়ন এক্সপ্রেস' ট্রেনের অর্ধেক বগি অন্য রেললাইনে ঢোকার পর বাকি বগিগুলিতে 'তুর্ণা নিশীথা' ধাক্কা দেয়ঊ দু'টি কামরা সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়ঊ আখাউড়া রেলওয়ে ওসি শ্যামল কান্তি দাস জানিয়েছেন, সংঘর্ষের জেরে দু'টি ট্রেনের কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়ঊ পুলিশ, দমকল এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারাঊ রেল দুর্ঘটনার জেরে ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম-সিলেটের মধ্যে রেল যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে

বুকের ব্যথায় ফের কাহিল ডি কে শিবকুমার, চিকিৎসাধীন বেঙ্গালুরুর হাসপাতালে

বেঙ্গালুরু, ১২ নভেম্বর (হি.স.): বুকের ব্যথায় ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন অর্থ তছরুপ মামলায় অভিযুক্ত কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার। সোমবার রাতে বুকে ব্যথা শুরু হয় ডি কে শিবকুমারের, তড়িঘড়ি তাঁকে বেঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অর্থ তছরুপ মামলায় দিল্লি হাইকোর্টে জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর গত ২৩ অক্টোবর দিল্লির তিহার জেল থেকে মুক্তি পান ডি কে শিবকুমার। তিহার জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই, গত ১ নভেম্বর উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন শিবকুমার।
সুস্থ হওয়ার পর গত ৭ নভেম্বর মহীশূর সফরে গিয়ে বিভিন্ন মন্দির এবং মঠ দর্শন করেছিলেন শিবকুমার। পরিবার সূত্রের খবর, সোমবার রাতে বুকে ব্যথা অনুভব করেন ডি কে শিবকুমার। এরপর তাঁকে বেঙ্গালুরুর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও মধ্যাহ্ন ভোজন রাঁধুনিদের, বুধবার আলোচনাসভায় ডাক, বিভাগীয় লিখিত প্রতিশ্রুতির পর আন্দোলন স্থগিত

গুয়াহাটি, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : আলোচনার ডাক পেয়ে আপাতত আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন রাজ্যের মধ্যাহ্ন ভোজন রাঁধুনি-সহায়িকারা।
বুধবার শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য তাঁদের সঙ্গে আলোচনাসভায় বসবেন বলে বিভাগীয় অধিকর্তার লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাঁদের আন্দোলন আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সারা অসম প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক রাঁধুনি-সহায়িকা সংস্থার পদাধিকারীরা।
তবে মন্ত্রী আহূত আলোচনাসভায় তাঁদের সমস্যার সমাধান যদি না হয়ে, তা-হলে তাঁরা আগামী ১৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার জনতা ভবন-এর সামনে অনশনে বসবেন বলে হুংকার দিয়েছেন রাঁধুনি সংস্থার উপ-সভানেত্রী কুদেজা খাতুন।
প্রসঙ্গত, আজ মঙ্গলবার সকাল প্রায় আটটায় হাজার মধ্যাহ্ন ভোজন রাঁধুনি-সহায়িকা স্থানীয় জিএস রোডে বরাসার্ভিস এলাকায় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্যের বাড়ি ঘেরাও করে উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন।
মধ্যাহ্ন ভোজনের দায়িত্ব দিল্লিতে ব্ল্যাক-লিস্টেড একটি এনজিওকে দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং তাঁদের চাকরি নিয়মিত করার দাবিতে রাঁধুনি-সহায়িকারা গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে লাগাতার প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত করছেন। আজ তাঁরা কেন্দ্রীয়ভাবে আন্দোলন সাব্যস্ত করতে গিয়ে গুয়াহাটির প্রাণকেন্দ্র ব্যস্ততম গুয়াহাটি-শিলং (ডিএস) রোডে মন্ত্রী ভট্টাচার্যের আবাস প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়ে পরিবেশ উত্তাল করে তুলেন।
ফলে প্রায় দেড় ঘণ্টা ওই সড়কে বিভিন্ন যানবাহন ও পথচারীদের বিপাকে পড়তে হয়েছে। রাস্তার দু-ধারে অজস্র যানবাহন আটকে পড়ে বিড়ম্বনার মুখে পড়তে হয়ে অসংখ্যজনের।
সারা অসম প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক রাঁধুনি-সহায়িকা সংস্থার উত্তাল প্রতিবাদী কর্মসূচির মধ্যে আগামীকাল বুধবার তাঁদের সঙ্গে দাবি ও সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনায় বসার লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে বার্তা পাঠিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য।
লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়ে আপাতত তাঁদের আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলে বলে ঘোষণা করেছেন রাঁধুনি-সহায়িকা সংস্থার উপ-সভানেত্রী কুদেজা খাতুন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বুধবার বেলা ১১টায় জনতা ভবনে শিক্ষামন্ত্রী, বিভাগীয় শীর্ষ আধিকারিক এবং রাঁধুনি সংস্থার প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা হবে, জানান তিনি।

চার বছর ধরে বিকল করিমগঞ্জের কুকিতল পানীয় জল প্রকল্প, জনদুর্ভোগ চরমে

পাথারকান্দি (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : গত প্রায় চার বছর থেকে বিকল হয়ে পড়ে আছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি ইঞ্জিনিয়ারিং (পিএইচই) সাব-ডিভিশনের অধীন কুকিতল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একমাত্র পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহকারী প্রকল্প। ফলে পানীয় জল সংক্রান্ত নানা সমস্যায় পড়েছেন এলাকার প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার জনগণের পানীয় জলের চাহিদা মেটানোর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় আদিম যুগের মতো মানুষকে খাল বিল পুকুর ও জলাশয় থেকে জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। এতে বিশুদ্ধ জলের অভাবে গোটা এলাকা জলবাহিত রোগের প্রকোপ বেড়ে চলছে। বিষয়টি বার-কযেক বিভাগীয় আধিকারিক-সহ বিধায়কের নজরে আনা হয়েছে। কিন্তু রহস্যজনক কারণে সবাই নীরব।
এ ব্যাপারে কুকিতল গ্রাম পঞ্চায়েতের সভানেত্রী গাঙ্গোত্রী কুর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। পঞ্চায়েত সভানেত্রী গাঙ্গোত্রী জানান, পানীয় জল প্রকল্পটি স্থাপনের কয়েক মাস পর থেকে নানা কারণে বিকল হতে থাকে। বর্তমানে শুধুমাত্র প্রকল্পটির মূল ঘর অবশিষ্ট থাকলেও বাকি সামগ্রীগুলো উধাও হয়ে গেছে। বহু যন্ত্রপাতি চুরিও হয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় মালার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিশেষ কমিটি গঠনের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু অকেজো প্রকল্প সারাইয়ের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেননি। এতে স্বাভাবিকভাবে স্থানীয়দের মধ্যে হতাশা বেড়েই চলছে।
পঞ্চায়েত সভানেত্রীর কথায়, কমিটি গঠন করে পানীয় জল প্রকল্পটি রক্ষণাবেক্ষণ করা তো পরের কথা। প্রথমে একে জীবিত করে তুলতে হবে। এই দায়িত্ব সরকার না নিলে কখনও তাঁর গ্রাম পঞ্চায়েতে পানীয় জল প্রকল্পকে দাঁড় করানো যাবে না। এলাকার জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে ভুক্তভোগীরা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং পাথারকান্দি তথা এলাকার বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাথারকান্দি জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি ইঞ্জিনিয়ারিং সাব-ডিভিশনের অধীনে রয়েছে রাতাবাড়ি বিধানসভা নির্বাচন এলাকাও। বর্তমানে পাথারকান্দি ও রাতাবাড়ির সিংহভাগ পিএইচই প্রকল্পই বিকল হয়ে পড়ে আছে। গত কয়েকমাস আগে পাথারকান্দির ইচাবিলে একটি পিএইচই প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর ছয়ের পাতায়

নিউটাউনে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু তিন জনের, গুরুতর আহত দু''জন

কলকাতা, ১২ নভেম্বর (হি.স.): দুরন্ত গতিতে গাড়ি চালিয়ে মঙ্গলবার কাকভোরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি হোন্ডা সিটি গাড়ি। মঙ্গলবার ভোরে নিউটাউন অঞ্চল সংলগ্ন একটি হোটেলের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেট্রো রেলের স্তম্ভে ধাক্কা মারে গাড়িটি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা তিনজনের। ওই গাড়িতে থাকা আরও দু''জনকে সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, নারকেল বাগান মোড় থেকে এয়ারপোর্ট-এর দিকে যাওয়ার সময় ইকোপার্ক এর কাছে বাঁক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেট্রোর স্তম্ভে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় গাড়িটি। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পাঁচ জনকে উদ্ধার করে বিধান নগর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁদের মধ্যে তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি দু'জনকে বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজনের বাড়ি সল্টলেকে। বাকিদের বাড়ি মানিকতলায়।
পুলিশ জানিয়েছে, এঁদের মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছিলেন মোহিত জৈন, পাশে বসে ছিলেন সর্বজিত সিং। পিছনে ছিলেন নীতিশ ঝাওয়ার, কৌশল ঝাওয়ার, ময়ঙ্ক ঝাওয়ার। আহত দু''জন মোহিত জৈন, সর্বজিত সিং হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। আপাতত নিউটউন থানা তদন্ত করছে ঘটনাটির। এদিন ফরেনসিক পরীক্ষাও হয়েছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটির। কী কারণে দুর্ঘটনা হল অর্থাৎ যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাতে গিয়েই বিপত্তি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। চালক মদ্যপ ছিল কিনা তাও দেখা হচ্ছে।

সিরিয়ায় তিনটি গাড়ি বোমা বিস্ফেরাণে নিহত সাত

দামাস্কাস, ১২ নভেম্বর (হি. স.) : সিরিয়ার উত্তর-পূর্ব শহর কামিশলিতে একের পর এক গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে সাতজন নিহত ও ৭০ জন আহত হয়েছেন। সোমবার এই বিস্ফোরণের জন্য এখনও কোনও সংস্থা দায় স্বীকার করেনি। ইসলামিক স্টেট এই হামলার দায় স্বীকার করেছে।
বিস্ফোরণগুলি একটি বাণিজ্যিক জেলা এবং হোটেলের কাছে ঘটেছিল। এর আগে একজন আর্মেনিয়ান ক্যাথলিক ধর্মযাজক এবং তার পিতার উপর আক্রমণ করা হয়েছিল। দুজনই অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হয়েছিল। বিস্ফোরণের ফলে গাড়িগুলিতে আগুন লেগে ধোঁয়া উঠতে থাকে। এ হামলায় একসাথে উদ্ধার কাজ চালায় উদ্ধারকর্মী ও দমকল বাহিনীর কর্মীরা
প্রসঙ্গত, কামিশলি সিরিয়ার উত্তর-পূর্বে আধা-স্বায়ত্তশাসিত কুর্দি অঞ্চলে অবস্থিত। গত মাসে মার্কিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণার পর থেকেই এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদের ঘটনা বেড়েছে।

অরবিন্দ সাওয়ান্তের ইস্তফা গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি, অতিরিক্ত দায়িত্বে প্রকাশ জাভড়েকর

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি.স.): শিবসেনা সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প এবং স্বউদ্যোগ মন্ত্রী অরবিন্দ সাওয়ান্তের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দঊ মঙ্গলবার অরবিন্দ সাওয়ান্তের ইস্তফাপত্র রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করার পরই, কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প এবং স্বউদ্যোগ মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরকেঊ নরেন্দ্র মোদী সরকারের মন্ত্রিসভায় অরবিন্দ সাওয়ান্তই ছিলেন একমাত্র শিবসেনার সদস্য।
সরকারি বিবৃতি মারফত জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ মতো, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে অরবিন্দ গণপত সাওয়ান্তের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতিঊ একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প এবং স্বউদ্যোগ মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরকেঊ প্রসঙ্গত, নরেন্দ্র মোদী মন্ত্রিসভায় তথ্য ও সম্প্রচার এবং পরিবেশ মন্ত্রকের মন্ত্রী হলেন প্রকাশ জাভড়েকরঊ এবার কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প এবং স্বউদ্যোগ মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্বভার দেওয়া হল প্রকাশ জাভড়েকরকে।

ফের সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর, কাশ্মীরের গান্ডেরবালে এনকাউন্টারে খতম একজন সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ১২ নভেম্বর (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি-নিকেশ অভিযানে আবারও সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। এবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদী। নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। গান্ডেরবাল জেলার গুন্দ এলাকার ঘটনা।
জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যায় গান্ডেরবাল জেলার গুন্দ এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। জঙ্গি গতিবিধির খবর পেয়ে মঙ্গলবার ভোরে অভিযানে নামে সুরক্ষা বাহিনী। তল্লাশির সময়ে জওয়ানদের লক্ষ করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। ফলে লড়াই শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদী। নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।
প্রসঙ্গত, এর আগে গত রবিবার এবং সোমবার, পরপর দু''দিন কাশ্মীরের বান্দিপোরায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে দু''জন সন্ত্রাসবাদী। এবার গান্ডেরবাল জেলায় এনকাউন্টারে খতম হল একজন সন্ত্রাসবাদী।

রাজস্থানের বিকানের-এ গাড়ি-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত্যু ৭ জনের

বিকানের, ১২ নভেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের বিকানের জেলায় যাত্রীবোঝাই গাড়ি এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মর্মান্তিক মৃত্যু হল ৭ জনেরঊ ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৫ জনঊ মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বিকানের জেলার দেশনোক থানা এলাকায়ঊ এএসপি (গ্রামীণ) সুনীল কুমার জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে দেশনোক এবং পলানার মাঝে একটি গাড়ি এবং ট্রাকের সংঘর্ষ হয়ঊ সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল গাড়িটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়ঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৩ জন মহিলা এবং ৩ জন পুরুষেরঊ পরে হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় আরও একজন মহিলার মৃত্যু হয়ঊ পাশাপাশি গুরুতর আহত অবস্থায় ৫ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এএসপি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে রামদেবরা থেকে দেশনোক ফিরছিলেন গাড়ির যাত্রীরাঊ সকাল পাঁচটা নাগাদ দেশনোকের কাছে গাড়ি এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ঊ দুর্ঘটনার পরই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে হাত লাগান, পরে দুর্ঘটনাস্থলে আসে পুলিশঊ পুলিশ সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৬ জনের, পরে হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়ঊ মৃতদের নাম হল-গাড়ির চালক কিশন সিং, বাবলু কানওয়ার, বিন্দু কানওয়ার, করণ সিং, শবণ শর্মা, বাকি দু'জনের নাম জানা যায়নিঊ আহত ৫ জনের মধ্যে ৩ জনের নাম হল-সুরেশ, জগদীশ এবং বমেশ।

১৯.৫ মিনিটে ২২.৫ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম, দিল্লিতে গ্রিন করিডরে হার্ট নিয়ে হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স

নয়াদিল্লি, ১২ নভেম্বর (হি.স.): ইচ্ছে এবং উদ্যোগ থাকলে, অসম্ভব কোনও কিছুই নয়। আবারও তা প্রমাণিত হল। দিল্লির ফর্টিস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর ভীষণ দরকার ছিল তরতাজা একটা হার্ট। পাওয়াও গেল, অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায়। কিন্তু আনা হবে কী করে? অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া থেকে মঙ্গলবার ভোররাতে বিমানে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয় হার্ট। এরপর সহায় হয় দিল্লি পুলিশ।
ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে দিল্লির ওখলার ফর্টিস হাসপাতাল পর্যন্ত গ্রিন করিডর তৈরি করা হয়। হার্ট উঠল অ্যাম্বুলেন্সে, সামনে দু''টো পাইলট কার আর মোটরবাইক। ততক্ষণে ফোন চলে যায় মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক সার্জেন্টদের কাছে। তাঁরা সব সিগন্যাল সবুজ করালেন, দাঁড়িয়ে থেকে নিশ্চিত করলেন অ্যাম্বুলেন্সের অবাধ-গতি। দ্রুত বেগে ছুটে ১৯.৫ মিনিটে ২২.৫ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে গন্তব্যে পৌঁছয় অ্যাম্বুলেন্স।

ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখতে নবান্নে বৈঠক, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে বিজেপি

কলকাতা, ১২ নভেম্বর (হি.স.): ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের ক্ষয়ক্ষতির পর পরিস্থিতির সামাল দিতে মঙ্গলবার নবান্নে বসছে এ ব্যাপারে তৈরি টাস্কফোর্স-এর প্রথম বৈঠক। বুলবুল-পরবর্তী পুনর্গঠন-এর ক্ষেত্রে রাজ্যস্তরে ও জেলাস্তরে দু''টি টাস্কফোর্স গঠন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে ছুটির দিনেই মঙ্গলবার নবান্নে সেই বৈঠক হবে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বুলবুল কবলিত জেলার জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। এর আগে রবিবার বৈঠকে প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক রিপোর্ট জমা পড়েছিল নবান্নে। মঙ্গলবার ফের বৈঠক হচ্ছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। তারপর রিপোর্ট তৈরি করে পাঠানো হবে কেন্দ্রের কাছে।
হাত গুটিয়ে বসে নেই বিজেপি-ও। এদিকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে মঙ্গলবার রাজ্য বিজেপি-র দুই নেতা যাবেন কলকাতার লাগোয়া দুই জেলায়। বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত যাবেন উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটের সন্দেশখালিতে, দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) সুব্রত চট্টোপাধ্যায় যাবেন পাথর প্রতিমার ব্রজবল্লভপুরে।

অসুস্থ সঞ্জয় রাউত, শিবসেনা সাংসদকে দেখতে লীলাবতী হাসপাতালে শরদ পওয়ার ও উদ্ধব

মুম্বই, ১২ নভেম্বর (হি.স.): শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে সোমবার থেকে মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউতঊ বুকে ব্যথা অনুভব করায় লীলাবতী হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন ৫৭ বছর বয়সি সঞ্জয় রাউতঊ অসুস্থ সঞ্জয় রাউতকে দেখতে মঙ্গলবার সকালে লীলাবতী হাসপাতালে এলেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ার এবং শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরেঊ সঞ্জয় রাউতের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি পওয়ার-সঞ্জয়ের মধ্যেই মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয় বলে মনে করা হচ্ছেঊ নাতি তথা বিধায়ক রোহিত পওয়ারের সঙ্গে এদিন লীলাবতী হাসপাতালে আসেন শরদ পওয়ারঊ শরদ পওয়ার হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই লীলাবতী হাসপাতালে আসেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরেঊ
মহারাষ্ট্রে সরকার গঠন নিয়ে এখনও নাটক অব্যাহতঊ সমর্থন দিতে খুব বেশি দেরি করে ফেলছে কংগ্রেসঊ তাই ততরতা শুরু হয়েছে এনসিপি শিবিরেওঊ দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন শরদ পওয়ারঊ এদিন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ারকে কংগ্রেস ও এনসিপি-র মধ্যে বৈঠকের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে শরদ পওয়ার বলেন, 'কে বলেছে মিটিং হচ্ছেঊ আমি কিছুই জানি না

মঙ্গলবার প্রাণী আইনের উপর আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী সান্তনা চাকমা ও মুখ্যমন্ত্রীর জায়া। ছবি- নিজস্ব।

এসিএ-র সভাপতি নিযুক্ত হলেন শেন ওয়াটসন

সিডনি, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের (এসিএ) নতুন সভাপতি হলেন প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার শেন ওয়াটসন। সোমবার রাতে সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রাক্তন অজি অল-রাউন্ডারকে সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়।

নতুন দায়িত্ব পেয়ে এক ট্যুইটবার্তায় শেন ওয়াটসন জানিয়েছেন, 'এসিএ-এর সভাপতি হতে পেরে নিজেকে সম্মানিত মনে করছি। এই পদে বহু মহান ব্যক্তিত্ব কাজ করে গিয়েছেন। এই পদের মাধ্যমে ক্রিকেটের প্রতি অবদান রাখতে চাই।' যদিও ওয়াটসন সরাসরি অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের অন্দরমহলে ঢুকে পড়েননি। বরং তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নিযুক্ত হলেন। সিডনিতে এসিএ'র বার্ষিক সাধারণ সভায় সংস্থার নতুন সভাপতি নিযুক্ত হন ওয়াটসন। ১০ সদস্যের বোর্ডে ওয়াটসন ছাড়াও তিন নবনিযুক্ত ডিরেক্টর হলেন প্যাট কামিন্স, ক্রিশ্চেন বিমস ও প্রাক্তন অজি তারকা লিজা স্থালেকর। এছাড়া বোর্ডের বাকি সদস্যরা হলেন গ্রেগ ডায়ার, অ্যারন ফিঞ্চ, অ্যালিসা হিলি, মইসেস হেনরিক্স, নেইল ম্যাক্সওয়েল ও জানেত টর্নি। ক'দিন আগেই অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটার মেলানি জোনসকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাদের ডিরেক্টর নিযুক্ত করেছে। জোনস এ-বছরই অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম নাগরিক সম্মান মেডেল অফ দ্য অর্ডার অফ অস্ট্রেলিয়ায় ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে বছর ৩৮-এর শেন ওয়াটসন ব্যাগী গ্রিনের হয়ে ৫৯ টেস্ট খেলেছেন। পাশাপাশি অজি জার্সি পরে খেলেছেন ১৯০টি একদিনের ম্যাচ এবং ৫৮টি টি২০।

খড়্গপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে নির্বিঘ্নে ভোট সারতে ৯০ শতাংশ বুথেই থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী

খড়্গপুর, ১২ নভেম্বর (হি. স.) : খড়্গপুর বিধানসভা উপনির্বাচন প্রধান তিন রাজনৈতিক দলের কাছেই সম্মান রক্ষার লড়াই । প্রধান তিন দল তথা বাম-কংগ্রেস, বিজেপি ও তৃণমূল এর কাছে জেতাটাই সামনের ২০২১ এর চাবি কাঠি বলা যায় । তাই প্রচার কোনো রকমের খামতি রাখতে চাইছেন না কেউই । শপিং মলকেও প্রচারের বাইরে রাখছেন না প্রার্থীরা । বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা যেমন মাথা বদল করে পরামর্শ দিচ্ছেন তেমনি তৃণমূলের প্রার্থীর হয়ে প্রতিমহূর্তে রুট ম্যাপ করে দিচ্ছে টিম পিকে । তবে কংগ্রেসের মাস্টার মশাইয়ের লড়াইয়ে ভরোসা তাঁর পুরনো ছাত্ররা ।

রাজ্যের গত লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে 'শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষানুরাগী ঐক্য মঞ্চ'-এর পক্ষ থেকে নিরাপদ ভোট গ্রহনের দাবিতে খড়্গপুর মহকুমা শাসকের কাছে দরবার করে প্রতিনিধিরা । কারন ভোটকর্মীরা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা অনেক বেশি পশ্চিম মেদিনীপুরেও । খড়্গপুরের মহকুমা শাসক তথা নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি বৈভব চৌধুরী কে লিখিত ভাবে প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার দাবি করেন মঞ্চের প্রতিনিধিরা । তাদের আস্বস্ত করে মহকুমা শাসক জানিয়েছেন- ৯০ শতাংশ বুথেই থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী । এসডিও বলেন, আমরা পাঁচ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাচ্ছি। এক কোম্পানি বাহিনী এসে গিয়েছে। ৯০ শতাংশ বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া যাবে। যে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দেওয়া যাবে না, সেখানে সিসি টিভি ক্যামেরা ও মাইক্রো অবজার্ভার দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে খড়্গাপুরের প্রতি প্রান্তেই ঘুরে ভোটারদের কাছে নিজেদের আবেদন রাখছেন প্রার্থীরা । খড়্গাপুর শহরের শেষ প্রান্তে থেকে শপিং মলেও ঢুকে মল-এ আসা লোকজনের কাছে ভোটের আবেদন করছেন তৃণমূলের প্রার্থী প্রদীপ সরকার । দিনরাত খেটে খড়্গাপুর বিধানসভার প্রতিটি প্রান্তের ছক কষে পরদিন প্রার্থীকে নিয়ে মাঠে নামছেন টিম পিকে । প্রার্থীকে দিয়ে প্রচার করিয়ে তার ছবিও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম সহ সমস্ত স্থানে ছড়াচ্ছেন তাঁরা ।এরপরও শুভেন্দু অধিকারীর মতো নেতারা দুদিন ছাড়া এসে কর্মী বৈঠক করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন । ১৫ নভেম্বর শুভেন্দুবাবু আবার খড়্গাপুরে পদযাত্রা করবেন। এরপর ১৭ নভেম্বর তিনি আবার খড়্গাপুরে প্রচারে আসবেন।

অন্যদিকে সোমবার সকাল থেকে শহরের রামমন্দিরে দলের বাছাই করা নেতা ও কর্মীদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা শিব প্রকাশ।

জরুরী পরিষেবা

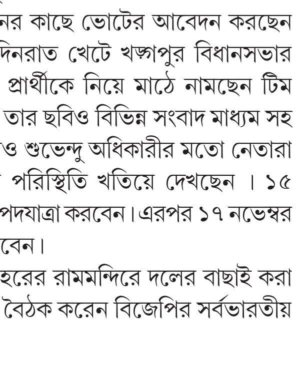

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শীতের মুখে বাজারদর চড়া আমজনতার নাভিশ্বাস

কলকাতা, ১২ নভেম্বর (হি স)। শীতের মুখে বাজারে গেলেই মালুম হচ্ছে, প্রায় সব সবজির দামই কিলো প্রতি পঞ্চাশ টাকা বা তার বেশি। সবজির দাম যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে হেঁশেল টানতে নাজেহাল মধ্যবিত্ত। গৃহস্থের বাজার-বাজেট বেড়ে চলেছে ক্রমেই। তারপরেও সংসার চালাতে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা।

কিছু বাজারে দরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে গাজর ৫০, বিনস ১০০, টমেটো ৬০, ফুলকপি প্রতি পিস ৪০, বাধাকপি ৪০ টাকা কেজি, বেগুন ৬০, ক্যাপসিকাম ৯০, পেঁয়াজ ৮০, সিম ৫০, রসুন ২৫০, লঙ্কা ১০০, টমেটো ৬০, জ্যোতি আলু ২০, চন্দ্রমুখী ২৫, আদা ৩০০ টাকা প্রতি কেজি। বিক্রেতাদের একাংশের যুক্তি এই দাম বৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে 'বুলবুল'ও বাজারে গিয়ে একথাই শোনা গেলেও তা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। কারণ এই দাম বাড়া শুরু হয়েছে পুজোর আগে থেকেই। দুর্গাপুজো, কালীপুজো থেকে ভাইফোঁটায় বাজারে গিয়ে হাত পুড়েছে গৃহস্থের। তাহলে দামবৃদ্ধির আসল কারণ কী?

রাজ্য সরকারের টাস্কফোর্সের সদস্য কমল দে বলেন, "বুলবুলকে সামনে রেখে দাম বাড়াচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু আদৌ বুলবুলের প্রভাবে এই দাম বৃদ্ধি নয়। পুজোর আগে থেকেই সব কিছুর দাম বেড়েছে। ভেবেছিলাম এবার কমবে, কিন্তু সেভাবে দাম কমেনি।" তাঁর দাবি, এই মুহূর্তে বুলবুলের প্রভাব বলে ব্যবসায়ীরা দাম চড়াচ্ছেন।টাস্কফোর্সের মিটিং স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঠিক করে থাকেন। প্রায় ছয় মাস কেটে গিয়েছে, কিন্তু এখনও বাজার-দর নিয়ে কোনও মিটিং হয়নি। বাজার দর খুব বেড়ে গেলে মূলত রাজ্যের তরফেই জনস্বার্থে পদক্ষেপ করা হয়। কিন্তু এতটা দাম বাড়ার পরেও এখনও কোনও মিটিং হয়নি।টাস্কফর্সের আর এক সদস্য তথা 'ফোরাম ফর ট্রেডার্স অর্গানাইজেশন'-এর সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ কোলে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "এবারে বর্ষায় বৃষ্টি সেভাবে হয়নি। আর যখন বৃষ্টি হয়েছে, তখন একেবারে অনেকটা বৃষ্টি হয়েছে। তার জেরে ফসল চাষ মার খেয়েছে। ফলে বাজারে সবজির দাম বেশীই ছিল। আমরা আশা করেছিলাম শীতের সবজি ওঠায় চলতি সপ্তাহের সবজির দাম কমে যাবে। কিন্তু বুলবুলের হানায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার সবজি চাষে বেশ কিছু ক্ষতি হয়েছে। ফলে এখনই দাম কমছে না। যদিও বুলবুলের প্রভাবে কত পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা নির্ধারণ করতে আরও দু-একদিন লাগবে।"তাঁর দাবি, দাম কমতে আরও দিন পনের সময় লেগে যাবে। তবে পেঁয়াজের দামের ক্ষেত্রে এগুলির কোনও ভূমিকা নেই। বাইরে থেকে পেঁয়াজের আমদানিতে ঘাটতি থাকাতেই দাম বেড়েছে পেঁয়াজের, এমনই মত টাস্কফোর্সের দুই সদস্যের। সেইসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, যদি ধরেই নেওয়া যায় যে বুলবুলের জন্য দাম বেড়েছে, তাহলে ভাইফোঁটার পর কমে গিয়েও আবার তার দিনকয়েক বাদেই ফুলকপির দাম বাড়ল কেমন করে?বাজারদর বৃদ্ধির নেপথ্যের কারণ যাই হোক, আমজনতার যে নাভিশ্বাস উঠছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

গাছ কাটার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

রামপুরহাট, ১২ নভেম্বর (হি. স.) : উন্নয়নের নামে রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের দুনিগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রাচীন একটি শিশু গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা মফিজউদ্দিন আহমেদ। তাদের দাবি গাছের কিছু ডাল কাটা হয়েছে। তবে গাছ কাটার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক।রামপুরহাট ২ নম্বর ব্লকের দুনিগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একটি শিশু গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে অঞ্চল সভাপতির মফিজ উদ্দিন আহমেদ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী মৌলা বক্সের বিরুদ্ধে। অভিযোগ তাদের মদতে একটি শিশু গাছ কাটা হয়েছে। একটি জাম গাছও কাটতে শুরু করেছিল। কিন্তু এলাকার মানুষের বাধায় শেষ পর্যন্ত জাম গাছটি রক্ষা পায়। প্রকাশ্যে দিবালোকে গাছ কাটা হলেও চিকিৎসক কেন পুলিশ ডাকলেন না। প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকালে চিকিৎসককে ঘিরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন গ্রামবাসীদের একাংশ। গ্রামের বাসিন্দা নিজামউদ্দিন শেখ, হুমায়ুন চৌধুরী বলেন, "কয়েক দিন থেকে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এলাকা পরিস্কারের কাজ চলছে। ভাঙা ঘরে রঙের প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে। এরই ফাঁকে সোমবার সকাল থেকে একটি শিশু গাছ কেটে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে সময় গ্রামের মানুষ ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। আমরাও তৃণমূল করি। কিন্তু অভিযুক্ত তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি হওয়ায় ভয়ে কেউ বাধা দিতে সাহস পায়নি"। যদিও গাছ কাটার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অঞ্চল সভাপতি মফিজ উদ্দিন আহমেদ এবং মৌলা বক্স। মফিজ উদ্দিন বলেন, "স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এলাকা পরিষ্কার রাখতে কিছু গাছের ডাল কাটা হয়েছে। কিন্তু তার জন্য বনদফতরের অনুমোদন লাগে জানা ছিল না"। চিকিৎসক সুদীপ্ত সিনহা বলেন, "সোমবার খবর পেয়ে আমি এলাকার ছবি তুলে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। গাছ কাটার কথাও জানিয়েছি। তবে যেহেতু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে সবসময় জেসিবি, ট্রাক্টর ঢুকছে ফলে কারা গাছ কেটে নিয়ে গেল বুঝতে পারিনি। তাছাড়া আমি রোগী দেখতে ব্যস্ত ছিলাম"। পঞ্চায়েত প্রধান সরমা লেট বলেন, "আমি কিছু জানি না। সব অঞ্চল সভাপতি জানে"। বনদফতরের তুম্বুনি রেঞ্জের আধিকারিক শুষেন কর্মকার বলেন, "গাছ কাটার বিষয়টি আমাদের জানা নেই। পঞ্চায়েত কিংবা স্বাস্থ্য দফতর কোন পক্ষ থেকেই জানানো হয়নি। তবে যখন জানতে পাড়লাম তখন তদন্ত করে দেখা হবে"।

কমিটি গঠিত

তিনের পাতার পর

পাশাপাশি আহতের চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এর আগে ভোররাত পৌনে ৩টার দিকে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা আন্তনগর ঢাকাগামী তূর্ণা নিশীথা ও সিলেট থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী আন্তনগর উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ৯ জন মারা যান। পরে মারা যান আরও ৭ জন। নিহতদের মরদেহ শনাক্তের কাজ চলছে।

মাহমুদুর রহমান মান্না

তিনের পাতার পর

কারণ মানুষ জানে উনি যে মতায় আছেন জোর করে আছেন, মিথ্যা কথা বলে আছেন, ষড়যন্ত্র করে আছেন, ভয় দেখিয়ে আছেন। একবার ভয় যখন কেটে যাবে, বাঁধ যখন ভেঙে যাবে তখন বানের পানির মতো ভেতরে ঢুকবে সব কিছু সয়লাব করে দেবে। কেউ রুখতে পারবে না। আয়োজক সংগঠনের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাতের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে বিএনপির শওকত মাহমুদ, ফজলুর রহমান, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, শিরিন সলুতানা, শামীমুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা দলের সাধারণ সম্পাদক সাদেক আহমেদ খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

জনদুর্ভোগ চরমে

পাচের পাতার পর

স্থাপন করতে রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী রিহন দৈমারি এসেছিলেন। তখন তাঁকে এ-সব অভিযোগ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়েছিল। তিনি শীঘ্র সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সব সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি, আর মানুষ নদী, নালা, জলাশয় ইত্যাদির নোংরা ও অপরিস্রুত জল খাচ্ছেন। ফলে বিষয়কে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ পুঞ্জিভুত হচ্ছে। অনতিবিলম্বে সমস্যাগুলোর সমাধান না হলে সমাগত নির্বাচনে শাসকদলকে এ-সবের কুফল ভোগ করতে হবে বলে সচেতন মহল থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে পাথারকান্দি পিএইচই সাব-ডিভিশনে কোনও স্থায়ী ইঞ্জিনিয়ার নেই। তাই বিষয়টি নিয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া জানতে গিয়ে ইনচার্জ এসডিই স্বপনকুমার রায়কে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, সরকারি সাহায্য ছাড়া মৃত কুকিতল পিএইচই প্ল্যান্টকে ফের স্বাভাবিক করে তোলা অসম্ভব। বিষয়টি বিভাগীয় কর্তপক্ষকে জানানো হয়েছে, জানান স্বপন রায়।

মিথ্যেবাদী সরকার' স্লোগান তুললেন বিক্ষোভরত পার্শশিক্ষকরা

কলকাতা,১২ নভেম্বর (হি.স): একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে ফের ধরনায় সামিল হয়েছেন রাজ্যে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক পার্শশিক্ষকরা উ মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনে পড়ল পার্শশিক্ষকদের বিক্ষোভ উ বিকাশ ভবন থেকে ১০০ মিটার দূরে ধরনা ও অবস্থানে বসেছেন ৩০০ জন পার্শ শিক্ষক-শিক্ষিকা।ধরনা মঞ্চ থেকে 'ধোঁকাবাজ ধোঁকাবাজ, মিথ্যেবাদী সরকার' বলে স্লোগান তুললেন পার্শশিক্ষকরা উ

লিভা মন্ডল নামে পার্শশিক্ষক বলেন, , 'মুখ্যমন্ত্রীর মাসিক বেতন ২০১১ সালে ৮০ হাজার টাকা ছিল উ এখন তা বেড়ে ১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা হয়েছে উ বেড়েছে বিধায়ক, মন্ত্রীদের বেতনও । তখন রাজ্যর কোষাগারে টান পড়েনি? তাহলে পার্শশিক্ষকদের ক্ষেত্রে কেন এই বঞ্চনা? 'ধোঁকাবাজ ধোঁকাবাজ, মিথ্যেবাদী সরকার।

কৃষ্ণপ্রেমে গদগদ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন উদ্বোধন করলেন নলবাড়ি হরিমন্দিরের রাস মহোৎসব

নলবাড়ি (অসম), ১২ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের পরিবহণ, শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারির হাত দিয়ে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে নসবাড়ির ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রী হরিমন্দিরের ৮৬-তম রাস মহোৎসব। গতকারের মত এবারও বর্ণাঢ্য কার্যসূচির মাধ্যমে হরিমন্দিরের রাস মহোৎসব চলবে ১৩ দিন।

২৪ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় রাস মহোৎসবের জন্য মহাকাব্যের নানা কাহিনী অবলম্বনে ৮০টি মণ্ডপ সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এই সব মণ্ডপে স্থাপন করা হয়েছে নানা দেবদেবীর মৃণ্ময় মূর্তি।

প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকা বাজেটের রাস মহোৎসবের মূল প্রবেশদ্বারের দু পাশে ২০ ফুট দৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎচালিত দুটি বৃহতাকারের ডাইনোসর স্থাপন করা হয়েছে। দর্শনার্থী আকর্ষিত করতে এই দৃশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে বলে হরিমন্দির পরিচালন সমিতির সম্পাদক নগেন ডেকা জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, অসম পর্যটন নিগমের সহযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে এবারের রাস মহোৎসব। ইতিমধ্যে দেশ ও বিদেশের বহু পর্যটক এসেছেন নলবাড়ির শ্রীশ্রী হরিমন্দিরের ৮৬-তম রাস মহোৎসবে। দূর-দূরান্তের দর্শনার্থীদের জন্য রাস মহোৎসবের কয়দিন অসম রাজ্য পরিবহণ নিগম (এএসটিসি) বিশেষ বাস পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে। হরিমন্দির পরিচালন সমিতির সম্পাদক নগেন ডেকা আরও জানান, এই কয়দিন নলবাড়ি রাস মহোৎসবস্থল থেকে গুয়াহাটি এবং বঙাইগাঁও পর্যন্ত প্রতি আধা ঘণ্টার ব্যবধানে এএসটিসি বাস চলাচল করবে।

বিজেপির তরফ থেকে ত্রাণ বিলি গোসাবায়

গোসাবা, ১২ নভেম্বর (হি. স.) : বিজেপির তরফ থেকে এবার বুলবুলে দুর্গতদের পাশে দাঁড়ানো হল। মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা পূর্ব জেলা বিজেপির তরফ থেকে গোসাবা ব্লকে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রিপল বিলি করা হয়। জেলা সভাপতি সুনিপ দাস সহ গোপাল দেবনাথ, দিলিপ ভৌমিক সহ জেলা ও স্থানীয় মণ্ডল নেতৃত্বরা উপস্থিত থেকে এই ত্রাণ বিলি করেন। বুলবুল ঝড়ের পর সঠিক ভাবে গোসাবা ব্লকে ত্রাণ বিলি হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগ উঠেছে বেছে বেছে তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকদেরকেই ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় তৃণমূল নেতারা এই নোংরা খেলা খেলছেন বলেই অভিযোগ উঠেছে। আর সেই কারনেই এলাকায় দলীয় কর্মী সহ আশপাশের ক্ষতিগ্রস্থদের কাছে ত্রান সামগ্রী পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা(পূর্ব) বিজেপি নেতৃত্ব। মঙ্গলবার জেলা সভাপতি সুনিপ দাস নিজেই এই ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে হাজির হয়ে যায় গোসাবা দ্বীপে। তারপর দলীয় কর্মী ও মণ্ডল সভাপতিদেরকে সাথে নিয়ে দুর্গতদের বাড়ি গিয়ে গিয়ে এই ত্রান সামগ্রী তুলে দেন তাদের হাতে। ত্রাণ পেয়ে খুশি দুর্গত মানুষজনরা।

এলাকার বাসিন্দা অনুপম বারিক বলেন, " আমরা বিজেপি করি বলে কোন সরকারি সাহায্য পাচ্ছি না। ঝড়ে আমাদের ঘর সম্পূর্ণ ভেঙে গেলেও একটা ত্রিপল ও দেওয়া হয় নি"। সুনিপ দাস বলেন, " তৃণমূল ত্রান নিয়ে নোংরা রাজনীতি করছে। এই সময় উচিৎ রাজনীতি ছেরে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। ত্রান নিয়ে কোন সমস্যা থাকলে আমাদেরকে বললে আমরা সাহায্য করবো"। যদিও বিজেপির তোলা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর। তিনি বলেন, " বিজেপি রাজনীতি করছে ত্রাণ নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা সকল দুর্গতদের হাতেই সরকারি ভাবে ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছি। বিজেপির এটাই ধর্ম, সবকিছু নিয়ে রাজনীতি করার। ওরা তাই করছে"।

এই সংসদেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আসবে : দিলীপ ঘোষ

বসিরহাট, ১২ নভেম্বর(হি,স) :' আমি চ্যালেঞ্জ করছি এই সংসদেই পার্লামেন্টে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আসবে। বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য কার কত বুকে ব্যাথা আছে, তিন পার্টিকেই বলছি কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম তারা এই বিলকে সমর্থন করে দেখান'। এনআরসি বিল নিয়ে মঙ্গলবার কংগ্রেস সিপিএম তৃণমূলকে এই ভাবেই বসিরহাট থেকে একযোগে আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

মঙ্গলবার একটি সংগঠনের উদ্যোগে বসিরহাটে এনআরসি নিয়ে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বসিরহাট পৌরসভা পরিচালিত দিশারি বিয়ে বাড়িতে এই বিতর্ক সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, ইউনাইটেড সোসালিস্ট পার্টির নেতা মিজানুর রহমান, কংগ্রেস নেতা সরদার আমজাদ আলী, টিএমসি নেতা রাহুল চক্রবর্তী ও সিপিএম নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

এনআরসি নিয়ে বিতর্ক সভায় বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে এনআরসি বিল এই সংসদেই আনা হবে বলে উল্লেখ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, ' অসমে যাদের নাম এনআরসি থেকে বাদ গিয়েছে তারা পার্টির ভুলে বাদ পড়েননি। প্রশাসনের ভুলে তাদের নাম বাদ পড়েছে। এতদিন হিন্দু উদ্বাস্তুদের নিয়ে কোনও দলই মুখ খোলেননি'। সুপ্রিম কোর্ট যদি নির্দেশ দেন এনআরসির জন্য তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর আটকানোর ক্ষমতা নেই বলে এদিনের বিতর্ক সভা থেকে মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। এদিনের বিতর্ক সভা থেকে প্রশ্ন-উত্তরের পর্বে রাম মন্দিরের বিষয়টি ভোটের বাক্সে প্রভাব পড়বে কিনা এই বিষয়ে উত্তর দিতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ' যারা কথা দিয়ে কথা রাখে মানুষ তাদের কথাই ভাবে। আর যারা রাজনীতি করতে কথা দিতেই ভুলে যান মানুষ তাদের কথা ভাববে কেন?' এমনই প্রশ্ন তুলে রাম মন্দির নিয়ে তৃণমূলের নিরবতার বিষয়কে কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ।

পড়ছে

● **প্রথম পাতার পর**

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তবে ৩৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি এবং ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সিদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এর প্রবণতা কম।

উদ্ধার

● **প্রথম পাতার পর**

করার পরও দরজা না খুললে জানালা দিয়ে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় নেপালবাবুর ছেলে সহ অন্যান্যরা। খবর যায় পুলিশে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।

শাসন

● **প্রথম পাতার পর**

তিনি রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করেন। যা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।' ১৯৯৪ সালের এসআর বোমমাই মামলার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বর্ষীয়ান এই বামপন্থী জানিয়েছেন, সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রমাণের একমাত্র স্থান হচ্ছে সংসদ বা বিধানসভার আস্থাভোট। কিন্তু সেই পদ্ধতির ধারে কাছে না গিয়ে কি করে রাজ্যপাল শাসনের সুপারিশ করলেন রাজ্যপাল। তিনি আরও জানিয়েছেন, 'বিজেপি-কে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংবিধানকে লঙ্ঘন করে এমন সিদ্ধান্ত নেঅয়া হয়েছে। বলা ভাল সংবিধানকে হত্যা করা হয়েছে।'

মহারাষ্ট্রে রাজ্যপালের রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশের বিরুদ্ধে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল শিবসেনা। মঙ্গলবার ছুটি থাকায় এনিয়ে কোনও শুনানি দেশের শীর্ষ আদালতে হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

বুধবার শিবসেনার দায়ের করা পিটিশন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের পেশ হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। নিজের দায়ের করা পিটিশনে শিবসেনা দাবি করেছে সরকার গড়ার কোনও রকমের সময় না দিয়েই রাষ্ট্রপতি শাসনে সুপারিশ করেছেন রাজ্যপাল। এমনকি শিবসেনা তিনদিনের সময় চেয়েছিল তাও দেয়নি রাজ্যপাল। সোমবার রাজভবন থেকে বেরিয়েও উদ্ধব-পুত্র আদিত্য ঠাকরের মুখেও সেই কথাই শোনা যায়।

তিনি বলেন, "রাজ্যপালের কাছে সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু তিনি তা মঞ্জুর করেননি। তবে মহারাষ্ট্রে স্থায়ী সরকার গঠনের প্রক্রিয়া থেকে আমরা সরছি না।" এনসিপি-কে দেওয়া সময়সীমা শেষ হচ্ছে আজ রাত সাড়ে ৮টায়। তার মধ্যে এনসিপি প্রয়োজনীয় সংখ্যা জোগাড় করতে না পারলে মহারাষ্ট্রে কেন্দ্রকে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সুপারিশই করবেন রাজ্যপাল। এর আগে এদিন ট্যুইটবার্তায় রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যপালের দফতরের তরফ থেকে এক ট্যুইটবার্তায় জানানো হয়েছে যে সাংবিধানিক বিধি মেনে মহারাষ্ট্রে সরকার গড়া সম্ভব নয়। বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরই রাজ্যে ৩৫৬ ধারা কার্যকর করার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি।

রাজভবন সূত্রে খবর, সেই প্রস্তুতি নেওয়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন রাজ্যপাল। শিবসেনার বিধায়ক সংখ্যা ৫৬, এনসিপির ৫৪। এই পরিস্থিতিতে শিবসেনা ও কংগ্রেসের সমর্থন না পেলে শরদ পাওয়ারের দলও সরকার গঠন করতে পারবে না। যেমন পারেনি শিবসেনা। সোমবার সারাদিন চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টে শিবসেনার হয়ে সওয়াল করতে পারেন কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বাল।

আদালতের

● **প্রথম পাতার পর**

ও জেল হাজতে থাকাকালীন বাদল চৌধুরীকে প্রতিদিন চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হবে। এছাড়া তাঁকে সুস্থ রাখার সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও আদালত পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিল।

ওইদিন তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে এই সমস্ত আয়োজন করে আদালতকে জানাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন দায়রা আদালতের বিচারক। এই আয়োজন না হওয়া পর্যন্ত বাদল চৌধুরী জেল হেফাজতে থাকবেন বলে নির্দেশিকায় বলেছিল আদালত। অবশ্য যদি পুলিশ রিমান্ডে ওই সমস্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তা-হলে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে আলাদা ঘরে বাদল চৌধুরীকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে বলে আদালত মঞ্জুর করেছিল। তবে, আগামী ২২ নভেম্বর পুনরায় বাদল চৌধুরীকে আদালতে হাজিরার প্রয়োজন নেই বলে দায়রা আদালতের বিচারক নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ, ওই দিন বাদল চৌধুরীকে সংশোধনাগারেই ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে হাজির করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সেই মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দায়রা আদালত কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সংশোধানাগারের সুপারিনটেনডেন্টকে নির্দেশ দিয়েছিল।

আজ বাদল চৌধুরীকে চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁর রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছিল এবং শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছিল। তাই তাঁকে জিবি হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতালে তাঁকে অক্সিজেন দিতে হয়েছে। এখন তিনি সুস্থ আছেন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। বাদল চৌধুরীর আইনজীবী পুরুষোত্তম রায়বর্মণ জানিয়েছেন, তাঁর মক্কেল আজ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে জিবি হাসপাতালে আনা হয়েছে।

এদিকে আদালত পুলিশের আবেদনে বাদল চৌধুরীর পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। কারণ, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স থানায় দ্বিতলে সমস্ত সুবিধা রয়েছে। তিনি জানান, পুলিশ রিমান্ডে থাকাকালীন বাদলবাবুর সাথে সবসময় একজন চিকিৎসক থাকবেন।

খুনের

● **প্রথম পাতার পর**

দুয়েক আগে সে সৌদি আরব থেকে বাড়িতে এসে আর যায়নি। প্রাণকান্ত অসুস্থ বাবা ও বজেন্দ্রনগরের বাড়ি দেখাশোনা করত। মাঝেমধ্যে কাঠমিস্ত্রির কাজ করে নিজের পরিবার প্রতিপালন করত সে।

গত ৮ নভেম্বর শুক্রবার প্রাণকান্ত পশ্চিম পানিসাগরের বোনের বাড়ি থেকে বজেন্দ্রনগরে নিজেদের বাড়িতে আসার জন্য রওয়ানা হলেও আর ফিরে যায়নি। বোন ও আত্মীয় পরিজনদের ধারণা ছিল, হয়ত-বা সে বজেন্দ্রনগরের বাড়িতে রয়ে গিয়েছে। বজেন্দ্রনগর এলাকাটি ভারত-বাংলা সীমান্তে হওয়ায় মোবাইল নেটওয়ার্ক সমস্যা থাকায় ফোনেও যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছিল না।

অর্চনা বলেন, গতকাল অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে তারা প্রাণকান্তের সাথে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু নেটওয়ার্কের গোলযোগে যা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। প্রাণকান্তের বোন কাঁদতে কাঁদতে আরও জানান, তাদের বজেন্দ্রনগরের বাড়ির পাশে জনৈক শচীন্দ্র তাঁতির ছেলে নিবোধ তাঁতির জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল বহুদিন ধরে। তাই তিনি ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য পাশের বাড়ির নিবোধ তাঁতিদের প্রতি সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন। এই সন্দেহের বশে প্রাণকান্তের বোন অর্চনা দাস কদমতলা থানায় নিবোধ তাঁতির বিরুদ্ধে এক এজাহারও দায়ের করেছেন।

অন্যদিকে, ধর্মনগরের এসডিপিও রাজীব সূত্রধর জানান, অর্চনা দাসের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁরা ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ৬১/১৯ নম্বরে মামলা রুজু করা হয়েছে। তাছাড়া ময়না তদন্তের পর আজ অর্চনাদেবীদের হাতে প্রাণকান্তের মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানান এসডিপিও।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

সীমান্তহাট করার উদ্যোগও থাকবে বলে উল্লেখ করেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্থানীয় লক্ষ্মীলুঙ্গা, লেম্বুছড়া ও গান্ধীগ্রামের সমন্বয়স্থল রাজারবাঁধ এলাকাকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উন্নীত করার জন্য রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের মাধ্যমে এই উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। এদিন চা বাগানকে কেন্দ্র করে ইকো ট্যুরিজম গড়ে তোলার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি স্থানীয় চা উৎপাদকদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, করপোরেশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের কাছ থেকে চা পাতা ক্রয় করার জন্য। তা ওই এলাকার অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব রাখবে।

প্রশিক্ষণ শিবির শুরু

আটের পাতার পর

২৮টি দপ্তরের কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে কাজ করতে সমস্যায় পড়বেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। প্রকল্পগুলি সম্পর্কে ও সম্যক ধারনা দেওয়া হচ্ছে। এইসব প্রকল্প কিভাবে বাস্তবায়িতকরতে হবে মে সম্পর্কেও জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাশাপাশি পরবর্তী বছরের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়েও তাদেরকে অবগত করা ৫দিন বাপী প্রশিক্ষনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের সদস্যরা অংশ গ্রহণ করেন।

ইডেনে দিন-রাতের টেস্ট, কী কী সমস্যায় পড়তে পারেন বিরাটরা

ইডেনে প্রথম দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ খেলতে চলেছেন বিরাট কোহলিরা। এর আগে একাধিকবার গোলাপি বলের টেস্ট খেলার কথা উঠলেও তাতে সম্মতি দেখায়নি ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেই বিরাটের সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু ইডেনে নামার আগে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে ভারতীয় দলের সামনে। ইডেনে কী কী সমস্যার সামনে পড়তে পারেন বিরাটরা? গোলাপি বলে খেলার অনভিজ্ঞতা টেস্ট ক্রিকেট তো বটেই এর আগে ঘরোয়া খেলাতেও কখনও গোলাপি বলে খেলেননি দলের বেশিরভাগ ক্রিকেটার। দলীপ ট্রফির খেলাতে ও সিএবি সুপার লিগের ফাইনালে গোলাপি বলে খেলা হয়েছিল। বর্তমান টেস্ট দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে মহম্মদ শামি, ঋদ্ধিমান সাহাদের মতো কিছু ক্রিকেটার ছাড়া বাকিদের সেই অভিজ্ঞতা হয়নি। তবে সেই ম্যাচগুলোও হয়েছিল কোকাবুরা বলে। অর্থাত গোলাপি এসজি বলে খেলার অভিজ্ঞতা নেই কোনও ক্রিকেটারেরই। কী রকম খেলবে গোলাপি এসজি বল এমনিতেই উপমহাদেশ ছাড়া বিশ্বের কোথাও এই এসজি বলে খেলা হয় না। কারণ এই বলে কোকাবুরা বা ডিউকের তুলনায় সুইং অনেকটাই কম। তা ছাড়া খুব তাড়াতাড়ি বল নরম হয়ে যায়। ফলে স্পিনারদের সুবিধে হলেও পেস বোলারদের অসুবিধা হয়। এর আগের দিন-রাতের টেস্টের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে গোলাপি বল লাল বলের থেকেও বেশি সুইং করে। কিন্তু ইডেনে সেই ছবি দেখা যাবে কিনা তা কেউ জানেন না। সেইসঙ্গে এই গোলাপি এসজি বল কী রকম খেলে তারও পরীক্ষা হতে চলেছে। শিশিরের কারণে স্পিনারদের সমস্যা বছরের এই সময়টা রাত বাড়লেই শিশিরের পরিমাণ বাড়ে। শিশির বাড়লে মাঠ ভিজে যায়। ফলে বোলারদের বল গ্রিপ করতে সমস্যা হয়। সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়েন স্পিনাররা। সেই কারণেই ইডেনে ম্যাচ শুরু হচ্ছে বেলা দেড়টা থেকে। সাধারণত দিন-রাতের টেস্ট শুরু হয় বেলা আড়াইটে থেকে। কিন্তু যাতে বেশি সময় ধরে শিশির না পড়ে সেইজন্য খেলা শুরুর সময় এক ঘণ্টা এগিয়ে আনা হয়েছে। তারপরেও বোলারদের সমস্যা কতটা দূর করা যাবে সেটাই প্রশ্ন। একদিনের ক্রিকেটে খেলোয়াড়দের সাম্প্রতিক আইসিসি ব্যাঙ্কিংয়ে নিজেদের শীর্ষ স্থান ধরে রাখলেন ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও জসপ্রিত বুমরাহ। ৮৯৫ পয়েন্ট নিয়ে ব্যাটসম্যানদের ব্যাঙ্কিংয়ে পয়লা নম্বর জায়গা ধরে রেখেছেন কোহলি। তাঁর পরেই রয়েছেন রোহিত শর্মা। ২০১৯-এ তিন ফরম্যাটেই দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন ভারতের এই হিট-ম্যান। বোলারদের ব্যাঙ্কিংয়ে ৭৯৭ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরেই রয়েছেন জসপ্রিত বুমরাহ। দ্বিতীয় স্থানে নিউজিল্যান্ডের ট্রেন্ট বোল্ট। প্রথম ১০ অলরাউন্ডারের তালিকায় একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে রয়েছেন হার্দিক পান্ড্য। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ২৪৬। ৩১৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক বেন স্টোকস। দ্বিতীয় স্থানে আফগানিস্তানের মহম্মদ নবি।

দুসানবে-তে আফগানিস্তান ম্যাচের আগে দুবাইয়ে অনুশীলন সুনীলদের

১৪ নভেম্বর আফগানিস্তান এবং ১৯ নভেম্বর ওমানের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফুটবল দলের বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারের দুটি ম্যাচই অ্যাওয়ে। দুসানবে-তে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে যাওয়ার আগে দুবাইয়ে অনুশীলন করলেন সুনীল-গুরপ্রীত, উদান্ত, সুভাশিসরা। আইএসএল সূচির জন্য বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারের দুটো গুরুত্বপূর্ণ অ্যাওয়ে ম্যাচের আগে প্রস্তুতির সেভাবে সুযোগই পাননি জাতীয় কোচ ইগর স্টিমাচ। রবিবার নিজের নিজের ক্লাব দলের ম্যাচ খেলে ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেন জ্যাকিচাঁদ, মনবীর, রেনিয়াররা। তাই টানা বিমানযাত্রা না করে দুবাইতে দলকে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ফেডারেশন। সোমবার রাতে দুবাই পৌঁছে বিশ্রাম নেয় টিম ইন্ডিয়া। মঙ্গলবার সকালে দুবাইতেই পুরো দল অনুশীলন করে। আজ রাতেই দুবাই থেকেই দুসানবে যাবে ব্লু-ব্রিগেড। বুধবার দুসানবে-তে অনুশীলন করে বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে ভারতীয় ফুটবল দল। আর সেই ম্যাচে জয় ছাড়া কোনও বিকল্প ভাবনা নেই ব্লু ব্রিগেডের।

পোলার্ড করলেন নো বলে, আম্পায়ার দিলেন ডেড বলের সিগন্যাল, কিন্তু কেন

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দল এখন রয়েছে ভারতে। তবে টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে খেলতে নয়। আফগানিস্কানের বিরুদ্ধে খেলতে এসেছে তারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ এবার উত্তর প্রদেশের লখনউেত খেলছে আফগানিস্তান। আর সেই ম্যাচেই পোলার্ডে করে বসলেন এক কাণ্ড।

ব্যাটিং করছিলেন আফগানিস্তানের আজগর। পোলার্ড বোলিং করতে গিয়ে ক্রিজের বাইরে পা দিতেই আম্পায়ার নো বল ডেকে ওঠেন। আর সেই ডাক মুহূর্তে শুনেই হাত থেকে বলটাই ছাড়লেন না ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক। বাধ্য হয়ে নো বল থেকে ডেড বল করতে বাধ্য হলেন আম্পায়ার। এই ভিডিও এখন ক্রিকেট দুনিয়ায় ভাইরাল। পোলার্ডের কাণ্ড দেখে হেসে খুন ক্রিকেট দুনিয়া। টুইটারে এই ভিডিও ছড়িয়ে পরেছে মুহূর্তে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন নো বল থেকে আম্পায়াকর যে ডেড বল ঘোষণা করলেন সেটা নিয়ম মাফিক হয়েছে কি না? ক্রিকেটের নিয়ম বলছে, সবটাই হয়েছে নিয়ম মেনে। বল রিলিজ হওয়ার আগে পোলার্ডের পা ক্রিজের বাইরে থেকায় আম্পায়ার নো বল ডেকেছেন, কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী বল বোলারের হাত থেকে রিলিজ না হলে সেটা ডেড বল বলেন গন্য হবে। ভারতের মাটিতে আফগানদের সঙ্গে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেললো পোলার্ডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তিনটি ম্যাচেই দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে তারা। এবার পালা টি-২০ সিরিজের। লখনউতেই তিনটি টি-২০ ম্যাচ হবে যথাক্রমে ১৪, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর। তারপর হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আফগানিস্তানের একমাত্র টেস্ট। আফগানদের সঙ্গে খেলার পালা শেষ করে ভারতের বিরুদ্ধে তিনটি টি-২০ ও তিনটি একদিনের ম্যাচ খেলবে পোলার্ডের দল।

ইন্দোরে বিশেষ অনুশীলনের উদ্যোগ টিম ইন্ডিয়ার

বৃহস্পতিবার থেকে ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে ভারত। প্রথম টেস্টের পর তিন দিনের সংক্ষিপ্ত ব্যবধান কাটিয়ে আগামী ২২ নভেম্বর থেকে ইডেনে প্রথমবার কৃত্রিম আলোয় গোলাপী বলে টেস্ট খেলবে বিরাট কোহলি এন্ড কোং। তাই ইডেনের ঐতিহাসিক ম্যাচে মাঠে নামার আগে প্রস্তুতিতে খামতি রাখতে চান না বিরাটরা।

দুই টেস্টের মাঝে হাতে সময় কম বলে ইন্দোরেই গোলাপি বলে অনুশীলন শুরু করছে ভারত। মঙ্গলবার বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এক ঘন্টা ফ্লাড লাইটে কালো সাইটস্ক্রিন লাগিয়ে গোলাপি বলে অনুশীলন করবে। একথা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের চিফ পিচ কিউরেটর এসএস চৌহান।

NOTICE INVITING e-TENDER :06/EE/WRD-I/e-tender/2019-20 Dated: - 04-11-2019

The Executive Engineer, Water Resource Division No-I, Kunjaban, Agartala, Tripura. invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterpriseand eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway /Other State PWD up to 3.00 P.M. on 28-11-2019 for the following work:-

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1.	DNIeT No : 30/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2019-20	12,46,190.00	12,462.00	3(three)Months
2.	DNIeT No : 31/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2019-20	12,41,545.00	12,416.00	6(Six) Months
3.	DNIeT No : 32/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2019-20	9,31,029.00	9,310.00	3(three)Months
4.	DNIeT No : 33/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2019-20	4,19,595.00	4,196.00	2(two) months
5.	DNIeT No : 34/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2019-20	7,24,090.00	7,241.00	3(three)Months
6.	DNIeT No : 35/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2019-20	12,96,063.00	12,961.00	3(three)Months
7.	DNIeT No : 36/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2019-20	7,92,461.00	7,925.00	3(three)Months
8.	DNIeT No : 37/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2019-20	7,69,138.00	7,691.00	3(three)Months
9.	DNIeT No : 38/EE/WRD-1/EE/DNIeT/2019-20	7,69,484.00	7,695.00	3(three)Months

Last date and time for document downloading and bidding upto 3.00 PM on 28/11/2019 and time and date of opening of bid at 16:00 Hrs on 30/11/2019 if Possible.

For and on behalf of the Governor of Tripura.

ICA/C-1594/2019

আমি বর্জন করেছি একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক, এবার আপনিও?

(Er. Pankaj Kr. Raha)
Executive Engineer
Water Resource Division No-I
Kunjaban, Agartala, Tripura.
Office Phone No : 0381-235-0206

নতুন সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলীকে পেছনে ফেলার সুযোগ বিরাট কোহলির সামনে

ভারত বনাম বাংলাদেশের মধ্যে টেস্ট সিরিজ শেষ হয়ে গিয়েছে। এই সিরিজ ভারতীয় দল নিজেদের তরুণ ব্যাটসম্যানদের দুর্দান্ত প্রদর্শনে ২-১ ফলাফলে জিতে নিয়েছে। এরপর আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে এই দুই দলের মধ্যে টেস্ট সিরিজ শুরু হবে। ১৪ থেকে ১৮ নভেম্বরের মধ্যে খেলা হতে চলা টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ ইন্দোরের হোলকর স্টেডিয়ামে খেলা হবে। এই ম্যাচে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির সামনে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক আর বর্তমান বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলীকে পেছনে ফেলার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও দুই দলের খেলোয়াড়দের কাছে বেশকিছু রেকর্ড গড়ার সুযোগ থাকবে। আসুন এক নজর দেখে নেওয়া যাক প্রথম ম্যাচে কি কি রেকর্ড হতে পারে। ১. ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে এখনো পর্যন্ত মোট ৯টি টেস্ট ম্যাচ ঝেলা হয়েছে। যার মধ্যে ৭টি টেস্ট ম্যাচ ভারত জিতেছে আর দুটি টেস্ট ড্র থেকেছে। যদি বাংলাদেশ এই টেস্ট জিতে যায় তো ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে তাদের প্রথম জয় হবে। ২. বিরাট কোহলি যদি এই ম্যাচে সেঞ্চুরি করেন তো তিনি বর্তমান সময় খেলা ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টেস্ট সেঞ্চুরি করা ব্যাটসম্যান হয়ে যাবেন। আসলে এখন স্টিভ স্মিথ আর কোহলি দুজনেরই ২৬টি করে সেঞ্চুরি রয়েছে। ৩. ২৫ রান করতেই অজিঙ্ক রাহানে টেস্ট ক্রিকেটে নিজের ৪০০০ রান পূর্ণ করে নেবেন। এমনটা করা তিনি ভারতের ১৬তম খেলোয়াড় হয়ে যাবেন। ৪. অজিঙ্ক রাহানে যদি এই ম্যাচে ৩টি বাউন্ডারি মারেন তো তিনি ভারতীয় দলের হয়ে নিজের ৪৫০ বাউন্ডারিও পূর্ণ করে নেবেন। ৫. রবীন্দ্র জাদেজা যদি মাত্র ৩টি ছক্কা এই ম্যাচে মারতে পারেন তো তিনি ৫০টি ছক্কা নিজের টেস্ট কেরিয়ারে পূর্ণ করে নেবেন। ৬. ঋদ্ধিমান সাহা যদি এই ম্যাচে ৩টি ডিসমিসাল করতে পারেন তো তিনি টেস্ট ক্রিকেটে ১০০ ডিসমিসাল করা পঞ্চম ভারতীয় উইকেটকিপার হয়ে যাবেন। ৭. চেতেশ্বর পুজারা যদি এই ম্যাচে ৩টি ক্যাচ নেন তী তিনি টেস্ট ক্রিকেটে নিজের ৫০টি ক্যাচ পূর্ণ করে নেবেন, তিনি টেস্ট ক্রিকেটে ৫০টি ক্যাচ নেওয়া ভারতের ১৫তম খেলোয়াড় হয়ে যাবেন। ৮. মুশফিকুর রহিম যদি এই ম্যাচে ১৮টি চার মারতে পারেন তো তিনি বাংলাদেশের হয়ে তামিম ইকবালের পর ৫০০ বাউন্ডারি মারা দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হয়ে যাবেন। ৯. মেহেন্দি হাসান মিরাজ নিজের ১০০ টেস্ত উইকেট থেকে মাত্র ১১টি উইকেট দূরে রয়েছেন। তার কাছেও এই ম্যাচে নিজের ১০০ উইকেট হাসিল করার সুযোগ থাকবে। যদি তিনি এমনটা করতে সফল হন তো ১০০ উইকেট নেওয়া বাংলাদেশের চতুর্থ খেলোয়াড় হয়ে যাবেন। ১০. বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৪৭ রান করতেই বিরাট কোহলি সৌরভ গাঙ্গুলীকে টেস্ট রানের বিষয়ে পেছনে ফেলে দেবেন আর ভারতের হয়ে টেস্টে সবচেয়ে বেশি রান করা পঞ্চম ব্যাটসম্যান হয়ে যাবেন। বিরাট এখনো পর্যন্ত ৭০৬৬ রান করেছেন, অন্যদিকে গাঙ্গুলী ভারতের হয়ে ৭২১২ রান করেছেন।

দ্বিতীয়বার হ্যাটট্রিক করলেন দীপক চাহার !

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন ভারতীয় পেসার দীপক চাহার। তিন দিনের মধ্যে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্বিতীয়বার হ্যাটট্রিক করলেন তিনি। রবিবার নাগপুরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন দীপক চাহার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পর এবার ঘরোয়া ক্রিকেটেও বাজিমাতরাজস্থান পেসারের। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে বিদর্ভের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করলেন রাজস্থানের দীপক চাহার। কিন্তু তাঁর হ্যাটট্রিক নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ তিনটি উইকেট টেকিং ডেলিভারির মধ্যে একটি ওয়াইড বল করেন দীপক চাহার। রবিবার নাগপুরে মাত্র ৩.২ ওভার বল করে ৭ রান দিয়ে ৬টি উইকেট নেন দীপক। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটাই সেরা বোলিং পারফরম্যান্স। বিশ্বরেকর্ডের পর ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আবার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক করলেন দীপক চাহার। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে বিদর্ভের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করলেন রাজস্থানের দীপক চাহার। বিদর্ভের দর্শন নালকান্দে, শ্রীকান্ত ওয়াগ, অক্ষয় ওয়াডকারের উইকেট তুলে নেন দীপক চাহর। কিন্তু দর্শন নালকান্দের উইকেট নেওয়ার পর একটি ওয়াইড বল করেন দীপক চাহর। দীপক চাহরের হ্যাটট্রিক নিয়ে তাই ধন্দ দেখা দেয়। এমনকী আইসিসিও প্রথম টুইট করে পরে সেই টুইট তুলে নেয়। এদিন ৩ ওভার বল করে ১৮ রান দিয়ে ৪টি উইকেট নেন তিনি।

ফুটবল পায়ে নয়, এবার নেচে শিরোনামে মারাদোনা

চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই ফের ফুটবলে ফিরেছেন দিয়েগো মারাদোনা। আর্জেন্টিনার প্রথম বিভাগের ক্লাব লা প্লাতা জিমন্যাসিয়া ক্লাবের কোচের দায়িত্ব নেন কিংবদন্তি ফুটবলার। এবার তার দল আর্জেন্টিনার সুপারলিগায় একটি ম্যাচে জয়ের পর সাজঘরে নাচলেন ফুটবলের রাজপুত্র। সুপারলিগা আর্জেন্টিনায় আলদোসিভিকে ৩-০ ব্যবধানে তাঁর দল হারানোর পর সাজঘরে ফিরে কোমর দোলালেন কিংবদন্তি মারাদোনা। ফুটবলের রাজপুত্রের এমন ডান্স স্টেপ দেখে ফুটবলাররা অবাক হয়ে যান। পায়ের জাদুতে ফুটবল বিশ্বকে সম্মোহিত করার পর এবার নাচে মুগ্ধ করলেন মারাদোনা। কোচ হিসেবে প্রাপ্তির খাতা অবশ্য শূন্য বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা কিংবদন্তির। শারীরিক অসুস্থতার কারণে জুন মাসে মেক্সিকোর দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাব ডোরাডোসের কোচিং ছাড়লেও ফের নিজের দেশে কোচিং করাতে ফিরে আসেন মারাদোনা।

রোহিত শর্মা সবাইকে ডেকে বকে বলেছিলেন এই কথা

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে শিভম দুবে ভারতীয় দলের অংশ ছিলেন। হার্দিক পাণ্ডিয়ার চোটের কারণে দুবেকে দলে জায়গা দেওয়া হয়েছিল। প্রথম দুটি ম্যাচে তিনি বিশেষ কিছুই করতে পারেননি কিন্তু শেষ ম্যাচে মুশকিল সময় তিন উইকেট নিয়ে তিনি দলকে জয় এনে দেন। এর মধ্যে রহিম আর মহম্মদ নঈমের উইকেট শামিল ছিল। ডেবিউর চাপ ছিল? শিভম দুবে দিল্লিতে হওয়া প্রথম ম্যাচে ডেবিউর সুযোগ ছিল। এই ম্যাচে বল আর ব্যাটে তিনি বিশেষ কিছুই করতে পারেননি। ম্যাচের আগে প্রত্যেক খেলোয়াড় চাপ অনুভব করেন। এই ব্যাপারে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া ইন্টারভিউতে তিনি বলেন, 'আমি এটাকে ভারতের হয়ে খেলার চাপ বলব। কিন্তু সাপোর্ট স্টাফেরা বুঝিয়েছে আর এটা সুনিশ্চিত করেছে যে আমি সেই চাপ অনুভব না করি। ওরা আমার সমর্থন করেছে, রবি (শাস্ত্রী) আসেন আর বলেন যে চাপ নিও না, ব্যস শুধু নিজের খেলা খেলো। উনি আমাকে জানিয়েছেন যে একটি টি-২০ খেলায় সকলেই মার খান। যখন এটা আপনার দিন হবে, তো আপনি ভালো করবেন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা এটাই যখন এটা আপনার দিন হবে না তো কিভাবে এটা বের করবে' রোহিত শর্মা কী বলেছিলেন? নাগপুবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ ম্যাচে ভারতীয় দল হারের দিকে এগোচ্ছিল। এরপর রোহিত শর্মা খেলোয়াড়দের ডেকে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর ম্যাচের দিক সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। শিভম দুবে এটা নিয়ে বলেন, 'আমরা উইকেট নিয়েছিলাম আর রোহিত ভাই আমাদের শারীরিক ভাষা নিয়ে খুশি ছিলেন না। তিনি আমাদের বলেন যে মাঠে আরো বেশি প্রয়াস করো আর আমরা এখান থেকে খেলা বদলাতে পারি। উনি আমাদের উতসাহিত করেন' শিভম দুবে নিজের প্রদর্শনে খুশি? শিভম দুবের জন্য প্রথম দুটি ম্যাচ বিশেষ ভালো ছিল না। তৃতীয় ম্যাচে তিনি কামাল করেন কিন্তু এখনো তিনি নিজের প্রদর্শনে সন্তুষ্ট নন। এই ব্যাপারে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, 'আমি খুশি যে আমরা সিরিজ জিতেছি, কিন্তু আমি সন্তুষ্ট নই কারণ আমার মনে হয় যে আমার প্রদর্শন আরো ভালো হতে পারত। এটা একটা শেখার প্রতিক্রিয়া, প্রত্যেক ম্যাচে আগের থেকে ভালো করার চেষ্টা করেছি'।

Notice Inviting Tender (NIT)

NIT No. F. 1(7) / TGP/ 2019/ dt.8.11. 2019. BIDS are invited from bona fide & resourceful registered Firms/Companies / Mechanical & Engineering houses for repairing of 3(three) nos Paper Cutting Machines of the Tripura Govt.Press. Pre-Bid meeting on 16-11-2019 at 12:00 hrs. Bid submission last date 28-11-2019 upto 6 p.m. Details on website https://tripuratenders. gov.in.

ICA/C-1603/2019

(Dulal Ch. Das)
DIRECTOR,
G.A.(Printing & Stationery) Deptt.

একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা, জীবনের স্বার্থে আমাদের অঙ্গীকার।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 19/EE-I/2019-20

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Last date and time for document downloading and bidding
1.	"A/R & M/O Govt. residential building during the year 2019-20 /SH:- Special maintenance of MLA hostel No.2 at Dr.Shyama Prasad Mukharjee Lane, Agartala in/c colour coated sheet roofing with MS structure & water supply, sanitary arrangement work,under the jurisdiction of Central-II Sub-Division." DNITNo:09/SE-11/PWD(R&B)/2019-20.	Rs. 24,28,675.00	Rs. 24,287.00	Upto 15:00 hrs on 29/11/2019

All other details are available in the office of the undersigned &

ICA/C-1600/2019

প্লাস্টিক দূষণ সভ্যতার আতংক-তাই বর্জন করুন একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক।

(Er. R. Chowdhury)
Executive Engineer
Agartala Division No-I, PWD (R&B)
Agartala, West Tripura.

Short Notice Inviting Tender for Lease of Pond (2nd Call)

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Officer (Block **Development** Officer), Poangbari Panchayat Samiti, Sabroom, South Tripura, invite sealed tender in plain paper for leased out of below mentioned Panchayat Samiti ponds from the willing person/fishermen/ Socity dealt with fish processing as per Minimum rate mentioned in column No. 6stated in the table below :

Sl No.	Name of Fishery Pond	Location of Fishery Pond	Water area (in Kani)	Lease Period	Minimum Lease Amount (per year per pond)
1	2	3	4	5	6
1	Amlighat Lake	Amlighat GP	1.5	3 years	Rs. 8,500/per year
2	Katgbashya Lake	Subhashnagar GP	22	3 years	Rs. 20,500 per year
3	Bardepha Lake	Rajnagar GP	6	3 years	Rs. 15,500/per year

The Tender will be received in the office of the undersigned on all working days from 18th" November 2019 to 26th November, 2019 between 11.00 am to 3.00 pm except holidays. The terms & condition will be available in the office of the undersigned on every working day from 11 A.M to 4 P.M

ICA/C-1588/2019

আমি বর্জন করেছি একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক, এবার আপনিও?

Executive Engineer
Poangbari Panchayat Samiti
South Tripura.

Memorandum

In partial modification of the Memorandum. vide.. No.F.23(8)-SE-CEU/2019/ dated, 7th November, 2019 the date sheet/schedule of the Test Examination (Pre-Board) for Class-X & XII. for the academic session of 2019-20, for below stated subjects in all the Government (State & TTAADC) and Government aided Schools and Government aided Madrassas shall be as follows.

Date	Day	Time	Class-X (Subject)	Class-XII (Subject)	Venue of the Examination
02-12-2019	Monday	11:30 AM- 02:30 PM	English	English	Examination will be held in respective institution whose students are enrolled.
04-12-2019	Wednesday	11:30 AM- 02:30 PM		Bengali/ Kokborok/ Mizo/Hindi	
05-12-2019	Thursday	11:30AM- 02:30 PM	Bengali/ Kokborok /Mizo/Hindi	Sociology	
06-12-2019	Friday	11:30AM- 02:30 PM		Physics/ Education/ Business Studies	
07-12-2019	Saturday	11:30AM- 02:30 PM	Science	Geography	
09-12-2019	Monday	11:30AM- 02:30 PM		Chemistry/ Philosophy/ Accountancy	
10-12-2019	Tuesday	11:30AM- 02:30 PM	Mathematics	Psychology	
11-12-2019	Wednesday	11:30AM- 02:30 PM		Biology/ History	
12-12-2019	Thursday	11:30AM- 02:30 PM		Sanskrit/ Statistics	
13-12-2019	Friday	11:30AM- 02:30 PM	Social Science	Economics	
14-12-2019	Saturday	11:30AM- 02:30 PM		Environmental Science	
16-12-2019	Monday	11:30AM- 02:30 PM	Environmental	Political Science	
17-12-2019	Tuesday	11:30AM- 02:30 PM		Mathematics	

It is to be mentioned here that for the above stated subjects Question papers will be supplied from Centralised examination Unit (econdary), except Hindi and Music.

Besides.

v) Question papers for subjects not enlisted in date sheet shall he designed by respective schools and examination for the same may he held on dates convenient to school authority(s).

vi) Authority of Madrassa Institutions may conduct examination on Arabic Studies. Islamic Studies and others as per the date convenient to them.

ICA/D-1237/2019-20

আমি বর্জন করেছি একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক, এবার আপনিও?

Sd/-
(U.K. Chakma)
Director, Secondary Education,

২৯তম আইআইএসএসএমের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন ইয়েদুরাপ্পা

বেঙ্গালুরু, ১২ নভেম্বর (হি.স.) : কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ২৯তম আন্তর্জাতিক সুরক্ষা ও সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা সংস্থা আইআইএসএসএমের দুইদিনের সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা। আগামী ১৪ ও ১৫ নভেম্বর এই সম্মেলন চলবে বেঙ্গালুরুতে।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসআইএসের সিএমডি তথা বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন, ভারতের তথ্যপ্রযুক্তির রাজধানী হচ্ছে বেঙ্গালুরু। সেই কারণে আগামী ১৪ ও ১৫ নভেম্বর শহরের অভিজাত কনরাড হোটেলে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। 'ডিজিট্যাল যুগে লোকসান রোখার নতুন পথ' সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়। সম্মেলনের উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া, সুরেশ আঙ্গগদি। এর পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন রাজ্য মন্ত্রিসভার একাধিক মন্ত্রী। সম্মেলনে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সুরক্ষা এবং ক্ষতিরোধের মতো প্রসাঙ্গিক বিষয়ে নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হবে।

দেশ-বিদেশ থেকে সম্মেলনে আসা ৪০০-৫০০ জন বিশেষজ্ঞ বিষয়টি নিয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি রাখবেন। এছাড়াও অন্য বিষয়ে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার শীর্ষকর্তারা, বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক আলোচনা করবেন।

উল্লেখ্য, সুরক্ষা কোম্পানিগুলি মধ্যে আইআইএসএসএম দেশের শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। এমন কি বিদেশেও বিভিন্ন কোম্পানির সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এই সংস্থা পরামর্শ দিয়ে থাকে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে রবীন্দ্র কিশোর সিনহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইআইএসএসএমের অধিকর্তা রাজন মেডকর, কেএসএসএ সভাপতি এম এস প্রকাশ।

সিরিয়ায় তিনটি গাড়ি বোমা বিস্ফেরাণে নিহত সাত

দামাস্কাস, ১২ নভেম্বর (হি. স.) : সিরিয়ার উত্তর-পূর্ব শহর কামিশলিতে একের পর এক গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে সাতজন নিহত ও ৭০ জন আহত হয়েছেন। সোমবার এই বিস্ফোরণের জন্য এখনও কোনও সংস্থা দায় স্বীকার করেনি। ইসলামিক স্টেট এই হামলার দায় স্বীকার করেছে।

বিস্ফোরণগুলি একটি বাণিজ্যিক জেলা এবং হোটেলের কাছে ঘটেছিল। এর আগে একজন আর্মেনিয়ান ক্যাথলিক ধর্মযাজক এবং তার পিতার উপর আক্রমণ করা হয়েছিল। দুজনই অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হয়েছিল। বিস্ফোরণের ফলে গাড়িগুলিতে আগুন লেগে ধোঁয়া উঠতে থাকে। এ হামলায় একসাথে উদ্ধার কাজ চালায় উদ্ধারকর্মী ও দমকল বাহিনীর কর্মীরা

প্রসঙ্গত, কামিশলি সিরিয়ার উত্তর-পূর্বে আধা-স্বায়ত্তশাসিত কুর্দি অঞ্চলে অবস্থিত। গত মাসে মার্কিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণার পর থেকেই এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদের ঘটনা বেড়েছে।

জমি কেনাবেচায় দুর্নীতি দূর করে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ই-স্ট্যাম্পিং ঃ রাজস্বমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর ।। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ে মঙ্গলবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ই-স্ট্যাম্পিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এখন থেকে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকেও স্ট্যাম্প সংগ্রহ করা যাবে। অত্যাধুনিক এই ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ভূমি ও রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মা। রাজ্য সরকার জমি কেনাবেচায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে গত মার্চমাস থেকেই ই-স্ট্যাম্পিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কেও এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। মঙ্গলবার ভূমি ও রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মার হাত ধরে এই পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের প্রধান কার্যালয়ে। পরিষেবার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে ভূমি রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মা বলেন, জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে নানা কেলেঙ্কারী ও দুর্নীতির ঘটনা ঘটে থাকত। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দূর করে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ই-স্ট্যাম্পিং ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আমাদের রাজ্যেও মার্চমাস থেকে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই ই-স্ট্যাম্পিং ব্যবস্থা চালুর ফলে জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় থাকবে বলে আশা ব্যক্ত করেন ভূমি ও রাজস্বমন্ত্রী। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকেও ই-স্ট্যাম্পিং ব্যবস্থা সুযোগ নেওয়া যাবে। সে জন্যই আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। পরিষেবার সুযোগ নিতে মন্ত্রী এনসি দেববর্মা সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ই-স্ট্যাম্পিং ব্যবস্থা চালু হওয়ায় রাজ্যে জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার অনেকটাই কমানো সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতেই রাজ্য সরকার ই-স্ট্যাম্পিং ব্যবস্থা চালু করেছে।

পশুদের বেঁচে থাকার অধিকার সংক্রান্ত আইনি সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর ।। এই সুন্দর পৃথিবী প্রত্যেক জীবজন্তু, পশু পাখির বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। অধিকার রক্ষার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু আইনও রয়েছে। পশুদের বেঁচে থাকার অধিকার সংক্রান্ত এক আইনি সচেতনতামূলক কর্মসূচি মঙ্গলবার প্রজ্ঞাভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নিতি দেব ও প্রাণী সম্পদ দপ্তরের মন্ত্রী শান্তনা চাকমা। মঙ্গলবার প্রজ্ঞা ভবনে পশু আইনি সচেতনতামূলক এক কর্মশালা প্রজ্ঞাভবনে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নিতি দেব, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী শান্তনা চাকমা প্রমুখ। দু'দিনব্যাপী পশু আইন বিষয়ক সচেতনতামূলক এই কর্মশালার আয়োজক পশুপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পাসম। কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জায়া নিতি দেব বলেন, পশু হত্যা বিরোধী সুনির্দিষ্ট কিছু আইন রয়েছে। জনগণ ওইসব আইনি ধারা সম্পর্কে সচেতন নন। তাদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যেই এ ধরনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। আইনি ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা খুবই জরুরি। জনসচেতনতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই পশু হত্যা বন্ধ করা সম্ভব হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এ ধরনের আইনি সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করার উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নিতি দেব। তিনি বলেন, পৃথিবীতে সব প্রাণীর বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। পশু আইনি সচেতনতামূলক কর্মশালায় দপ্তরের পদাধিকারিক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে ব্যাপক সংখ্যায় সচেতনতামূলক কর্মশালা সংগঠিত করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী শান্তনা চাকমা।

যুব আইপিএফটির সভা অনুষ্ঠিত গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর ।। যুব আইপিএফটি'র গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার গন্ডাছড়া বাজারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে একটা মিছিল সরমা এলাকা থেকে শুরু হয়ে শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে গন্ডাছড়া বাজারে এসে এক সভায় মিলিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন মেবার কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া প্রমুখ। মেবার কুমার জমাতিয়া তার ভাষণে বলেন কংগ্রেস, সিপিএম কোন দলই উপজাতিদের কথা চিন্তা করে না। একমাত্র আইপিএফটি দলই উপজাতিদের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে। এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে উপজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। রাজ্যের শাসক শরীক দল আইপিএফটি ইতিমধ্যেই এডিসি নিজেদের দখলে আনার লক্ষ্যে কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছে। মঙ্গলবার গন্ডাছড়া বাজারে আইপিএফটি'র এক পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, কংগ্রেস সিপিএম উপজাতিদের স্বার্থ ও কল্যাণের কথা চিন্তা করে না। উপজাতি কল্যাণে কাজ করে চলেছে আইপিএফটি দল। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে জনগণ আইপিএফটি দলকে জয়ী করে কাজের সুযোগকে আরও সম্প্রসারিত করেছেন। এডিসি হলো উপজাতি অংশের জনগণের মূল ভিত্তি। এডিসি নির্বাচনে আইপিএফটি সবকটি আসনে জয়ী হতে চায়। জনগণকে এগিয়ে এসে আইপিএফটি'র শক্তি বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী কংগ্রেস ও সিপিএমের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, তিারা দীর্ঘকাল রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় ছিল। এডিসি এলাকার উন্নয়ন ও উপজাতি অংশের জনগণের কল্যাণে তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে তিনি অভিযোগ করেন।

মনু বনকুলে আইটিআইয়ে অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, মনু, ১২ নভেম্বর।। রাজ্য সরকার গত ১লা নভেম্বর থেকে রাজ্যের সমস্ত আইটিআই কলেজগুলি থেকে সিকিউরিটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের ১১ দিনের মাথায় সাব্রুমের প্রত্যন্ত উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা মনু বনকুলে। বনকুল ২০১২ সনে তৎকালীন রাজ্যপাল ডিওয়াই. পাটিল এর হাত ধরে উদ্বোধন হওয়া আইটিআই কলেজের প্রিন্সিপাল সহ বেশ কয়েকটি রুম নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেছে। মনু বনকুল আইটিআই কলেজের ট্রেনিং হল চার্জ নিরঞ্জন মজুমদার জানান যে গত দুইদিন কলেজ বন্ধ থাকার পর আজ সকালে কলেজের স্টাফরা কলেজে এসে দেখতে পান যে কলেজের কোলাপ্সেবেল গেটের তালা ভাঙা। এরপর তারা মনুবাজার থানায় খবর দেন এবং মনু থানার পুলিশসহ ভিতরে ঢুকে দেখতে পান যে কলেজের এসটাব্লিসমেন্ট সেকশান থেকে শুরু করে প্রিন্সিপাল রুম সহ আরো বেশ কয়েকটি রুম দুস্কৃতির দ্বারা নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই। নাশকতার এই আগুনে পুড়ে ছাই বহু মূল্যবান নথি থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি কম্পিউটার। এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, রাজ্য সরকারের রাজ্যের আইটিআই কলেজগুলির সিকিউরিটি প্রত্যাহারের হটকারী সিদ্ধান্ত গহণই বোধ হয় আজকের এই ঘটনার অবতরণ। আরো উল্লেখ থাকে যে মনু বনকুলের এই আইটিআই কলেজটি একেবারে নির্জন জায়গায় অবস্থিত।

মঙ্গলবার মোহনপুরে তাঁতকেন্দ্র ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

গভীর রাতে স্কুটি দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর ।। দিন আসে দিন যায়, প্রতিশ্রুতি থাকে প্রতিশ্রুতির জায়গায়। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। কথা হচ্ছে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের তেলিয়ামুড়ার শিববাড়ি এলাকার। শিববাড়ি এলাকায় বেশ কিছু জায়গায় বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সাড়াই হচ্ছে না বলে দাবি পথচলতি জনগণ থেকে শুরু করে যান চালকদের। ফলে নিত্যদিনই ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে ছোট বড়ো যানচালক থেকে শুরু করে ই-রিক্সা চালকদের।

যার ফলস্বরূপ নিত্যদিনই এই জায়গায় ছোট বড়ে যান দুর্ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। সোমবার রাত প্রায় ৯টা নাগাদ টিআর০৬ ৮২৬৫ নম্বরের একটি স্কুটি শিববাড়ি এলাকার গর্তে পড়ে যায়। যার ফলে স্কুটি চালক অল্পবিস্তর আহত হয়। এখন যানচালক সহ জনগণের দাবি দপ্তর যেন এই রাস্তায় দৃষ্টি দেয়।

তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল এলাকাটি জঙ্গলাকীর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ নভেম্বর ।। তেলিয়ামুড়া শহরের উপকন্ঠে পুরাতন হাসপাতালটি বর্তমানে জঙ্গলাকীত অবস্থায় চলাচলে প্রায় দুবছর ধরে। ফলে এই জায়গাটিকে একাংশ মাদক সেবক ও অসামাজিক কাজে লিপ্তরা একটাকে তাদের একপ্রকার মুক্তাঞ্চল হিসাবেই ব্যবহার করছে। এ ধরনের অভিযোগ তেলিয়ামুড়া থানা বা প্রশাসনের কাছে নেই এমনটাও নয়।

কিন্তু বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকেই এখানে মাদক দ্রব্য সেবন ও নানা ধরনের অসাজীক কাজকর্ম চলে। এমনটাই এলাকাবাসীর অভিযোগ, কিন্তু প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিনা।

বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর ।। আসছে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের এক নির্বাচন, সবঠিক থাকলে ২০২০ সালে প্রথণ দিকেই হতে পারে এই নির্বাচন একে সামনে রেখে এমন থেকেই ময়দানে বিজেপি দল, সেই সাথে চলছে দল বদলের পালা ও এক সভার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দল থেকে বিজেপিতে যোগদান করে শতাধীক ভোটার।

আজ মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীন ১৮ মুড়া এডিসি ভিলেজের কুমারাই পাড়ার মধ্যে বিজেপির এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য বিখাস দেববর্মা, ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডলের মন্ডল সভাপতি নির্মল সরকার, মন্ডলের জেনারেল সেক্রেটারি অপু গোপ, এমএলএ ডাঃ অতুল দেবববর্মা সহ অন্যান্যরা।

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর।। পঞ্চায়েত রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে ৫দিন ব্যাপী প্রশিক্ষন। পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন মূলক কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কর্মশালায় জন প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পঞ্চায়েত এলাকার কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সম্যক ধারনা প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যেই পঞ্চায়েররাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের প্রশিক্ষণ। পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তা রাজেন্দ্র কুমার নোয়াতিয়া প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য দিতে গিয়ে বলেন, নির্বাচনে যারা জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন পদের কাজ হলো গ্রাম পঞ্চায়েত এলকায় উন্নয়নমূলক কাজ করা। উন্নয়নমূলক কাজ করতে হলে কিভাবে করবেন, তাদের দায়িত্ব কি, ক্ষমতা কি, সেই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা এবং ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের আইন ও বিধি সম্পর্কে অবগত করার জন্য ৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পালন করছে এসইউসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ নভেম্বর ।। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছিল ৭ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত। সেই দিনটিকে যথাযথ মর্যাদায় বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এসইউসিআই রাজ্যেও পালন করছে। এই উপলক্ষ্যে এসইউসিআই দলের পক্ষ থেকে আলোচনা সভা, লেনিনের বক্তব্য জনগণকে বুঝিয়ে সমাজতন্ত্রের ধাঁচে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। এসইউসিআই রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য শিবানী ভৌমিক জানান, সমাজতান্ত্রিক চেতনাই শ্রমজীবী মানুষকে মুক্তির পথও দেখাতে পারে।

তেলিয়ামুড়ায় নেশা বিরোধী অভিযানে দুই যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ নভেম্বর ।। দীর্ঘদিন পর তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ড্রাগস বিরোধী অভিযানে নেমে সাফল্য পেল সোমবার রাতে। সোমবার দুপুরে থানার এসআই শ্যামল দেবনাথ স্থানীয় কড়ুইলং এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃত দুই যুবকের নাম চাকমাঘাটের আশিস দে এবং মহারানী পুরত্রর বিশ্বজিৎ দেব। ধৃত দুই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ সোমবার রাতে তেলিয়ামুড়া ফল বাজার থেকে বিজয় দেবকে গাড়ি সহ আটক করে। আটককৃত গাড়ির নাম্বার টিআর০১-এএফ-০৩৮৯। পুলিশ ১৪ কৌটা ড্রাগস এবং ৩৭, ২০০ টাকত্রা নগদ অর্থ উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে থানার ওসি স্বপন দেববর্মা জানান এখন থেকে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।